গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ডিসেম্বর ২০২৪

সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ডিসেম্বর ২০২৪

সূচিপত্র

সূচিপত্র ---------- i
সারণির তালিকা ---------- v
লেখচিত্রের তালিকা ---------- vi
চিত্রের তালিকা ---------- vii
সংক্ষিপ্ত শব্দাবলি ---------- viii
নির্বাহী সারসংক্ষেপ ---------- x

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ---------- ১
১.১ পটভূমি ---------- ১
১.২ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ইতিহাস ---------- ১
১.৩ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ---------- ২
১.৪ বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থায় সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের অবস্থান ---------- ৩
১.৫ বাংলাদেশের অর্থনীতির সেক্টরসমূহ এবং সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর ---------- ৪
১.৫.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির সেক্টরসমূহ ---------- ৪
১.৫.২ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর ---------- ৫
১.৭ এ্যাপ্রোচ (Approach) এবং কর্ম-পদ্ধতি (Methodology) ---------- ৬
১.৭.১ ভূমিকা ---------- ৬
১.৭.২ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের এ্যাপ্রোচ ---------- ৭
১.৭.৩ কর্ম-পদ্ধতি ---------- ৭
১.৭.৩.১ ডেস্ক রিভিউ/লিটারেচার রিভিউ ---------- ৭
১.৭.৩.২ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার (KII) ---------- ৮
১.৭.৩.৩ স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়/উন্মুক্ত দলীয় আলোচনা (FGD) ---------- ৮
১.৮ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ও অভিজ্ঞতা ---------- ৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেক্টর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশল, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা---------- **১১**

২.১ ভূমিকা---------- ১১

২.২ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন ও কার্যাবলী-- ১১

২.৩ জাতীয় পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের গুরুত্ব----------১৬

২.৩.১ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১---------- ১৭

২.৩.১.১ ভূমিকা ---------- ১৭

২.৩.১.২ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অগ্রাধিকার---------- ১৭

২.৩.২ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫----------২০

২.৩.২.১ ভূমিকা ----------২০

২.৩.২.২ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অগ্রাধিকার ----------২০

২.৪ আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর সাথে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সংশ্লিষ্টতা----------২৫

২.৫ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী প্রভাব মোকাবিলা----------২৬

তৃতীয় অধ্যায়

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের **অর্জন, ব্যবধান (**Gap**) ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা ---------- ২৭**

৩.১ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অর্জনসমূহ ----------২৭

৩.২ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বিদ্যমান ব্যবধানসমূহ---------- ৩২

৩.২.১ গভর্ন্যান্স---------- ৩২

৩.২.২ ব্যাংকিং, রাজস্ব আহরণ ও পুঁজিবাজার---------- ৩৩

৩.২.৩ বিকেন্দ্রীকরণ----------৩৪

৩.৩ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের চ্যালেঞ্জসমূহ----------৩৪

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের **ভিশন, মিশন, কৌশল (**Strategy**) এবং** অ্যাকশন **নির্ধারণ ---------- ৩৮**

৪.১ সেক্টরের ভিশন ও মিশন---------- ৩৮

৪.২ কৌশলগত উদ্দেশ্য ---------- ৩৮

৪.৩ কৌশল নির্বাচন ----------৩৯

৪.৩.১ ভূমিকা ----------৩৯
৪.৩.২ কৌশল ---------- ৪০
৪.৪ কৌশল বাস্তবায়নে চিহ্নিত কার্যক্রম----------৪৩
৪.৫ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন---------- ৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

সাধারণ সরকারি সেবায় বিনিয়োগ, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন---------- ৫৩
৫.১ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে উন্নয়ন বিনিয়োগ বিশ্লেষণ ---------- ৫৩
৫.১.১ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি বিনিয়োগ পরিস্থিতি ---------- ৫৩
৫.১.২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিনিয়োগ ও ব্যয় পরিস্থিতি ----------৫৭
৫.১.৩ এডিপি বরাদ্দ ব্যয় পরিস্থিতি ----------৬২
৫.১.৪ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ ও আরএডিপি বরাদ্দের তুলনা ----------৬৪
৫.১.৫ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে উন্নয়ন বিনিয়োগ পর্যালোচনা----------৬৫
৫.২ অর্থায়ন ----------৬৫
৫.২.১ উন্নয়ন বাজেট অর্থায়ন ----------৬৫
৫.২.২ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের এডিপি অর্থায়ন ---------- ৬৬
৫.২.২.১ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎসের অর্থায়ন গতিধারা পর্যালোচনা ---------- ৬৬
৫.২.২.২ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের অর্থায়ন ---------- ৬৬
৫.২.২.৩ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ----------৬৭
৫.২.৩ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা ----------৬৭
৫.২.৪ বিনিয়োগ ও অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ ---------- ৬৮
৫.৩ কৌশল বাস্তবায়ন (Strategy Implementation) ---------- ৬৮
৫.৩.১ কৌশলগত বাস্তবায়নের বিষয়সমূহ ---------- ৬৮
৫.৩.২ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ----------৭০
৫.৩.২.১ সক্ষমতা বৃদ্ধি ----------৭০
৫.৩.২.২ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (Knowledge Management) ----------৭০
৫.৩.৩ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও সমন্বয় ---------- ৭১
৫.৩.৩.১ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ভূমিকা ---------- ৭১

৫.৩.৩.২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার ভূমিকা----------৭২

৫.৩.৩.৩ অন্যান্য অংশীজনদের ভূমিকা ----------৭২

৫.৩.৩.৪ আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন ----------৭২

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ---------- ৭৩

৬.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ----------৭৩

৬.২ ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার টেকসহিতা (Substainablility of RBM&E) ------ ৭৪

৬.৩ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ ও সমাধান----------৭৫

৬.৪ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং----------৭৬

৬.৫ উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (Development Result Framework) ----------৭৭

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার এবং ভবিষ্যৎ করণীয়---------- ৮০

৭.১ উপসংহার----------৮০

৭.২ ভবিষ্যৎ করণীয় (Way Forward)----------৮০

তথ্যসূত্র ---------- ৮২

সংযুক্তি

সংযুক্তি ১: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ ---------- ৮৬

সংযুক্তি ২: ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ----------৯১

সংযুক্তি ৩: সেক্টরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০১৩-১৪ থেকে ২০২০-২০২১)----৯৬

সংযুক্তি ৪: কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ----------৯৭

সংযুক্তি ৫: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিবরণ----------৯৮

সারণির তালিকা

সারণি ১.১: বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত পরিকল্পনাসমূহ---------- ২

সারণি ৩.১: মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থায় সম্পাদিত বছরভিত্তিক ইজিপির পরিসংখ্যান----------৩১

সারণি ৩.২: বৈশ্বিক গভর্ন্যান্স সূচক: বাংলাদেশ---------- ৩৩

সারণি ৩.৩: প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতির দেশীয় নির্দেশক ---------- ৩৩

সারণি ৩.৪: ২০১১-২০২০ অর্থবছরে মোট ঋণের শতাংশ হিসেবে শ্রেণিকৃত ঋণের গতি প্রকৃতি----------৩৪

সারণি ৩.৫: সামষ্টিক অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব ---------- ৩৫

সারণি ৩.৬: রাজস্ব আদায় ---------- ৩৬

সারণি ৪.১: কৌশল বাস্তবায়নে চিহ্নিত কার্যক্রম, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়ন মেয়াদকাল----৪৩

সারণি ৪.২: কৌশলভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ----------৪৯

সারণি ৫.১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ অর্থায়ন---------- ৫৩

সারণি ৫.২: সরকারি বিনিয়োগের **চিত্র**----------৫৪

সারণি ৫.৩: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চলতি মূল্যে সেক্টরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ ----------৫৫

সারণি ৫.৪: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থির মূল্যে সেক্টরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ ----------৫৫

সারণি ৫.৫: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেক্টরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ (মোট উন্নয়ন ব্যয়ের শতকরা হিসেবে) ----------৫৬

সারণি ৫.৬: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের এডিপি বরাদ্দ: চলতি মূল্যে ----------৫৬

সারণি ৫.৭: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সাধারণ সরকারি সেবায় এডিপি বরাদ্দ: স্থির মূল্যে ----------৫৭

সারণি ৫.৮: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বছরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ-------৫৮

সারণি ৫.৯: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের বছরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ----------৬০

সারণি ৫.১০: সেক্টরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪)-----৬১

সারণি ৫.১১: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আরএডিপি বরাদ্দের তুলনা ----৬৪

সারণি ৫.১২: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আরএডিপি বরাদ্দের তুলনা----------৬৪

সারণি ৫.১৩: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে ২০২৩-২৪ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ---------- ৬৬

সারণি ৬.১: উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (Development Result Framework)----------৭৮

লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র ৩.১: রাজস্ব আদায়---------- ৩৬

লেখচিত্র ৪.১: কৌশল বাস্তবায়নে চিহ্নিত কার্যক্রম----------৪৬

লেখচিত্র ৫.১: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বছরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ -----৫৯

লেখচিত্র ৫.২: মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক ২০১৩-১৪ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দের বার্ষিক গড়----------৬১

লেখচিত্র ৫.৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে সেক্টরভিত্তিক বরাদ্দের শতকরা হার----------৬২

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১.১: বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থা ---------- ৩
চিত্র ১.২: বাংলাদেশের অর্থনীতির সেক্টরসমূহ ----------৪
চিত্র ১.৩: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের পরিধি ---------- ৬
চিত্র ১.৪: সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের ধাপসমূহ---------- ৭
চিত্র ২.১: 'রূপকল্প ২০৪১' এর প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ ---------- ১৭
চিত্র ২.২: বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রসমূহ---------- ১৯
চিত্র ৪.১: ভিশন বাস্তবে রূপায়নের পদক্ষেপসমূহ----------৩৯
চিত্র ৪.২: কৌশলের ৪টি উপাদান ---------- ৪০
চিত্র ৫.২: কৌশল বাস্তবায়নের কর্মকাণ্ড----------৬৯
চিত্র ৫.৩: জ্ঞান এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল ---------- ৭১
চিত্র ৫.৪: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ----------৭২
চিত্র ৬.১: Result Based Management Cycle ---------- ৭৪

সংক্ষিপ্ত শব্দাবলি

ADP	Annual Development Programme
ADR	Alternate Dispute Resolution
APA	Annual Performance Agreement
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCR	Benefit-Cost Ratio
BDP	Bangladesh Delta Plan
BEPZA	Bangladesh Export Processing Zones Authority
BEZA	Bangladesh Economic Zones Authority
BIDA	Bangladesh Investment Development Authority
BPPA	Bangladesh Public Procurement Authority
BSEC	Bangladesh Securities and Exchange Commission
DFA	Development Finance Assistance
DRF	Development Result Framework
DSDL	Digital Service Design Lab
FGD	Focus Group Discussion
FYP	Five Year Plan
GDP	Gross Domestic Product
GED	General Economics Division
GPMS	Government Performance Management System
GPS	General Public Services
GRS	Grievance Redress System
iBAS++	Integrated Budget and Accounting System
IFMIS	Integrated Financial Management Information System
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
INFF	Integrated National Financing Framework
IPRSP	Interim Poverty Reduction Strategy Paper
IRR	Internal Rate of Return
KII	Key Informant Interview
LDC	Least Developed Country
LGRD	Local Government and Rural Development
LIC	Low Income Country
M&E	Monitoring and Evaluation
MTBF	Midterm Budgetary Framework
NIS	National Integrity Strategy
NPR	National Population Register
NPV	Net Present Value
NSAPR	National Strategy for Accelerated Poverty Reduction

সংক্ষিপ্ত শব্দাবলি

NSDS	National Strategy for the Development of the Statistics
PBM&E	Performance Based Monitoring and Evaluation
PIM	Public Investment Management
RADP	Revised Annual Development Programme
RBM	Result Based Monitoring
RBM&E	Result Based Monitoring and Evaluation
SASEC	South Asia Subregional Economic Cooperation
SDG	Sustainable Development Goals
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
ToR	Terms of Reference
UMC	Upper Middle-Income Country
WGI	World Governance Indicators

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

দীর্ঘ সংগ্রাম আর নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজ '**উন্নয়নের রোল মডেল**' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার অর্জনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক কতিপয় সূচকে বাংলাদেশ অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে। দারিদ্র্য নিরসন, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার ভিত্তিতে সমতা আনয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সাক্ষরতার হার ও গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অসামান্য অগ্রগতি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। গভর্ন্যান্স এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নের ফলে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সরকারি সেবা গ্রহীতার ভোগান্তিও কমেছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (Least Developed Country) তালিকা হতে উত্তরণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ নির্ধারিত সকল মানদণ্ড ইতোমধ্যে পূরণ করেছে। উক্ত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশ দৃঢ় প্রত্যয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্যের মূলে রয়েছে বিচক্ষণ নেতৃত্ব, সুচিন্তিত ও দূরদর্শী পরিকল্পনা, জনগণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং নিরলস প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ইতিহাস সুদীর্ঘ। এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পরিকল্পনা জগৎ সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে ৮টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ৩টি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আজ বাংলাদেশের যে অর্জন তা হচ্ছে সুদূরপ্রসারী এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের ফসল। তদুপরি পরিকল্পনা ও নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নির্দেশনামূলক এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কৌশলধর্মী হওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে কৌশলগত যোগসূত্রের কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় অর্জিত হয় না। এ পরিস্থিতিতে, লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তব অর্জনের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের ধারণা প্রবর্তন করে। উক্ত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান দূর করবে। এতে একদিকে যেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় অর্জন করতে সক্ষম হবে তেমনি সেক্টরের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কনসেপ্ট নোট অনুযায়ী, সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানে কোনো নির্দিষ্ট সেক্টরের একটি পরিপূর্ণ চিত্রসহ সেক্টরের অর্জন, চ্যালেঞ্জ, লক্ষ্য, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রতিফলিত হবে। সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান হবে বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার হাতিয়ার (tool), যা অবশ্যই দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করবে।

সমগ্র জাতির মানসম্পন্ন জীবনমান উন্নয়নে একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির জন্য সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে, 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের নিমিত্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরি। সুশাসন ও প্রতিষ্ঠান একটি জাতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা বাংলাদেশের জন্যও সত্য। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর শুধু একটি সেক্টর নয়, বরং অন্যান্য সেক্টরের অগ্রগতি অনেকাংশে এ সেক্টরের সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে এ সেক্টরের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি সেবা সহজিকরণ ও উন্নতির জন্য চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশ উন্নত ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া, দক্ষ জনশক্তি

তৈরি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা আনয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, ক্রয় প্রক্রিয়ায় অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ, ই-জিপি সম্প্রসারণ, ব্যাংকিং ও বীমা খাতের উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি দমনে গতিশীলতা আনয়ন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরো কার্যকরী করা ও আধুনিকায়ন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রভৃতি সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নে সেক্টরের পরিধি বিশ্লেষণ, অর্জন, বিদ্যমান সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ, সংশ্লিষ্ট নীতি প্রভৃতি পর্যালোচনা করে রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কৌশল চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের ভিত্তিতে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনা মোট ৭টি অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পটভূমিসহ ভূমিকা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশল, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অর্জন, ব্যবধান ও চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণিত হয়েছে এবং সেক্টরের ভিশন, মিশন, লক্ষ্য, কৌশল এবং অ্যাকশন নির্ধারিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। বিনিয়োগ, অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। বর্ণিত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। পরিশেষে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কিত উপসংহার অধ্যায়ের মাধ্যমে এ দলিলটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- শাসন ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা- সরকারি খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি কার্যক্রম সম্পাদনে অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উন্নতি;
- অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্স, যার মধ্যে রাজস্ব খাত, পুঁজিবাজার, ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উন্নতি সাধন অন্তর্ভুক্ত;
- পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি সাধন এবং
- নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরো কার্যকর ও আধুনিকায়ন এবং দুর্নীতি দমনে গতিশীলতা আনয়ন।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো হচ্ছে: আইনি ব্যবস্থায় অভিগম্যতা (Acces to Law) বৃদ্ধি, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সম্পাদন, সিটিজেনস চার্টার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি বাস্তবায়ন, সরকারি সেবা ডিজিটাইজেশন, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ প্রবর্তন, ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো বাস্তবায়ন ও আর্থিক তথ্যের স্বচ্ছতার উন্নতি সাধন, জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট প্রণয়ন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন, সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু, পেনশনারদের ডেটাবেইস এবং ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার সিস্টেম চালু, সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এজেন্ডার বাস্তবায়ন, ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: আইন প্রণয়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিকেন্দ্রীকরণ, ব্যাংকিং ব্যবস্থার দুর্বলতা, পুঁজিবাজারের শ্লথ প্রবৃদ্ধি, নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত, অর্থ পাচার, দুর্নীতি দমন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয়ের অভাব প্রভৃতি। উন্নত দেশের উপযোগী সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর গড়ে তুলতে হলে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ দূর করে এ সেক্টরের উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনাগুলোতে দেশের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে ৪টি স্তম্ভের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো: সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিনির্মাণ। উক্ত ৪টি স্তম্ভের সাথেই সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রত্যক্ষ এবং কৌশলগত সংযোগ রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর সংশ্লিষ্ট কতিপয় ক্ষেত্রে আরো উন্নতির জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রগুলো হলো: প্রশাসনিক সক্ষমতার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের উন্নতি সাধন, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতিকরণ, সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কার প্রভৃতি। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ সেক্টর সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে: নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ, সংসদীয় প্রক্রিয়া জোরদার করা, দুর্নীতি দমন, তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রভৃতি।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অন্তঃ এবং আন্তঃসম্পর্কিত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর বিচরণ। এ ক্ষেত্রে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় , বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, নীতি, অর্জন, ব্যবধান, চ্যালেঞ্জ প্রভৃতি পর্যালোচনা করে এ সেক্টরের নিম্নরূপ ভিশন ও মিশন নির্ধারণ করা হয়েছে:

ভিশন: উন্নত দেশের উপযোগী দক্ষ, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর।

মিশন: কার্যকরী কৌশল অবলম্বনে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্স, পরিকল্পনা ও বাজেট ব্যবস্থাপনার যথাযথ উন্নতির মাধ্যমে সরকারি সাধারণ সেবা সহজ এবং যুগোপযোগীকরণ।

বর্ণিত ভিশন এবং মিশন অর্জনের জন্য মোট ১০ (দশ) টি কৌশল বাছাই করা হয়েছে। এগুলো হলো:

১.সরকারি প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
২.প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
৩.বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সক্ষমতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা;
৪.ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতার উন্নতিকরণ;
৫.পুঁজিবাজারের কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ;
৬.অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধিকরণসহ কর জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি করা;
৭.পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আরো উন্নতি সাধন;
৮.দুর্নীতি দমনে আরো গতিশীলতা আনয়ন;
৯.নির্বাচন প্রক্রিয়া আরো আধুনিকায়ন ও কার্যকর করা; এবং
১০.বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের উন্নতি সাধন।

উক্ত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের ১০টি কৌশলের বিপরীতে ২০২৪-২০৩০ বছরের জন্য ৫১টি কার্যক্রম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ চিহ্নিত ও মেয়াদকাল সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ত্রিমাত্রিক ও সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং সংস্কার। সর্বোপরি রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় গৃহীত প্রয়াসের মাধ্যমে চিহ্নিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় মোট ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ৬,৩৭৩.৮০ কোটি টাকা (জিওবি ৩,৭০১.৪০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প অনুদান ও ঋণ ২,৬৭২.৪০ কোটি টাকা) ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল উল্লেখ করে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অর্থায়নের উৎস সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

এবং এডিপি/আরএডিপিতে প্রদত্ত ও প্রকৃত বরাদ্দের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ২০২০-২১ হতে ২০২৩-২৪ সময়কালের তথ্যানুযায়ী এ ক্ষেত্রে প্রকৃত এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত বরাদ্দের প্রায় ২০.৩০%।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের সাথে সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সম্পৃক্ততা থাকায় এর সামগ্রিক বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থানের (Institutional Arrangement) বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন সমন্বয়, হালনাগাদকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি বর্ণিত সেক্টরের কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, হালনাগাদকরণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ১৬টি অগ্রগতি সূচক সম্বলিত একটি উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (Development Result Framework) সুপারিশ করা হয়েছে। উন্নয়ন ফলাফল কাঠামোতে ভিত্তি বছরের তথ্যসহ পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৬টি সূচকের মধ্যে ৭টি সামষ্টিক এবং ৯টি সেক্টরভিত্তিক। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ৭টি সূচক এবং এসডিজি সংশ্লিষ্ট ৩টি সূচক এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও, উন্নয়ন ফলাফল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত সূচকগুলোর তথ্যের উৎস এবং সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ চিহ্নিত করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় যে ৩২টি প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে তার সাথে চিহ্নিত কৌশলের ম্যাপিং তৈরি করা হয়েছে।

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং সমাপনী মূল্যায়নের মাধ্যমে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হবে। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সহযোগিতায় মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় উপস্থাপন করা হবে। উপসংহারে উক্ত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন এগিয়ে নেওয়ার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ এবং উদ্যোগের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু এটি একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা, কাজেই সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে এ পরিকল্পনা সম্পর্কে অংশীজনদের ব্যাপকভাবে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের চালিকা শক্তি হচ্ছে সেক্টর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ। বিধায় সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্ম পদ্ধতির উন্নয়নে গুরুত্বারোপ জরুরি। উক্ত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানে তালিকাভুক্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। অধিকন্তু, গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি এ সেক্টরের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করা জরুরি। এ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় করাও একটি অপরিহার্য বিষয়। সুতরাং এ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন আন্তঃমন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সহযোগিতা ও সমন্বয় জোরদারকরণ এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশ ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থান করছে এবং 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার অর্জনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক অন্যান্য সূচকে দেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা আনয়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীসহ অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের গভর্ন্যান্স এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ই-জিপি (e-gp)- এর বাস্তবায়ন জোরদার করার ফলে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। ই-পেমেন্ট, ই-লাইসেন্সিং, ই-পারমিটসহ অনেক সরকারি সেবা অনলাইনভিত্তিক হওয়ায় সেবা গ্রহীতার ভোগান্তি কমেছে, সময়, ব্যয় ও যাতায়াত (Time, Cost and Visit, TCV) হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বব্যাংক সংজ্ঞায়িত নিম্ন আয়ের দেশ ক্যাটাগরি (Low Income Country, LIC) হতে বের হয়ে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা (Least Developed Country, LDC) হতে উত্তরণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ নির্ধারিত সকল মানদণ্ড ইতোমধ্যে পূরণ করেছে। আইএমএফ এর পরিসংখ্যান মতে, জিডিপির আকার অনুযায়ী বাংলাদেশ এখন বিশ্ব অর্থনীতির ৩৩তম দেশ। এ অগ্রযাত্রা এখানেই থেমে নেই বরং বাংলাদেশ উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন হতে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণ মুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে গ্রহণ করা হয়েছে '**রূপকল্প ২০৪১**'। বাংলাদেশের এ অভাবনীয় সাফল্যের অনেকটাই সম্ভব হয়েছে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের দূরদর্শী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ফলে।

১.২ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ইতিহাস

পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা স্বাধীনতার পরপরই শুরু হয়েছিল। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল ১৯৭৩-৭৮ সময়কালে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনসহ দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ছিল এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। এ পরিকল্পনায় জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশ অর্জন, মোট ৪১ লাখ পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং মাথাপিছু আয় ২.৫ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তারপর থেকেই বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ২০০৩-২০০৮ সময়কাল ব্যতীত '**পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ**' অনুসরণ করে চলেছে এবং এ যাবত বেশ কয়েকটি স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে/চলমান (**সারণি ১.১**)।

সারণি ১.১: বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত পরিকল্পনাসমূহ

পরিকল্পনার সময়কাল	পরিকল্পনাসমূহ	প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা (গড়)	প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জন
১৯৭৩ - ১৯৭৮	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৫.৫	৪.০
১৯৭৮ - ১৯৮০	দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	৫.৬	৩.৫
১৯৮০ - ১৯৮৫	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৫.৪	৩.৮
১৯৮৫ - ১৯৯০	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৫.৪	৩.৮
১৯৯০ - ১৯৯৫	চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৬.০	৪.২
১৯৯৭ - ২০০২	পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৭.০	৫.১
২০১০ - ২০২১	রূপকল্প ২০২১: প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা	-	-
২০১১ - ২০১৫	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৭.৩	৬.৩
২০১৬ - ২০২০	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৭.৪৪	৭.১৩
২০১৮ - ২১০০	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০	-	-
২০২১ - ২০৪১	রূপকল্প ২০৪১: দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা	-	-
২০২০ - ২০২৫	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৮.০	-

২০১০ সালে '**রূপকল্প ২০২১**' বাস্তবে রূপায়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে ১০ বছর মেয়াদি প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০১০-২০২১। এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত হয়ে '**রূপকল্প ২০৪১**' বাস্তবে রূপায়নের জন্য ২০২০ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার দুটি অভীষ্ট হচ্ছে: **২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন এবং দারিদ্র্য নিরসন**। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে শতবর্ষী 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' প্রণয়ন করেছে।

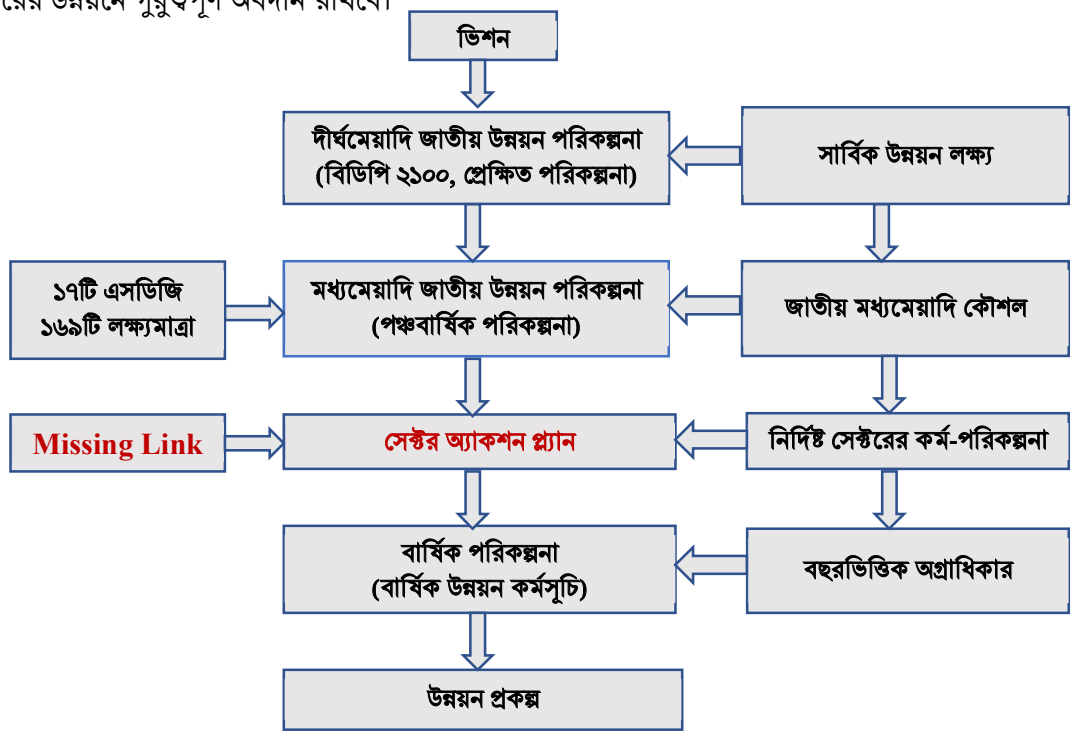
১.৩ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

পরিকল্পনা ও নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নির্দেশনামূলক এবং কৌশলধর্মী হওয়ায় এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এটা স্পষ্ট যে, **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে কৌশলগত যোগসূত্রের অভাব রয়েছে**। ফলস্বরূপ, কোন কোন ক্ষেত্রে, পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন আশানুরূপ নয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বাস্তবায়িত কাজের পুনরাবৃত্তি বা সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ পরিস্থিতিতে লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তব অর্জনের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের ধারণা প্রবর্তন করে। তদনুযায়ী, সেক্টরের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অর্জন, সুযোগসহ চ্যালেঞ্জসমূহের বিষয়ে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় কৌশলসমূহ চিহ্নিতকরত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমর্থনে সরকার পনেরটি সেক্টরের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কৌশলপত্র এবং সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করতে আগ্রহী। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, উন্নয়ন অংশীদার প্রভৃতির সমন্বয়ে সেক্টরসমূহের উন্নয়নে সরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকাসহ সরকারি নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন উদ্যোগ এবং প্রয়োজনীয় প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করার জন্য একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান এর জন্য একটি কনসেপ্ট নোট তৈরি করে, যা স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত কনসেপ্ট নোট অনুযায়ী, **সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানে কোনো নির্দিষ্ট সেক্টরের একটি পরিপূর্ণ চিত্রসহ সেক্টরের অর্জন, চ্যালেঞ্জ, লক্ষ্য, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রতিফলিত হবে।** সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং বিদ্যমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করাসহ পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেক্টরের প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদানে সহায়তা করবে। সব কিছু বিবেচনা করে, সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান হবে বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা দলিল, যা অবশ্যই দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করবে। সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য সামগ্রিক ও সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। বিভিন্ন সেক্টরের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানকে কার্যকরী কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতীয় উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈশ্বিক এজেন্ডা বিবেচনা করে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং রূপকল্প বাস্তবায়ন তথা সরকারের অঙ্গীকার 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান হবে একটি যথাযথ পরিকল্পনা দলিল।

১.৪ বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থায় সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের অবস্থান

জাতীয় পর্যায়ের রূপকল্প বাস্তবে রূপায়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান। জাতীয় পর্যায়ের মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) যথাযথভাবে অনুসরণ এবং তা পরিকল্পিতভাবে সেক্টর পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কার্যক্রম নিরূপণপূর্বক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে নির্দেশনামূলক (Indicative) এবং কৌশলগত (Strategic)। এ পরিকল্পনাসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের পরিকল্পনা ব্যবস্থায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্রের অনুপস্থিতি (Missing Link) বিদ্যমান। সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে (**চিত্র ১.১**) সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।



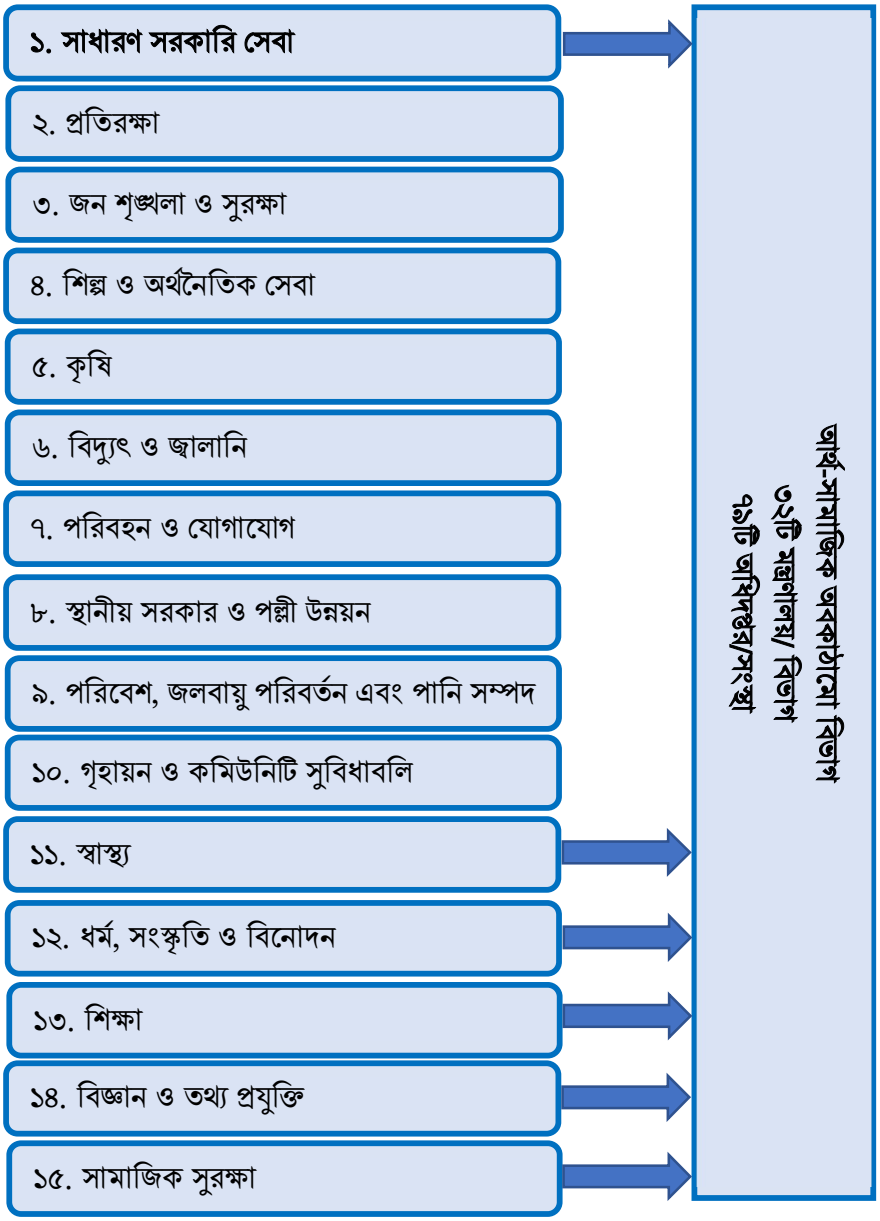
চিত্র ১.১: বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থা

১.৫ বাংলাদেশের অর্থনীতির সেক্টরসমূহ এবং সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর

১.৫.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির সেক্টরসমূহ

বাংলাদেশের অর্থনীতি ১৫টি সেক্টরে বিভক্ত। এ ১৫টি সেক্টরের ভিত্তিতেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাজেট এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ ছয়টি সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্পের মূল্যায়ন ও অনুমোদনের সাথে সম্পৃক্ত। সেক্টরগুলো হলো: **(১) সাধারণ সরকারি সেবা, (২) বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি, (৩) স্বাস্থ্য, (৪) সামাজিক সুরক্ষা, (৫) শিক্ষা এবং (৬) ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন**। এ সেক্টরগুলো ৩২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ৭৯টি অধিদপ্তর ও সংস্থার সাথে সম্পর্কিত (**চিত্র: ১.২**)।

সাধারণ সরকারি সেবা বাংলাদেশ সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর যা দেশের শাসন ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উন্নতির দ্বারা জাতিকে মানসম্মত জীবনযাপনের দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করবে। একটি দেশের উন্নয়ন এবং সুশাসন নিশ্চিতের জন্য নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া উন্নত করা প্রয়োজন, বিশেষ করে সাধারণ সরকারি সেবাসমূহ।



চিত্র ১.২: বাংলাদেশের অর্থনীতির সেক্টরসমূহ

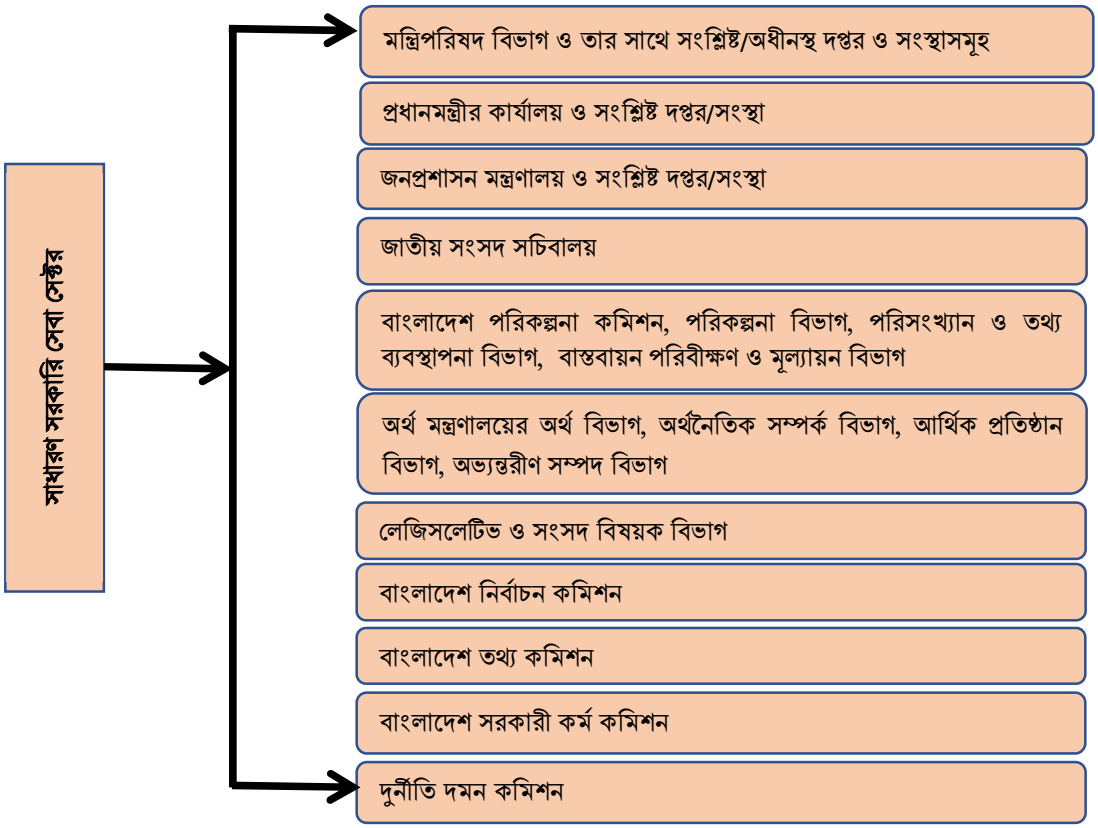
১.৫.২ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর

সমগ্র জাতির মানসম্পন্ন জীবনমান উন্নয়নে একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির জন্য সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ সেক্টর। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে অগ্রসরমান। উন্নত দেশের নাগরিকদের চাহিদা মোতাবেক সরকারি পরিষেবার মান বিশেষভাবে উন্নত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নসহ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার নিমিত্ত সাধারণ সরকারি সেবা স্বচ্ছ, সহজ, দ্রুত, যুগোপযোগী ও উন্নত করা প্রয়োজন। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশ উন্নত করা এ সেক্টরের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া, 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করাও অত্যন্ত জরুরি। একটি জাতির লক্ষ্য অর্জনে সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর শুধু একটি সেক্টরই নয়, বরং অন্যান্য সেক্টরের অগ্রগতি এ সেক্টরের সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। এ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নে নিম্নলিখিত মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে:

- শাসন ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা- সরকারি খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি কার্যক্রম সম্পাদনে দীর্ঘসূত্রতা পরিহারসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্স, যার মধ্যে রাজস্ব খাত, পুঁজিবাজার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উন্নতি সাধন এবং
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ:



চিত্র ১.৩: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের পরিধি

১.৬ কাজের পরিধি (Scope of Work)

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে:

১.সেক্টরের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক অর্জন, ব্যবধান ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ;
২.সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল পর্যালোচনা এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ;
৩.সেক্টরের অভীষ্ট ও অভিলক্ষ্য নির্ধারণ;
৪.প্রস্তাবিত কৌশলের বিপরীতে কার্যক্রম তালিকাভুক্তিকরণ;
৫.চিহ্নিত কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প বাছাই এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক ম্যাপিং;
৬.সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের বাস্তবায়ন, বিনিয়োগ চাহিদা এবং অর্থায়ন বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;
৭.সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং যথাযথ সূচক চিহ্নিতকরণ।

১.৭ এ্যাপ্রোচ (Approach) এবং কর্ম-পদ্ধতি (Methodology)

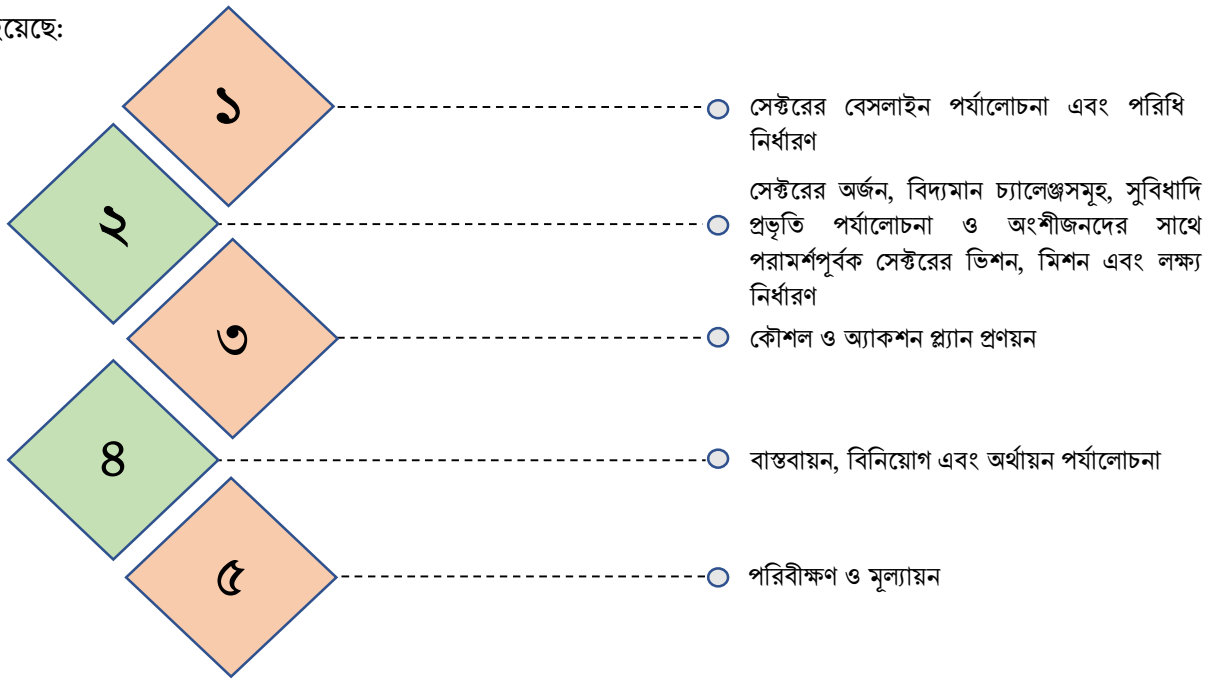
১.৭.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক প্রণীত টার্মস অব রেফারেন্স (ToR) এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কনসেপ্ট নোট পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞ দল অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, অন্যান্য দীর্ঘ, মধ্য এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা,

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন, সাধারণ সরকারি সেবা নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়াও পর্যালোচনা করা হয়েছে। অধিকন্তু, বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সাধারণ সরকারি সেবা (GPS) সেক্টরের জন্য সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের এ্যাপ্রোচ (Approach), কর্ম-পদ্ধতি (Methodology) এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা পরবর্তী উপাধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

১.৭.২ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের এ্যাপ্রোচ

নিম্নলিখিত ৫ (পাঁচ) টি ধাপ অনুসরণপূর্বক সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের জন্য সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে:



চিত্র ১.৪: সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের ধাপসমূহ

১.৭.৩ কর্ম-পদ্ধতি

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান মূলত সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। Key Informant Interview (KII), Focus Group Discussion (FGD), কর্মশালা, সেমিনার, মত বিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ইনপুট আকারে প্রাথমিক তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে। অতীত ও বর্তমানের মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের প্রাক্কলন তৈরির জন্য টাইম সিরিজ উপাত্ত সংগ্রহ, পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নে একটি আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল:

১.৭.৩.১ ডেস্ক রিভিউ/লিটারেচার রিভিউ

সেক্টর সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ (stock-taking) করার জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা, নীতি ও প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে:

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অগ্রগতি প্রতিবেদন;
- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন;
- ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এর মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন প্রতিবেদন;
- Governance and Public Institution এর বিষয়ে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পটভূমি প্রতিবেদন;

- ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP);
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০;
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা;
- সেক্টর স্ট্রাটেজি অন ইকোনমিক গভর্ন্যান্স এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ইন বাংলাদেশ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন; এবং
- জনপ্রশাসন নীতিমালা/সংস্কার বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন।

১.৭.৩.২ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার (KII)

নীতি নির্ধারক, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও সুবিধাভোগীসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার (KII)- এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত, সংশ্লিষ্টতা এবং সুপারিশ গ্রহণ, যেন সুনির্দিষ্ট কর্মের সাথে একটি ব্যাপক পরিকল্পনার পথ তৈরি করা যায়, যা শেষ পর্যন্ত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নে সাহায্য করেছে।

১.৭.৩.৩ স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়/উন্মুক্ত দলীয় আলোচনা (FGD)

সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন এবং এর চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়ায় একটি যথাযথ এবং বিস্তৃত আলোচনা ও মত বিনিময় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। অংশীজনদের সাথে ১০টি উন্মুক্ত দলীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। নিয়োজিত পরামর্শক এবং প্রতিষ্ঠানের দক্ষ কর্মকর্তা কর্তৃক সম্মিলিতভাবে এ উন্মুক্ত দলীয় আলোচনা পরিচালিত হয়েছে।

উন্মুক্ত দলীয় আলোচনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের পরিধি, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, নীতি ও কৌশল, অভীষ্ট, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, বাস্তবায়নাধীন এবং বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়, সম্ভাব্য অর্থায়ন প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথ প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অধিকন্তু, খসড়া সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের ওপর ৫টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালা সমস্ত deliverable, প্রারম্ভিক প্রতিবেদন এবং খসড়া সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রতিবেদন এবং কারিগরি কমিটির সভার মাধ্যমে যাচাই ও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

১.৮ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ও অভিজ্ঞতা

যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান আধুনিক সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় হাতিয়ার (Tool) হিসেবে পরিগণিত। এতে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার সাথে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ব্যবধান বিশ্লেষণ (Gap Analysis), পারস্পরিক কৌশলগত সংযোগ সাধন করে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time bound) প্রণয়ন প্রভৃতি বিবেচনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এ ধারণা যথেষ্ট ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারত, শ্রীলংকা এবং ভিয়েতনামের সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের পদ্ধতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ভারত

ভারত সেক্টরভিত্তিক বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করছে। নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করে ভারত[১] সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করে:

১. **সেক্টরাল লক্ষ্য চিহ্নিতকরণ:** সেক্টরের লক্ষ্য চিহ্নিত করণার্থে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা এ ধাপের অন্তর্ভুক্ত।

২. **অংশীজনদের পরামর্শ:** দ্বিতীয় ধাপে সেক্টর সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মত বিনিময় এবং তাঁদের পরামর্শ গ্রহণপূর্বক পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সেগুলো কর্মপরিকল্পনায় প্রতিফলিত করা।

৩. **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:** তৃতীয় ধাপে প্রণীতব্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি/বেসরকারি সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে সেক্টরের বিদ্যমান নীতি, সক্ষমতা, অবকাঠামো, সম্পদ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্বলিত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে কর্মপরিকল্পনায় ব্যবহার করা হয়।

৪. **নীতি প্রণয়ন:** চতুর্থ ধাপে উল্লিখিত তিনটি ধাপের তথ্য ও উপাত্ত সমন্বয় করে প্রণীতব্য সেক্টরের জন্য একটি নীতি প্রণীত হয়, যার মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও উন্নয়ন, বিনিয়োগ, সামাজিক কল্যাণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৫. **বাস্তবায়ন কাঠামো:** পঞ্চম ধাপে সেক্টরের ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য, কৌশল এবং করণীয় বিষয় সময়াবদ্ধ করে একটি রূপরেখা দেওয়া হয়। এ কাঠামোতে পরবর্তীতে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প, নীতি প্রণয়ন এবং অংশীজনদের সমন্বয়ের ব্যবস্থাপনা উল্লেখ থাকে।

৬. **বাজেট বরাদ্দ:** ষষ্ঠ ধাপে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের নিমিত্ত সেক্টরের অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আর্থিক বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

৭. **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:** সপ্তম বা সর্বশেষ ধাপে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

শ্রীলংকা

শ্রীলংকা অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নে বেশ অগ্রগামী। শ্রীলংকার[২] সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন পদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

১. **প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ (Need Assessment):** প্রথম ধাপে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সেক্টরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা করা হয়।

২. **অংশীজনদের সম্পৃক্ততা:** দ্বিতীয় ধাপে সরকারি সংস্থা, শিল্পোদ্যোক্তা, সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মত বিনিময়ের পর তাদের সম্পৃক্ততা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তের সুপারিশ করা হয়।

৩. **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:** তৃতীয় ধাপে সেক্টর সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণপূর্বক সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়।

৪. **লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal Setting):** চতুর্থ ধাপে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সাথে সম্পর্কযুক্ত দপ্তর ও সংস্থার কর্মপন্থা বিবেচনায় নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট (Precise) লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

[১] India Cooling Action Plan: https://www.indiacoolincoalition.org
[২] Srilanka's National Development Vision and Plan: https://www.efficetivecooperation.org

৫. **কৌশল প্রণয়ন:** পঞ্চম ধাপে সেক্টরের লক্ষ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে লক্ষ্য অর্জনের নির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন করা হয়।

৬. **বাস্তবায়ন ফ্রেমওয়ার্ক:** ষষ্ঠ ধাপটি মূলত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের মূল বিষয়। এ ধাপে লক্ষ্য এবং কৌশলের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। যার মধ্যে ভবিষ্যতে ঐ সেক্টরের কর্মপন্থা, নীতি প্রণয়ন এবং পরিকল্পনার নির্দেশনাসহ অর্থায়ন, দায়িত্ব ইত্যাদির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে।

৭. **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:** সপ্তম বা সর্বশেষ ধাপে চলমান পদ্ধতির পরিবীক্ষণ এবং মধ্যবর্তী ও সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়।

ভিয়েতনাম

ভিয়েতনাম বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। ভিয়েতনামে[৩] সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের অনুসৃত পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. **বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন:** প্রথম ধাপে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত সেক্টরের বর্তমান সামর্থ্য, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মূল্যায়ন ইতিবাচক হলে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়।

২. **অংশীজনদের পরামর্শ:** দ্বিতীয় ধাপে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনদের পরামর্শ, মতামত এবং ধারণা একত্র করে একটি তথ্য ভান্ডার তৈরি করা হয়, যার মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনার ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়।

৩. **লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal Setting):** তৃতীয় ধাপে উল্লিখিত দু'টি ধাপের ফলাফল সমৃদ্ধ করে এবং বিদ্যমান পরিকল্পনা ও নীতি বিশ্লেষণ করে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

৪. **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:** চতুর্থ ধাপে উদ্দেশ্য, কৌশল এবং করণীয় (Action) কে সমন্বয় করে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়। এ ফ্রেমওয়ার্কে কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব, সময় এবং সমন্বয়ের বিষয়টি উল্লেখ থাকে। নির্দিষ্ট সেক্টরের ক্রস কাটিং বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৫. **বাজেট ও সম্পদ বরাদ্দ:** পঞ্চম ধাপে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে অর্থায়ন বিশ্লেষণ করা হয়।

৬. **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:** ৬ষ্ঠ এবং শেষ ধাপে যথারীতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং মধ্যবর্তী ও সমাপ্তি মূল্যায়নের রূপরেখা দেওয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে তিনটি দেশের সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের প্রক্রিয়া প্রায় একই রকম। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বর্ণিত তিনটি দেশ কর্তৃক অনুসৃত ধাপসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। এ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নে ১.সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বিদ্যমান নীতি বিশ্লেষণ, ২. জাতীয় নীতি/পরিকল্পনা পর্যালোচনাপূর্বক ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, ৩.উল্লিখিত উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় করে কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্ণিত কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত করণীয় বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সঙ্গে দায়িত্ব এবং করণীয় সমাপ্তির সময় নির্ধারণ করে ওয়ার্কফ্রেম প্রণীত হয়েছে, ৪. সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থায়ন ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ৫. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি ও স্মার্ট সূচকের সম্মিলনে একটি যথাযথ সেক্টর উন্নয়ন ফলাফল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের প্রতিটি ধাপে এবং চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

[৩] National Action Plan of Vietnam: https://www.globalnaps.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেক্টর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশল, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা

২.১ ভূমিকা

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সীমানা অত্যন্ত ব্যাপক। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল সেক্টরেই সাধারণ সরকারি সেবার অধিক্ষেত্র বিস্তৃত তথাপি সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত ক্রসকাটিং বিষয় সমন্বিত করে একটি সুপরিকল্পিত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন ও বিদ্যমান পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশলপত্র প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে এ সেক্টরের ভিশন, মিশন ও লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা স্ব স্ব পরিকল্পনা ও নীতিমালা অনুসরণ করে চাহিদা অনুযায়ী পরিষেবা সরবরাহ করে থাকে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোর তালিকা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশল এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ নিম্নের উপাধ্যায়ে বর্ণিত হলো, যা এ সেক্টরের ভিশন, মিশন ও কৌশলগত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণে সহায়তা করেছে।

২.২ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন ও কার্যাবলী

২.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ধর্মী দায়িত্ব পালনের কারণে এ বিভাগের কার্যপরিধি অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকে কিছুটা ভিন্ন। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য দায়িত্বগুলোর মধ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণ এবং কার্যাবলীর সমন্বয়, মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন/পুনর্গঠন, মন্ত্রিসভা এবং মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা, জনপ্রশাসনের সংস্কার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান অন্যতম। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সেবা সহজিকরণ ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) সম্পর্কিত নীতিমালা, দলিলাদি ও পরিপত্রসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সেবা সহজিকরণ

১. সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদির সংকলন-বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সহজিকরণ বিষয়াদির তালিকা সংকলন;

২. তথ্য বাতায়নে (ওয়েবসাইটে) ইনোভেশন ও সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ এবং

৩. সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার)

১. সরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টি ও সেবার মান উন্নয়ন এবং

২. মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার সিটিজেনস চার্টার হ্যান্ডবুক ২০১৭। অধিকন্তু সময়ে সময়ে এ নির্দেশিকা/নির্দেশনা প্রদান ও কমিটি গঠন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট: মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের সাচিবিক কার্যক্রম, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বাবধান ও সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে সুশাসন সুসংহতকরণ।

উৎস: তথ্য বাতায়ন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২.২.২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সরকার প্রধানের কার্যালয়। এ কার্যালয়ের কাজের মূলমন্ত্র হচ্ছে: **"Putting Citizens First"**। এই কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সার্বিক সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদি;
- জাতীয় নিরাপত্তা, গোয়েন্দা ও সকল গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয় এবং বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এনজিও এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী;
- জাতীয় রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী;
- প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ারাধীন বিভিন্ন তহবিল পরিচালনা;
- অন্য রাষ্ট্রের সরকার প্রধান ও প্রতিনিধির প্রটোকল;
- রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার ব্যবস্থাপনা;
- আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সন্ধি/চুক্তি সম্পাদন;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত আইন বিষয়াদি;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয়াবলি; এবং
- কোর্ট ফি বহির্ভূত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্যান্য নির্ধারিত ফি সংক্রান্ত কার্যক্রম।

উৎস: তথ্য বাতায়ন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২.২.৩ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে সিটিজেনস চার্টার এর কার্যক্রম পরিচালিত করে। এ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন হচ্ছে:

ভিশন: দক্ষ ও কার্যকর জনপ্রশাসন।

মিশন: নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি দক্ষ সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ে তোলা।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রধানত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৭ এবং নাগরিক সনদ নির্দেশিকা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজনানুসারে সময়ে সময়ে আইন/নীতিমালা/প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত সিটিজেনস চার্টার সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৭ বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের। ২০০০ সালে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটি (Public Administration Reform Committee) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে নাগরিক সনদ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করে। এ নির্দেশিকা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য জনগণের সেবার মান উন্নয়ন করা। সিটিজেনস চার্টারের মৌলিক নীতিগুলো নিম্নরূপ:

- জনসাধারণের চাহিদা বা প্রত্যাশা পূরণে সেবার একটি মানদণ্ড নির্ধারণ;
- জনগণের চাহিদা এবং সেবা প্রদানকারীর সামর্থ্য বিবেচনা করা;
- সনদ প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণকারী এবং সেবা প্রদানকারীদের সম্পৃক্তকরণ;
- নাগরিক এবং সরকারি কর্মকর্তাগণের পারস্পরিক সহযোগিতা উৎসাহিতকরণ;
- তথ্য সরবরাহ ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণ;
- নাগরিকদের অভিযোগ করার এবং অভিযোগ নিরসনের প্রকাশ্য পদ্ধতি চালুকরণ;
- সেবার উৎকর্ষ বিধান এবং সাশ্রয়ী উপায়ে জনগণের অর্থের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং
- সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ধৈর্য্য, নিষ্ঠা, জবাবদিহিতা ও একাগ্রতা নিশ্চিতকরণ।

উৎস: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'নাগরিক সনদ নির্দেশিকা'।

২.২.৪ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রধানত সরকারের পক্ষে জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সকল আইন প্রণয়নের প্রস্তাব/বিল ইত্যাদির খসড়া প্রস্তুত ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল আইন, উপ আইন, বিধি, প্রবিধিসহ সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আইনগত ভিত্তি আছে এমন সকল আইনগত বিষয়সহ গুরুত্বপূর্ণ সকল চুক্তি ভেটিং- এর কাজও এ বিভাগ করে থাকে। উল্লিখিত কাজের পাশাপাশি এ বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী সেবা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি এবং নীতিমালা/আইন/প্রবিধি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভিশন ও মিশন হলো:

ভিশন: আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগমন এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন।

মিশন: আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়তা করা।

২.২.৫ জাতীয় সংসদ সচিবালয়: জাতীয় সংসদ সচিবালয় 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার)'- এর ভিত্তিতে সেবা প্রদান করে থাকে।

২.২.৬ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের তিনটি বিভাগ রয়েছে-যথা ১. পরিকল্পনা বিভাগ, ২. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (Implementation Monitoring and Evaluation Division, IMED) এবং ৩. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। অধিকন্তু বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় ৬টি সেক্টর বিভাগ রয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগের ভিশন ও মিশন হচ্ছে:

ভিশন: টেকসই, সময়াবদ্ধ ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

মিশন: অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের টেকসই সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ সরকারি সেবার সাথে যুক্ত রয়েছে।

(১) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সরকার কর্তৃক দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ ও পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিকল্প কৌশল ও নীতি প্রণয়ন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, আয়-বন্টন এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপর গবেষণা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সেক্টরভিত্তিক মূল্যায়নসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে অর্থনৈতিক ও নীতি নির্ধারণ বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে;

(২) কার্যক্রম বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ এবং সেক্টরভিত্তিক সম্পদ বণ্টন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও সংশোধন প্রভৃতি কাজ করে;

(৩) আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য তথ্য উপাত্ত সরবরাহসহ প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত;

(৪) কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য তথ্য উপাত্ত সরবরাহসহ প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত;

(৫) শিল্প ও শক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য তথ্য উপাত্ত সরবরাহসহ প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত;

(৬) ভৌত ও অবকাঠামো বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য তথ্য উপাত্ত সরবরাহসহ প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর ভিশন ও মিশন হচ্ছে:

ভিশন: প্রকল্পের সঠিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

মিশন: উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতার মাধ্যমে কার্যকর বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

আইএমইডি বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণপূর্বক দাপ্তরিক ও নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভিশন ও মিশন হচ্ছে:

ভিশন: বিশ্বমানের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা।

মিশন: দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ।

এ বিভাগ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে দাপ্তরিক ও নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখছে।

২.২.৭ অর্থ বিভাগ: অর্থ বিভাগ অর্থ ব্যয় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ। এ বিভাগ সাধারণ সরকারি সেবা কার্যক্রমের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। অর্থ বিভাগের ভিশন ও মিশন হচ্ছে:

ভিশন: দূরদর্শী ও টেকসই সরকারি অর্থ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন।

মিশন: কার্যকর ও দূরদর্শী আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (Macroeconomic Stability) **এবং আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য নিরসন।**

অর্থ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে নাগরিক সেবা ও দাপ্তরিক সেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সেবা, সেবা পদ্ধতি, সেবার মূল্য, সেবার সময়সীমা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা প্রণয়ন করা হয়, যেন সেবার মানোন্নয়ন হয় এবং সেবা নিশ্চিত করা যায়।

২.২.৮ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ মূলত বৈদেশিক সহায়তা আহরণ করে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। এ বিভাগের ভিশন ও মিশন হচ্ছে:

ভিশন: সুষম ও টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

মিশন: বৈদেশিক সহায়তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা।

এ বিভাগ বৈদেশিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, সহায়তা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন, নেগোশিয়েসনের কৌশল নির্ধারণ, চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে থাকে।

২.২.৯ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ। প্রধানত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে এ বিভাগ নিরলস কাজ করে। এ বিভাগের সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে:

ভিশন: অভ্যন্তরীণ সম্পদে গড়বো উন্নত বাংলাদেশ।

মিশন: আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত করনীতি ও জাতীয় সঞ্চয়নীতি অনুসরণে ন্যায়ভিত্তিক, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, অংশগ্রহণমূলক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের বাজেট বরাদ্দের যোগান দেওয়া এ বিভাগের লক্ষ্য। জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের নিমিত্ত বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পে বরাদ্দের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ সরবরাহ এ বিভাগের দায়িত্ব। সময়ে সময়ে নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবা সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা/বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারি করে।

২.২.১০ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমস্ত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও স্টক এক্সচেঞ্জ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এ বিভাগের ভিশন ও মিশন হচ্ছে:

ভিশন: দক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শক্তিশালী আর্থিক বাজার ও সেবা ব্যবস্থা।

মিশন: নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করার মাধ্যমে আর্থিক বাজার ও সেবা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন।

২.২.১১ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ সুষ্ঠু ও কার্যকরী নির্বাচন পরিচালনার্থে অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনমনীয় অবস্থায় এবং সততা, স্বচ্ছতা ও দেশের সাংবিধানিক আইনানুসারে প্রতিটি নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মিশন তথা আদর্শ।

২.২.১২ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন: স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরই ১৯৭২ সালে ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় । ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর পর বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। ২০২৩ সালের ০২ নং আইন "বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩" প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭-১৪১ ও ১৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধানাবলী, The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations 1979 (সংশোধনীসহ) এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থী যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন তা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একজন সভাপতি ও ২০ (বিশ) জন সদস্য নিয়ে গঠিত। কমিশনকে সহায়তা করার জন্য একটি সচিবালয় রয়েছে যার প্রধান হিসেবে সরকারের একজন পূর্ণ সচিব দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কমিশনের মিশন হচ্ছে: **প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য উপযুক্ত জনপ্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা**।

২.২.১৩ দুর্নীতি দমন কমিশন: দুর্নীতি দমন কমিশন বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের নিমিত্ত গঠিত একটি কমিশন। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক সেবাসমূহ ছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্নীতির বিষয়ে অভিযোগ নিয়েও দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করে। বিভিন্ন সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সেবার মূল্য, সেবা প্রদানের সময়সীমা, সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির নাম, পদবিসহ ঠিকানা প্রভৃতি দুর্নীতি দমন কমিশন বিভিন্ন সময়ে আইন/বিধি/নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশনের ভিশন এবং লক্ষ্য হচ্ছে:

ভিশন: সমাজের সর্বস্তরে প্রবাহমান একটি শক্তিশালী দুর্নীতিবিরোধী সংস্কৃতির চর্চা এবং এর প্রসার সুনিশ্চিত করা।

লক্ষ্য: অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ সাধন করা।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংস্থাসমূহ কেবল গতানুগতিক সেবার সাথেই যুক্ত নয়। নাগরিক এবং দাপ্তরিক সেবার পাশাপাশি এমন কিছু কার্যক্রমের সাথে জড়িত যে সমস্ত কার্যক্রম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেবা প্রদানে সহায়তা এবং উৎসাহিত করে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার আইন, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার বা পদক প্রদান, কমিটি গঠন ইত্যাদি।

২.৩ জাতীয় পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের গুরুত্ব

বাংলাদেশে বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে, যার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সতত প্রবহমান। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এসডিজি প্রভৃতির অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে বিভিন্ন সেক্টরের আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহ প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের গুরুত্ব, অগ্রাধিকার এবং কৌশল নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

২.৩.১ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১

২.৩.১.১ ভূমিকা

২০১০-২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সূত্র ধরেই 'রূপকল্প ২০৪১' বা দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার যাত্রা শুরু হয়। প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তার আলোকে 'রূপকল্প ২০৪১' অনুযায়ী দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার প্রধান কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইলফলক হচ্ছে:

১. **২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নিরসন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ৩.০ (তিন) শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা; এবং**

২. **দারিদ্র্য দূর করে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন।**

বাংলাদেশের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথ নকশা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

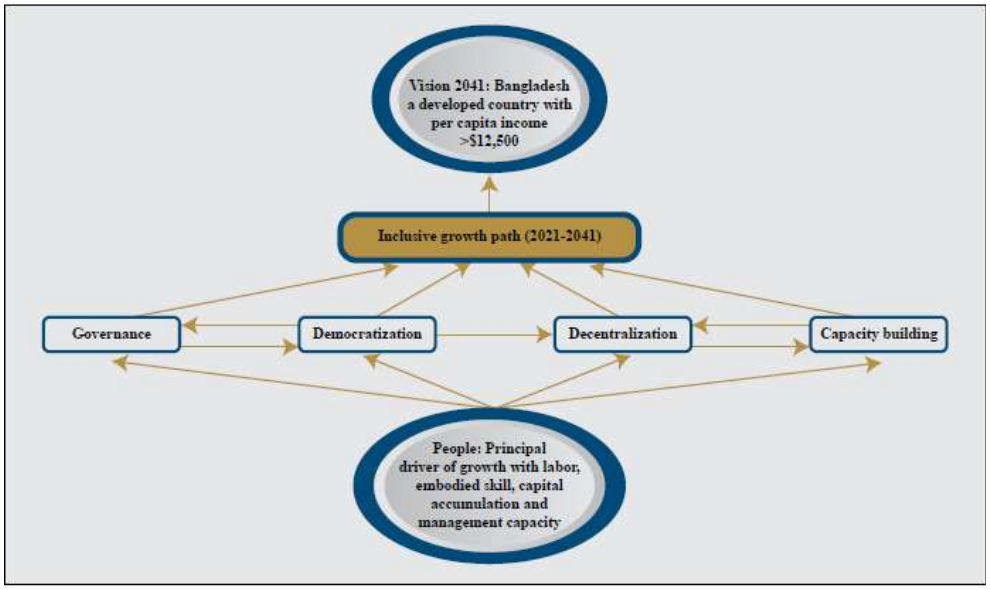
২.৩.১.২ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অগ্রাধিকার

'রূপকল্প ২০৪১' তথা দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মূলত ৪টি স্তম্ভের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যথা ১. সুশাসন, ২. গণতন্ত্রায়ণ, ৩. বিকেন্দ্রীকরণ, এবং ৪. সক্ষমতা বিনির্মাণ (**চিত্র ২.১**)।

এ স্তম্ভগুলোর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো:

- জনগণকে সম্পৃক্ত করে অধিক সংখ্যক মানুষকে সরকারি সুবিধার আওতায় আনা এবং সেবার মানোন্নয়ন;
- প্রশাসনিক কাঠামোর নিম্নস্তরের জনগণ যেন তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যাপ্ত কর্তৃত্ব (ক্ষমতা) ও সম্পদ (অর্থ) পায় এবং
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সক্ষমতা বাড়ানো।

প্রত্যেকটি স্তম্ভই সাধারণ সরকারি সেবার সাথে সংযুক্ত, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:



চিত্র ২.১: 'রূপকল্প ২০৪১' এর প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ

সুশাসন

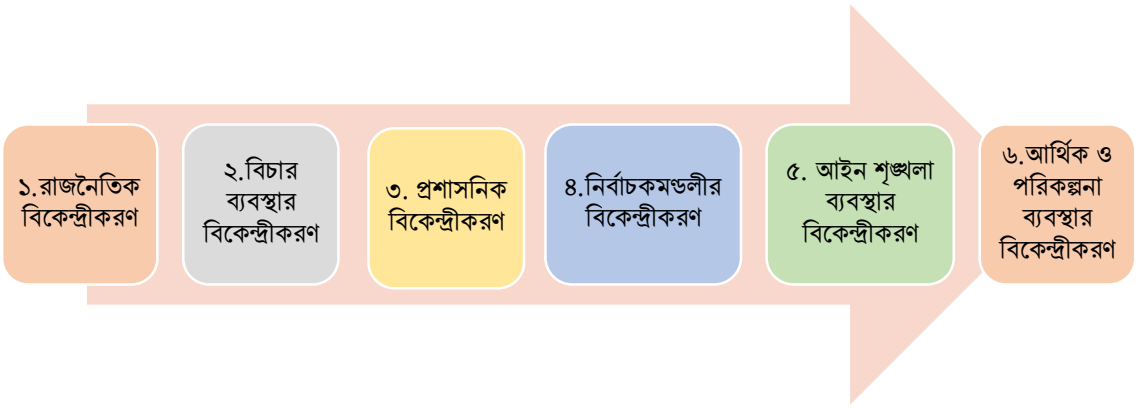
সুশাসন 'রূপকল্প ২০৪১' এর প্রথম স্তম্ভ। শাসন ব্যবস্থার প্রধান নিয়ামক হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আইন, বিধিমালা, নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি প্রভৃতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করা হয় এবং সরকারের রূপকল্প ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ এবং সম্পদ সমাবেশ ঘটানো হয়। তাই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডগলাস নর্থ (১৯৯১) প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, **"প্রতিষ্ঠান হলো মানবিকভাবে উদ্ভাবিত বাধ্যবাধকতা, যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার কাঠামো হিসেবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে দু'ধরনের বাধ্যবাধকতার সমন্বয়ে: অনানুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা (লোকাচার, সংস্কার, প্রথা, ঐতিহ্য ও আচরণবিধি) এবং আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা (সংবিধান, আইন, সম্পত্তিতে অধিকার)"**। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সংশ্লিষ্ট যে প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো: (১) পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান; (২) শাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান; (৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং (৪) সক্ষমতা বিনির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মহাহিসাবরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি হিসাব সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, আদালত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ইত্যাদি। এ সকল প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ সুশাসন সংহত করার পূর্বশর্ত। 'রূপকল্প ২০৪১' এ ২০৩১ সাল পর্যন্ত স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদে আইনের শাসন জোরদার করার পাশাপাশি ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি হ্রাসসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সার্বিক অবস্থার কার্যকারিতা উন্নয়নের জন্য শাসন ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে। একই সাথে ২০৪১ এর লক্ষ্য হিসেবে বিদেশি বিনিয়োগসহ বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে আর্থিক প্রশাসন, রাজস্ব প্রশাসন, ভূমি প্রশাসন, নগর প্রশাসন, কর্পোরেট প্রশাসনের উন্নয়নসহ চুক্তি বাস্তবায়ন ও বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে বিচারিক ব্যবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গণতন্ত্রায়ণ

২০৪১ সালের অভীষ্ট উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের জন্য গণতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং এটিকে যথাযথভাবে কার্যকর রাখা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক ঐকমত্য, সামাজিক ঐকমত্য ও রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা জরুরি। গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি রাষ্ট্রে কতিপয় অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। এগুলো হচ্ছে: (ক) সুশাসন, (খ) নির্বাচনের শুদ্ধতা, (গ) বিচার বিভাগের দক্ষতা, (ঘ) সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা, (ঙ) জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থাশীলতা। সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহকারে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রে এবং পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চা অপরিহার্য। বহুত্ববাদী গণতন্ত্র, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সুশাসনের জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তনশীল সমাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে সংস্কার সাধন ও সক্ষমতা বিনির্মাণের গুরুত্ব অপরিমেয়।

বিকেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীকরণ ভিশন ২০৪১ এর তৃতীয় স্তম্ভ। প্রধানত ৬টি ক্ষেত্র বিকেন্দ্রীকরণের জন্য নির্ধারিত **(চিত্র ২.২)**। এগুলো হলো: ১. রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, ২. বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, ৩. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, ৪. নির্বাচকমণ্ডলীর বিকেন্দ্রীকরণ, ৫. আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ও ৬. আর্থিক ও পরিকল্পনা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ।



চিত্র ২.২: বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রসমূহ

বিকেন্দ্রীকরণের কৌশলগুলো হচ্ছে:

- সকল পর্যায়ে সক্ষমতা বিনির্মাণে অগ্রাধিকার প্রদান;
- সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকায় সরকার ও প্রশাসনের এককেন্দ্রিক অবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন;
- শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকৃত সরকারি ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করতে বড় ধরনের বিনিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
- আইনগত কাঠামো তৈরি করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সামনে একটি স্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান, যার মধ্যে থাকবে কর আদায়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজেট হিসাব, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কেন্দ্রীয়-স্থানীয় ও স্থানীয়-স্থানীয় সম্পর্ক ও সংযোগ রক্ষা করা।

সক্ষমতা বিনির্মাণ

সক্ষমতা বিনির্মাণ 'রূপকল্প ২০৪১' এর চতুর্থ স্তম্ভ। সক্ষমতা বিনির্মাণ এবং তাতে সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন ১. সঠিক কাজের জন্য সঠিক প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান তৈরি ও ক্ষমতায়ন, ২. কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ, ৩. ক্রান্তিকালে উত্তরণের নিমিত্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, ৪. প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখা। প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিনির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, ২০৪১ অভিমুখী উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনকল্পে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং কর্মীদের দক্ষতার অভাবে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হলে ২০৪১ সালের অভীষ্ট অর্জন বিলম্বিত ও ব্যাহত হবে।

২.৩.২ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫

২.৩.২.১ ভূমিকা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার উন্নয়ন অগ্রাধিকার নিম্নবর্ণিত ৬টি মূল বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীভূত:

- মানব স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রভৃতি কোভিড-১৯ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা;
- জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস;
- প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়নের জন্য পূর্ণ অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে উপকৃত হতে এবং সামাজিক সুরক্ষা ভিত্তিক আয় হস্তান্তর করার মাধ্যমে দরিদ্র ও অসুরক্ষিতদের সহায়তা করতে ব্যাপক ভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল গ্রহণ;
- দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল এমন এক টেকসই উন্নয়নের পথ অবলম্বন, যা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং অবশ্যম্ভাবী নগরায়ণ রূপান্তরকে সফলভাবে মোকাবিলা করে;
- অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের (UMIC) মর্যাদা দানে প্রয়োজনীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশ এবং
- এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) হতে উত্তরণের প্রভাব মোকাবিলা করা।

২.৩.২.২ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অগ্রাধিকার

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর সংশ্লিষ্ট কতিপয় ক্ষেত্রে আরো উন্নতি বিধানে জোর দেওয়া হয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. প্রশাসনিক সক্ষমতার উন্নয়ন: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে:

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে পরামর্শক্রমে সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- **জনপ্রশাসনের জন্য যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা:** সরকারি কর্মকর্তাগণকে 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে তাদের ভূমিকা পালনে এবং স্বীকৃতি প্রদানে বদ্ধপরিকর থাকতে হবে। কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গকে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর অধীনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করবে। উপরন্তু নিজেদের মধ্যে যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক রূপকল্প বাস্তবায়নে অংশীদারিত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবেন।
- **পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান:** একটি কার্যকর জনপ্রশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নিরপেক্ষ নীতিতে প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা নির্বাচন করতে হবে। সাধারণ শিক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের নির্দিষ্ট দপ্তরে পদায়ন করা হবে, যেন প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের জায়গা উন্মুক্ত থাকে। প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে একটি ন্যূনতম সংখ্যক ঘণ্টা/দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- **বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি:** মেধাবী, উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী, পরিশ্রমী (আধুনিক রাষ্ট্রের উপযোগী দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরি) ও কর্তব্যপরায়ণ প্রার্থী নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর জন্য সরকারী কর্ম কমিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে এটি প্রবর্তিত হয়েছে, যা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আরো সুসংহত ও কার্যকর করা হবে। তবে এক্ষেত্রে অধিক প্রণোদনার সুপারিশ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ APA বাস্তবায়ন জোরদার করার মাধ্যমে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছে। যথা ১. প্রণোদনা ব্যবস্থাসহ সরকারের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা নীতি ও কৌশল নির্ধারণ, ২. সরকারি খাতের সকল সংস্থায় APA'র প্রয়োগ, ৩. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মসম্পাদন ক্ষমতার সাথে APA সংযুক্ত করে তাদের কর্মপরিকল্পনা এবং সাংগঠনিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় সাধন, ৪. সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের APA প্রস্তুত, পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং মূল্যায়নের সুবিধার্থে অনলাইন APA ব্যবস্থা পদ্ধতির হালনাগাদকরণ এবং ৫. বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা:** ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এটিকে আরো শক্তিশালী করে মূলধারায় আনয়ন এবং সুসংহত করা হবে।

খ. অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের উন্নতি সাধন: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক খাতের উন্নতির উল্লেখ রয়েছে।

১. ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

- **ব্যাংকিং খাত তদারকি উন্নতিকরণ:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকার ব্যাংকিং খাতের কর্মক্ষমতার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সমগ্র ব্যাংকিং খাতকে একটি একক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে আনা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথ ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। ব্যাংকিং খাতে কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়নসহ শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে।
- **ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিবীক্ষণ:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিবীক্ষণ ও তদারকির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর তদারকি এবং শ্রেণিবিন্যাসকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তারল্য সংকট থেকে উত্তরণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য।
- **ঋণ আদায় ও ব্যাংক আদালতের কার্যকারিতার উন্নতি সাধন:** অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ একটি উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ হলেও তা বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকার কারণে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ আইনের পাশাপাশি এর সাথে সম্পর্কিত আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়েছে, যেন আইনের ফাঁক গলে কেউ বেরিয়ে যেতে না পারে বা ঋণ ফেরত প্রদানে বিলম্ব না করে।
- **সুদের হার নীতির যথাযথ ব্যবস্থাপনা:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদের হার নীতি যথাযথ ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে এবং ব্যাংকের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ প্রদানের নিম্ন বাস্তব সুদ হারের সাথে আমানত গ্রহণের জন্য ইতিবাচক বাস্তব সুদ হারের সমন্বয় বিবেচনা করা হবে।
- **সরকারি ব্যাংকের পুনঃমূলধনের জন্য কঠোর মানদণ্ড:** কর্ম সম্পাদনে নিম্ন পরিকৃতি সম্পন্ন সরকারি ব্যাংকগুলোর জন্য বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ স্থানান্তরের পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহীতা ব্যাংকগুলোকে কর্মপরিচালনা পদ্ধতি সংস্কারের মাধ্যমে টেকসই স্বচ্ছলতা নিশ্চিতের মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে। নতুবা শাস্তি স্বরূপ আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। নির্বাচিত সময়ে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে তাদের পরিধি হ্রাস, বৈদেশিক ব্যবস্থাপনা, একীভূতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হবে। প্রতিটি ব্যাংকের জন্য সরকার এবং ব্যাংক উভয়ের সম্মতিতে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ পাবলিক ডোমেইনে প্রকাশ করা হবে।

২. পুঁজিবাজারের কার্যকারিতা এবং জবাবদিহিতার উন্নতিকরণ

পুঁজিবাজারের কর্মসম্পাদন মূলত: তিনটি সীমাবদ্ধতার কারণে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। যথা ১. তথ্যের অসামঞ্জস্যতা ও বাজারের ওপর অনাস্থা, ২. পুঁজি বাজারের পরিবর্তে ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগের প্রতি আগ্রহ এবং ৩. নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে দুর্বলতা। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুঁজিবাজারের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

- **নতুন আইন তৈরি/সংশোধন:** বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) পুঁজিবাজারে ইস্যুকারী এবং মধ্যস্ততাকারীদের জন্য প্রবিধান এবং সিকিউরিটিজ আইন ও বিধিমালায় পরিবর্তন আনবে। পুঁজিবাজারে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, আধুনিক প্রযুক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিএসইসি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- **বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ নিশ্চিত করা:** একটি সক্রিয়, গতিশীল ও সুশাসিত প্রাথমিক পুঁজিবাজার গঠন করা হবে। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং সিকিউরিটিজগুলোর সঠিক মূল্যায়নের নিমিত্ত রেটিং এজেন্সি এবং নিরীক্ষকবৃন্দ সঠিক ও প্রবিধানমত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- **পুঁজিবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ:** বর্তমানে পুঁজিবাজারের তুলনায় ব্যাংকিং সেক্টরে বিনিয়োগ বেশি হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের ব্যাংকিং থেকে পুঁজিবাজারের দিকে নিয়ে আসার জন্য বন্ড এবং ডিরাইভেটিভ উভয় বাজারের সমন্বয়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য/আস্থাভাজন পুঁজিবাজার গঠন করতে হবে।
- **স্বচ্ছতা আনয়নকল্পে ডিজিটাল পদ্ধতি:** পুঁজিবাজারে কারসাজি রোধ এবং বৃহত্তর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে নজরদারি সফটওয়্যার/পদ্ধতিগুলোর উন্নয়ন করা হবে। বিএসইসি অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং একটি গতিশীল বাস্তব সময়ের বাণিজ্য নিষ্পত্তি কাঠামোর উন্নতি বিধানকল্পে স্টক এক্সচেঞ্জগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবে।
- **আইনের যথাযথ ও কঠোর প্রয়োগ:** বিএসইসিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলে বিদ্যমান আইন এবং সংশোধিত আইনের যথাযথ ও কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। সংস্থাগুলো আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের বিধি মেনে না চললে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শেয়ার বাজার সম্পর্কিত আইনি মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিশেষ ট্রাইবুন্যালে হস্তান্তর করতে হবে।
- **কর সম্পর্কিত আইন:** সরকার কর ব্যবস্থায় অধিকতর প্রণোদনা দিলে বেসরকারি কোম্পানিগুলো পুঁজি বাজারের দিকে আকর্ষিত হবে। মূলধন জারিকারীদের জন্য তালিকাভুক্তি আকর্ষণীয় করে তোলা হবে।
- **সরকারি বিনিয়োগ:** সরকার জনগণকে আর্থিক এবং পুঁজিবাজার বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে বাংলাদেশ একাডেমি অফ সিকিউরিটিজ মার্কেট এবং বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্টিটিউটকে আর্থিক সহায়তা দিবে। ফলে জনসাধারণের এ বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

৩. বীমা খাতের উন্নয়ন কৌশল

বাংলাদেশ বীমা শিল্পের উন্নয়নে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত কতিপয় কৌশলের অবতারণা করা হয়েছে:

- সকল বীমাকারী প্রতিষ্ঠানে একচুয়ারী বিভাগ চালু করা এবং একচুয়ারী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- বীমা পলিসি সংক্রান্ত সকল ধরনের তথ্য-উপাত্ত একটি ডিজিটাল পলিসি রিপোজিটরীতে (Unified Messaging Platform) সংরক্ষণ করা;
- স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে জনস্বাস্থ্য বীমা প্রবর্তন করা;

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত আঘাত ও মৃত্যুঝুঁকি নিরসনে শ্রমিকদের জন্য বীমা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; প্রভৃতি।

গ. সরকারি আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতিকরণ

- **কর নীতি সংস্কার:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর নীতি সংস্কার বিষয়ে কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্যোগের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলো:
  - মুসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন;
  - আয়কর, মুসক ও কাস্টমস আইনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution, ADR) অন্তর্ভুক্তি;
  - কাস্টমস আইন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
  - কর সংগ্রহ থেকে কর পরিকল্পনা পৃথকীকরণ প্রভৃতি।

- **কর প্রশাসন সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:**
  - করদাতাদের ভিত্তি সম্প্রসারণ;
  - কর রাজস্ব ভিত্তির বিস্তৃতকরণ;
  - টিআইএন নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়করণ এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে টিআইএন সংযুক্তকরণ;
  - সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
  - আয়কর রিটার্নের ই-ফাইলিং এবং অনলাইনে কর পরিশোধ।

- **কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি:** বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত সম্বলিত দেশের একটি। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর-জিডিপির শতকরা হার ১৪.০৬ তে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার প্রদান করে রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করবে।

ঘ. সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কার

- **পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে উন্নতিকরণ:** iBAS++ প্রবর্তনের ফলে অর্থ ছাড়, হিসাবরক্ষণ কার্যাদি অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তথাপি রাজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট সমন্বয়ে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ দুর্বলতা দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। অধিকন্তু বাজেট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ধিত অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

- **প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়াসমূহের উন্নতিসাধন:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মন্ত্রণালয় এবং সেক্টর উভয় মূল্যায়ন ফরম্যাট প্রবর্তন করা হবে। এ সকল ফরম্যাট পাইলট আকারে ১. বিদ্যুৎ ও শক্তি এবং ২. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে ব্যবহৃত হবে। পরবর্তীতে এটি সকল সেক্টরে প্রয়োগ করা হবে।

- **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে কৌশলগত সংযোগ জোরদার করা**: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সেক্টরভিত্তিক কৌশলপত্র এবং কয়েক বছর ভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি চালু করা হবে।

- **এডিপি/আরএডিপির সেক্টরভিত্তিক শ্রেনিবিন্যাস পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এমটিবিএফ প্রক্রিয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ করা:** ইতোপূর্বে এডিপি/আরএডিপি ১৭টি সেক্টরের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হতো, যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এমটিবিএফ এর ১৫টি সেক্টরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কার্যক্রম বিভাগ সম্প্রতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এমটিবিএফ এর সাথে এডিপি/আরএডিপির সংযোগ দৃঢ় করার লক্ষ্যে এ দুটি দলিল অনুসরণে ১৫টি সেক্টরের ভিত্তিতে এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন করছে।

ঙ. ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্র

১. **নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত তিনটি কার্যক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে: ক. নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের ব্যবহার সম্প্রসারণে সরকার নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করবে, খ. নির্বাচন কমিশন স্বতন্ত্র ও কার্যকরভাবে এর কার্যক্রম পরিচালনা করবে ও গ. স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ এবং প্রচার প্রচারণার, ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২. **সংসদীয় প্রক্রিয়া জোরদার করা:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংসদের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। যথা: ক. সরকার জনগণের জন্য আরো বেশি শুনানি উন্মুক্ত করবে। যেমন পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির শুনানির মত বাজেট কমিটির শুনানি, খ. কোরামের অভাবে সময় নষ্ট হয়, এ সময় হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, গ. পাবলিক একাউন্টস কমিটির উন্নতি সাধনে সকলে বদ্ধপরিকর থাকবে; ৪. সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে জাতীয় সংসদে মহিলা আসনের শতকরা হার ৩৩% নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে।

৩. **ন্যায়পাল নিয়োগ:** ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান ছিল। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এটি নিশ্চিতকরণে সরকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

৪. **দুর্নীতি দমন:** দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো কার্যকর ও শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অগ্রাধিকার পেয়েছে: ১. দুদককে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য সক্ষম করে তোলা হবে; ২. অপরাধ তদন্ত এবং অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে দুদক কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে না; ৩. সরকার দুদকের কার্যক্রম পরিচালনার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, কর্মীর নিয়োগ, লজিস্টিক সুবিধা, অটোমেশন প্রক্রিয়া জোরদারকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সহায়তা দিবে; ৪. উল্লিখিত বর্ধিত সুবিধা প্রাপ্তির পর দুদক মামলা নিষ্পত্তি ও ব্যর্থতার দায়ভার গ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে; ৫. দুদক এর কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে দুর্নীতি দমনে প্রতিরোধ ও তদন্তের আধুনিক পদ্ধতির আলোকে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিবে; ৬. পাবলিক ডোমেইনে সর্বোচ্চ সংখ্যক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে এবং তথ্য অধিকার নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক নিজেদের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে; ৭. একটি সর্বসম্মত সময়ের মধ্যে সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে দুর্নীতি দমন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে।

৫. **মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর শক্তিশালীকরণ:** একটি নিয়মিত ও কার্যকর কাঠামো প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যেন প্রতিষ্ঠানটি আরো স্বতন্ত্র ও ফলাফলাভিত্তিক নিরীক্ষণ পরিচালনা করে। এছাড়াও সুস্পষ্ট নিরীক্ষণ পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করে নিরীক্ষণ রিপোর্টের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে সরকার এ দপ্তর শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করবে।

৬. **ভূমি ব্যবস্থায় ডিজিটাইজেশন:** ভূমি সম্পর্কিত দলিলপত্রের ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করা হবে। ফলে এগুলো: ১. নিবন্ধন পরিদপ্তর, ২. সহকারী কমিশনার, ভূমি এবং ৩. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহজভাবে পাওয়া যাবে।

এ সংক্রান্ত সমস্ত দলিল ও প্রমাণাদি, রেকর্ড, মৌজা, দাগ নং ইত্যাদি সহজলভ্যের কারণে জনসাধারণের আর্থিক ভোগান্তি কমবে এবং সময় নষ্ট হবে না। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও ই-রেজিস্ট্রেশন অব্যাহত থাকবে। দক্ষ ও কার্যকরভাবে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ই-সার্ভিস নিশ্চিতে জাতীয় ও তৃণমূল উভয় পর্যায়ে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাঝে বিদ্যমান সমন্বয় আরো সুদৃঢ় করা হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। ভূমি ও দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে নিয়মিত প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

৭. **তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ:** তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকল্পে সরকারি ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। এজন্য কৌশল, নীতি কার্যক্রম, কার্যাবলী ইত্যাদির স্বাধীন মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য ও উপাত্তের প্রাপ্যতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৮. **তথ্য কমিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি:** তথ্য কমিশন প্রাপ্ত আবেদনগুলোর সর্বশেষ অবস্থা এবং দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়টি পাবলিক ডোমেইনে প্রকাশ, নথিভুক্ত এবং সরবরাহকৃত তথ্যের বিষয়াবলি প্রকাশ করবে। পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৯. **গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান:** সরকার গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান যেমন: দুদক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও ব্যাংকিং খাত জোরদারকরণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ এবং পুঁজিবাজারের সংস্কারের নিমিত্ত বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান করবে। এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অর্থায়নের সংস্থানসহ যথাসময়ে বরাদ্দ, ব্যবহার ও ব্যয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

১০. **বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) শক্তিশালীকরণ:** সরকারের সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি আইএমইডির দায়িত্ব। আইএমইডির জনবল ও লজিস্টিক অপ্রতুল। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আইএমইডিকে শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।

২.৪ আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর সাথে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সংশ্লিষ্টতা

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শুরু থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসডিজির সাথে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ২টি অভীষ্ট- এসডিজি ১৬ (শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান) এবং এসডিজি ১৭ (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব) প্রতক্ষ্যভাবে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন ফলাফল মূল্যায়ন কাঠামোতে যে ১০৪টি সূচক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তন্মধ্যে ৬৬টি সূচক এসডিজি সংশ্লিষ্ট। উক্ত ৬৬টি এসডিজি সূচকের মধ্যে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সূচকের সংখ্যা ৬টি। এগুলো হলো: সরকারি সেবা গ্রহণের সর্বশেষ অভিজ্ঞতার সন্তুষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ১৬.৬.২), তথ্য অধিকার অর্জনে সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশ্নের জবাবের সংখ্যা (এসডিজি ১৬.১০.২), ই-ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (%) (এসডিজি ১২.৭.১), ব্যাংকিং খাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি (প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের অংশগ্রহণের হার) (এসডিজি ৮.১০.১), এডিপিতে বৈদেশিক সহায়তার অবদান (%) (এসডিজি ১৭) এবং মোট বৈদেশিক সহায়তার (ক) Concessional loan (%), (খ) Non-concessional loan (%) (এসডিজি ১৭)। সুতরাং এসডিজি অর্জনে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

২.৫ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী প্রভাব মোকাবিলা

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (Least Developed Country) তালিকা হতে উত্তরণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ নির্ধারিত সকল মানদণ্ড ইতোমধ্যে পূরণ করেছে। ফলশ্রুতিতে ২০২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে। তবে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী বেশ কিছু প্রভাব মোকাবিলা করতে হবে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রভাবসমূহ মোকাবিলায় নিম্নবর্ণিত কতিপয় কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন হবে:

- বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর (Prudent Macroeconomic Framework) বাস্তবায়ন জোরদার করা;
- নমনীয় মুদ্রা বিনিময় হার (flexible exchange rate) নীতি অনুসরণ করা;
- প্রকৃত উন্নয়ন চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বৈদেশিক ঋণ আহরণ;
- বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা;
- ব্যাংকিং খাত তদারকির উন্নতিকরণসহ ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ।

তৃতীয় অধ্যায়

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অর্জন, ব্যবধান (Gap) ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা

৩.১ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অর্জনসমূহ

জাতির দীর্ঘলালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নান্তে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্নত, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের গভর্ন্যান্স এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ ও উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার সাধারণ সরকারি সেবার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, সুশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় গভর্ন্যান্স এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জনপ্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, ই-গভর্নম্যান্ট বাস্তবায়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার, পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **আইনি ব্যবস্থায় অভিগম্যতা (Access to Law):** আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে সকল প্রকার হালনাগাদকৃত আইন, বিধি, প্রবিধি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য বাতায়নে (ওয়েবসাইট) প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও, গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ বাংলা হতে ইংরেজিতে এবং ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২. **সিটিজেনস চার্টার:** সকল সরকারি দপ্তরে সেবার তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির আওতায় ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে:

   ক. সকল সরকারি দপ্তরে সেবার তথ্য সুনির্দিষ্ট ফরমেটে ওয়েবসাইটে উপস্থাপনের জন্য ২০১৫ সালে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির ফরমেট চালু করা হয়েছে।

   খ. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

   গ. সকল সরকারি দপ্তরে ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩. **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA):** জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর প্রবর্তন হয় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে, যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের পদ্ধতিগত মূল্যায়নের সংস্কৃতিও চালু হয়েছে। ফলে দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ফলে কর্ম সম্পাদন বিষয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত এ চুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি, এসডিজিসহ সরকারের রূপকল্প

বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া APA জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার আইন, সিটিজেনস চার্টার সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনার পদ্ধিতিটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসহ প্রায় ২৬,০০০ অফিস[৪] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করছে। অদূর ভবিষ্যতে APA কে সরকারি কর্মচারীর কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের (Performance Evaluation) সাথে সংযুক্ত করা হবে।

৪. **মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Midterm Budgetary Framework, MTBF):** বাজেট প্রণয়নের কৌশলগত ও নীতিভিত্তিক পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে শক্তিশালী করতে সরকার মধ্যমেয়াদি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বাজেট প্রণয়ন করছে। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ব্যয়ের ভবিষ্যৎ ভিত্তি প্রাক্কলনের আরো উন্নয়নে এমটিবিএফ অবদান রেখেছে। এটি বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫% এর মধ্যে সীমিত রাখতে সরকারকে সহায়তা করছে।

৫. **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System, GRS):** জনগণের নিকট প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০১৫ সালে সকল সরকারি দপ্তরে অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System, GRS) ওয়েবসাইট www.grs.gov.bd চালু করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং প্রত্যেক অফিসে অভিযোগ প্রতিকার ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি অফিসের সেবার বিষয়ে সেবাগ্রহীতা সংক্ষুব্ধ হলে এই সিস্টেমে অনলাইনে সরাসরি উক্ত অফিসের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। যথাযথ প্রক্রিয়ায় অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ২০১৫ সালে জিআরএস নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থায় অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বর্তমানে প্রতিটি সরকারি দপ্তরের প্রশাসনিক দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

৬. **সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এজেন্ডার বাস্তবায়ন (Implementation of the Public Investment Management (PIM) Agenda):** ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন নতুন সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা টুলস তৈরি ও চালু করে। এর মধ্যে রয়েছে: ১. মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন ফরম্যাট, ২. সেক্টরের মূল্যায়ন ফরম্যাট, ৩. সেক্টরের কৌশলপত্র এবং ৪. কয়েক বছর ভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন। উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) অনুমোদনের পূর্বে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক মূল্যায়নে নির্দিষ্টকৃত এ দু'টি ফরম্যাট ব্যবহার হওয়ায় তা সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থা কর্মসূচির উন্নয়নে অবদান রাখছে। এডিপি/আরএডিপি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনলাইনভিত্তিক করে iBAS++ এর সাথে তার সংযোগ সাধন করা হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতিকে আরো গতিশীলকরণে অনলাইন ব্যবস্থাপনা Project Processing, Appraisal and Management System (PPS) প্রবর্তন করা হয়েছে।

৭. **উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা:** জনসেবায় উদ্ভাবন কার্যক্রমকে সূচারুরূপে বাস্তবায়নের ও সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/দপ্তর, জেলা এবং উপজেলার বার্ষিক উদ্ভাবন

[৪] সাফল্যের অগ্রযাত্রায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০০৯-২০২৩, অক্টোবর ২০২৩

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া, সরকারি দপ্তরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের লক্ষ্যে সেবা সহজিকরণ ম্যানুয়াল প্রকাশ করা হয়েছে।

৮. **ডিজিটাল সেবা:** সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ডিভাইস ও তথ্য সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২০ জারি করা হয়েছে। সরকারি দপ্তরে ২,৪২৫টি নাগরিক সেবার মধ্যে ১,৮৫১টি সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে, অবশিষ্ট নাগরিক সেবা ডিজিটাল করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গৃহীত সকল ডিজিটাল কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর নেতৃত্বে e-service Monitoring Committee গঠন করা হয়েছে। ডিজিটাল কার্যক্রমের জটিল বিষয়গুলো সমাধানের জন্য 'Digital Service Design Lab (DSDL)'; সকল সরকারি সেবা এক প্লাটফর্মে প্রাপ্তির জন্য 'My Gov', ই-নথি পরবর্তীতে ডি-নথী , 'My Gov'-এর সেবাগুলো কল সেন্টারের মাধ্যমে জানার জন্য '333' এবং Digital Identity Verification-এর জন্য 'পরিচয়' সফট্ওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯. **জেলা ব্র্যান্ডিং:** বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে "জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের" উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে সকল জেলা ব্র্যান্ডিং লোগো, স্লোগান এবং ব্র্যান্ডবুক তৈরি করা হয়েছে। জেলা ব্র্যান্ডিং বুক প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ব্র্যান্ডিং পণ্য অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে বাজারজাতকরণের জন্য 'একশপ' (Ekshop) ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করা হচ্ছে। জেলা ব্র্যান্ডিং বিষয়ে গৃহীত ০৩(তিন) বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

১০. **শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে,যার মূল লক্ষ্য ছিল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া সরকারি কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন এবং পরবর্তীতে তা সংশোধন করে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা ২০২১ প্রণয়ন করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নতি হয়েছে। দেশের ৮টি বিভাগের ৮টি উপজেলায় এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন পাইলটিং করা হচ্ছে।

১১. **দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি বাস্তবায়ন:** প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়ন তথা ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও স্মার্ট দেশের মর্যাদা লাভ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের প্রয়াসে বর্তমানে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে দেশের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে **দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ এবং প্রতিকারমূলক অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক কর্মকৌশল** অবলম্বনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়সহ ৩৬টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের কার্যক্রম অটোমেশন করা হবে। এছাড়া, চলমান 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে একটি ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা কমিশনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরো শক্তিশালী করেছে। দুদক তার হটলাইন এবং মিডিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১২. আর্থিক তথ্যের স্বচ্ছতার উন্নতি (Improved Transparency in Fiscal Data): আর্থিক তথ্যের সঠিকতা বৃদ্ধি করতে চালু করা হয় সমন্বিত বাজেট ও হিসাব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি iBAS++ (Integrated Budget and Acconting System)। আর্থিক বিবরণীর প্রকৃত হিসাব-নিকাশ সঠিক সময়ে প্রকাশের লক্ষ্যে সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার তথ্য ব্যবস্থা (Integrated Financial Management Information System-IFMIS) চালু করা হয়েছে।

১৩. জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট (Gender Responsive Budget): নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশের মোট বাজেটের জেন্ডার বাজেটের অংশ প্রায় এক তৃতীয়াংশে উন্নীত হয়েছে।

১৪. আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল (২০১৬-২১): সুষ্ঠু সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসনের উন্নতিকল্পে সরকার আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল (Public Financial Management Reform Strategy, PFMRS), ২০১৬-২১ প্রণয়ন করেছে। PFMRS বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Public Financial Management) কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৮-২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক Strengthening Public Financial Management Program (SPFMS) বাস্তবায়িত হচ্ছে। SPFMS ২০১৬-২১ বাস্তবায়নের ফলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে:

ক. সরকারি সেবার গুণগত মান;
খ. সম্পদের প্রাপ্যতা (availability) সঠিকভাবে বিভাজন;
গ. বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি;
ঘ. আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
ঙ. জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।

১৫. Financial Reporting Council: সরকার Financial Reporting Act ২০১৫ এর আওতায় Financial Reporting Council (FRC) গঠন করেছে, যা হিসাব, নিরীক্ষা ও প্রতিবেদন তৈরিতে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিসহ আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা, শুদ্ধতা, নৈতিকতা এবং গুণগতমান উন্নয়নে সহায়তা করছে।

১৬. ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১: ব্যাংকিং খাতে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা আনয়নের উদ্দেশ্যে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ প্রণয়ন করা হয়, যা ২০২৩ সালে সংশোধন করা হয়েছে।

১৭. সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮: প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগ সৃজন ও পুনর্গঠন, একত্রীকরণ, সংযুক্তকরণ এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীগণের নিয়োগ ও তাঁদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সংহতকরণের লক্ষ্যে সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ গৃহীত হয়েছে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সমৃদ্ধির জন্য এ আইনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বিষয়ের সংগে কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলীসহ সেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতা, কর্মের মানদন্ড, আচার-আচরণ প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে।

১৮. জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্**যাপন:** সরকারি কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান এবং উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ২৩শে জুলাই 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

১৯. সরকারি কর্মচারীদের ডেটাবেইজ এবং অনলাইন বেতন নির্ধারণ: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কর্মকৃতি মূল্যায়ন পদ্ধতি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'Government Employee Management System (GEMS)' প্রবর্তন এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা হয়েছে। অনলাইন বেতন নির্ধারণের iBAS++ সিস্টেম চালু করা হয়েছে, ফলে ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে।

২০. সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা: দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনতে এবং নিম্ন আয় ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত সমাজের ৮৫ শতাংশ মানুষকে সুযোগ করে দিতে দেশে প্রথমবারের মতো ২০২৩ সালে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ১৮ বছরের বেশি বয়সী নাগরিকদের জন্য ৪টি স্বতন্ত্র স্কীম (প্রবাস, সমতা, প্রগতি ও সুরক্ষা) নিয়ে এ পেনশন ব্যবস্থা ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু করেছে।

২১. পেনশনারদের ডেটাবেইজ এবং Electronic Fund Transfer System: পেনশনারদের ডেটাবেইজ এবং Electronic Fund Transfer System (EFT) প্রবর্তনের ফলে পেনশন প্রাপ্তি দ্রুত ও সহজ হয়েছে এবং পেনশনারদের ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে।

২২. ই-গভর্ন্যান্সের অগ্রগতি (Progress of e-Governance): ডিজিটাল পদ্ধতিতে সহজে এবং কম সময়ে সরকারি সেবা পাওয়ার পদ্ধতি (e-governance) ৫টি উপাদান নিয়ে গঠিত: ১. সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ, ২. কম কাগজের ব্যবহার, ৩. সরকারি সেবা পোর্টাল, ৪. ভূমি সংক্রান্ত সেবাসমূহ এবং ৫. সরকারি পোর্টাল। e-governance বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় পরিচয়পত্র, অনলাইন ট্যাক্স প্রদান, ভূমির নামজারিসহ অনেক সেবা জনগণের নাগালের মধ্যে এসেছে। SMART বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এটিকে আরো সমৃদ্ধ করে মজবুত ভিত্তি গঠনে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

২৩. ভূমি প্রশাসনে ই-গভর্ন্যান্স (E-Governance in Land Administration): ২০১৯ সালের জুলাই মাসে ই-মিউটেশনের যাত্রার মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমানে ই-নামজারি সিস্টেমের মাধ্যমে সারাদেশে ৬১ জেলার সকল উপজেলা ভূমি অফিসে ১০০% ই-নামজারি চালু রয়েছে। ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ সময়কালে ই-মিউটেশনের ১০,৪৭২,১১৮ আবেদন প্রাপ্তি এবং ১০,৩০০,১৬৪ আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে[৫]। এছাড়াও জমির দলিল নিবন্ধনের জন্যও পাইলট আকারে e-registration শুরু হয়েছে।

২৪. বাংলাদেশ তথ্য কমিশন (Bangladesh Information Commission): তথ্য কমিশন ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরীক্ষামূলকভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের ট্রাকিং অনলাইনে শুরু করেছে। বেসরকারি ব্যাংকসমূহ এর আওতায় আসাতে জনগণ ব্যাংকগুলোতে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে পারে। তথ্য কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে তথ্যের জন্য প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া এ সময়ে স্বচ্ছ ও ত্বরান্বিত হয়েছে।

২৫. ই-প্রকিউরমেন্ট (E-Procurement): সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক ক্রয় ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ই-প্রকিউরমেন্টের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে এবং ইজিপিতে অংশগ্রহণও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বছরভিত্তিক ইজিপির একটি পরিসংখ্যান **সারণি ৩.১** এ দেখা যেতে পারে।

সারণি ৩.১: মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থায় সম্পাদিত বছরভিত্তিক ইজিপির পরিসংখ্যান

অর্থবছর	মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা	বিভাগের সংখ্যা	সংস্থার সংখ্যা
২০১১-১২	৫	৪	৪
২০১২-১৩	৫	৪	৫
২০১৩-১৪	৫	৫	৮
২০১৪-১৫	১১	৯	৩২
২০১৫-১৬	১৮	১২	৭২
২০১৬-১৭	৩৩	১৮	৩০০

[৫] ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

সারণি ৩.১: মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থায় সম্পাদিত বছরভিত্তিক ইজিপির পরিসংখ্যান

অর্থবছর	মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা	বিভাগের সংখ্যা	সংস্থার সংখ্যা
২০১৭-১৮	৩৭	১৮	৪৫৮
২০২২-২৩	৪৭	২৭	১,৪৩৭

উৎস: সিপিটিইউ ২০২৩

২৬. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন ও বিনিয়োগ সহায়ক অবকাঠামো তৈরি: বিনিয়োগকারীদের উন্নত ও দ্রুত সেবা প্রদান, সমন্বয় ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূত করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়, যা সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। বিদ্যুৎ, তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ খাতে ব্যাপক অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এ সকল অবকাঠামোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, Elevated Expressway, কর্ণফুলি টানেল, মাতারবাড়ী তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা সমুদ্র বন্দর, রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২৭. ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র সম্প্রসারণ (Expanding Union Digital Centre, UDC): e-governance -এর আওতায় ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র সম্প্রসারণ কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয়। Access to Information (a2i) প্রদত্ত একটি হিসেবে (২০১৭) দেখা যায় যে, UDC কার্যক্রমের জন্য সেবা গ্রহীতাদের সময় সাশ্রয় হয়েছে ৮৫%, ব্যয় কমেছে ৬৩%, সেবা কেন্দ্রে যাতায়াতের সংখ্যা কমেছে ৪০%।

২৮. ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Result Based Monitoring & Evaluation): ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় Result Based Monitoring & Evaluation (RBM&E) এর বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আইএমইডি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন এবং সমাপ্তি মূল্যায়ন করে থাকে। জিইডি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে তার মূল্যায়ন করে। RBM&E পদ্ধতিতে জিইডি ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যায়ন করেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নেও RBM&E পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

২৯. জেন্ডার সমতা: জেন্ডার সমতার দিক থেকে বাংলাদেশ বৈশ্বিক সূচকে অনেক এগিয়ে। জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৯তম এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ৭ম[৬]।

৩.২ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বিদ্যমান ব্যবধানসমূহ

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে অন্যান্যের মধ্যে গভর্ন্যান্স, রাজস্ব আদায়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও পুঁজিবাজারের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক এবং চলমান ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে 'গভর্ন্যান্স এবং প্রতিষ্ঠান' উপখাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে এ ক্ষেত্রে আরো উন্নতি প্রয়োজন। বিশেষ করে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন এবং নাগরিকদের চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ সেক্টরের উন্নতির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ভবিষ্যতের কর্মপন্থা এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণের সুবিধার্থে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বিদ্যমান উল্লেখযোগ্য ব্যবধানসমূহ পরবর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হলো।

৩.২.১ গভর্ন্যান্স

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অগ্রগতি আন্তর্জাতিক কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষমতা ও গভর্ন্যান্সের অগ্রগতির তুলনা এবং পরিমাপ করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নির্দেশক হচ্ছে 'ওয়ার্ল্ড গভর্ন্যান্স ইন্ডিকেটর (World Governance Indicator)'। উক্ত নির্দেশকের আওতায় ৬টি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার তুলনা পরিমাপ

[৬] Global Gender Gap Report 2023-The World Economic Forum

করে থাকে। বিষয়সমূহ হলো: ১.কথা বলার স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা, ২.রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সন্ত্রাসবাদ/সংঘাতের অনুপস্থিতি, ৩.সরকারের কার্যকারিতা, ৪.নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার মান, ৫.আইনের শাসন ও ৬.দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ। গত এক দশকে বাংলাদেশে এ ছয়টি নির্দেশকের অবস্থান ছিল মিশ্র। তবে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর সংশ্লিষ্ট 'দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ', 'সরকারের কার্যকারিতা' ও 'আইনের শাসন' সূচকে বাংলাদেশের প্রত্যাশা অনুযায়ী অগ্রগতি না হলেও বেশ উন্নতি হয়েছে **(সারণি ৩.২)**।

সারণি ৩.২: বৈশ্বিক গভর্ন্যান্স সূচক: বাংলাদেশ

ক্রমিক	নির্দেশকের নাম	শতকরা র‍্যাংক	
		২০১০ র‍্যাংক (Rank)	২০২১ র‍্যাংক (Rank)
১.	দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ	১৪.৮	১৮.১
২.	সরকারের কার্যকারিতা	২৫.৮	২৭.৬
৩.	আইনের শাসন	২৬.১	২৮.৬

উৎস: World Governance Indicator 2023

৩.২.২ ব্যাংকিং, রাজস্ব আহরণ ও পুঁজিবাজার

ব্যাংকিং এবং রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকৃতির অগ্রগতি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল এখনও পাওয়া যায়নি **(সারণি ৩.৩)**।

সারণি ৩.৩: প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতির দেশীয় নির্দেশক

ক্রমিক	নির্দেশক	২০১০	২০১৯	২০২২
১.	কর জিডিপি অনুপাত (%)	৯.২১	৮.৯	৯.৭
২.	শ্রেণিকৃত ঋণ: সকল ব্যাংক (% মোট ঋণ)	৭.৩	৯	৯
৩.	শ্রেণিকৃত ঋণ: রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক (% মোট ঋণ)	১৪.১	২৪	২৩

উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩, অর্থ বিভাগ ও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩, বাংলাদেশ ব্যাংক

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ক্রমান্বয়েই বেড়ে যাচ্ছে, যা হ্রাসে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ প্রয়োজন। ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকির প্রয়োজন। খেলাপি ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালত ২০০৩ প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এর উল্লেখযোগ্য কার্যকারিতা এখনও দৃশ্যমান নয়।

উল্লিখিত **সারণি ৩.৩** থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আলাদা আলাদা মেয়াদে কর জিডিপির অনুপাত ১৫% এর বেশি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তা অর্জিত হয়নি। আবার মামলার জট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের চাহিদা পূরণে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে প্রধান প্রধান আর্থিক সংস্কারকে অগ্রাধিকার এবং বিচার ব্যবস্থায় সক্রিয় সংস্কারমূলক নীতিমালার অবতারণা করা হয়েছে। আর্থিক খাতে ব্যাংকিং প্রশাসনের অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জগুলো সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাসে একটি শক্তিশালী অবস্থান সৃষ্টি করা জরুরি। পুঁজিবাজারের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে এবং সম্পদ সমাবেশের জন্য একটি দক্ষ পুঁজিবাজার গড়ে তোলা প্রয়োজন। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিমাপের জন্য "Doing Business Cost" সূচকে উন্নতি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ নতুন কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক প্রণোদনা যুগিয়ে এ সেক্টরকে অগ্রসরমান করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আরো ত্বরিত উন্নতি জরুরি।

৩.২.৩ বিকেন্দ্রীকরণ

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সকল পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের মৌলিক শর্ত, যা সামষ্টিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নতি সাধনসহ সরকারি সম্পদ ও মানব পুঁজিতে সম্পদ ও বিনিয়োগের সমাবেশ ঘটায়। তাই 'রূপকল্প ২০৪১' এ নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৩.৩ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের চ্যালেঞ্জসমূহ

একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বিদ্যমান প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. **আইন প্রণয়ন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা:** বাংলাদেশের অধিকাংশ আইন ইংরেজিতে প্রণীত। ফলে বাংলা প্রতিশব্দের সাথে ধাতস্থ হয়ে সেগুলো প্রয়োগ করা সময় সাপেক্ষ। বিচারকের অপ্রতুলতা ও প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক বিচারকের কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে, যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সমস্যা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে আইন ও সংবিধান সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার অভাব রয়েছে। আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা ও দুর্বলতার সম্মুখীন হতে হয়। আইনের শাসন জোরদারকরণের পাশাপাশি দুর্নীতি হ্রাস এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নতিতে জোর দেওয়া প্রয়োজন। আইন প্রণয়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

২. **বিকেন্দ্রীকরণ:** বাংলাদেশের আর্থিক ও প্রশাসনিকসহ অন্যান্য সরকারি কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত। কেন্দ্রিকতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৯০% কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্বাহ করা হয়। একইভাবে বাজেটের প্রায় ৯৮% অর্থ কেন্দ্র কর্তৃক যোগান দেওয়া হয়ে থাকে। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল ধরনের গভর্ন্যান্সে বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। বিকেন্দ্রীকরণ একটি বিস্তৃত ধারণা। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতায় বিকেন্দ্রীকরণের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে: প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, আর্থিক এবং পরিকল্পনা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিকেন্দ্রীকরণ একটি কঠিন ও জটিল বিষয়। বিকেন্দ্রীকরণে রয়েছে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ, যা মোকাবিলায় সতর্কতার সাথে নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা জরুরি।

৩. **ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা ও অর্থ পাচার (Money Laundering):** ব্যাংকিং খাতে বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে **(সারণি ৩.৪)**। ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকির অভাব রয়েছে। বকেয়া ঋণ আদায়ের বিষয়ে লক্ষণীয় কোনো অগ্রগতি নেই। এ ক্ষেত্রে মামলার রায় পেতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। ফলে বকেয়া ঋণ আদায়ে আদালতের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরুৎসাহিত বোধ করে। বাংলাদেশে অর্থ পাচার একটি ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে, যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থ পাচারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক সুশাসন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সারণি ৩.৪: ২০১১-২০২০ অর্থবছরে মোট ঋণের শতাংশ হিসেবে শ্রেণিকৃত ঋণের গতি প্রকৃতি

ব্যাংকের ধরন	মোট ঋণের % হিসেবে শ্রেণিকৃত ঋণ									
	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক	১১	২৪	২০	২২	২২	২৫	২৭	৩০	২৪	২৩
উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২৫	২৭	২৭	৩৩	২৩	২৬	২৩	১৯	১৫	১৬

সারণি ৩.৪: ২০১১-২০২০ অর্থবছরে মোট ঋণের শতাংশ হিসেবে শ্রেণিকৃত ঋণের গতি প্রকৃতি

ব্যাংকের ধরন	মোট ঋণের % হিসেবে শ্রেণিকৃত ঋণ									
	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৬	৬	৬
বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩	৪	৬	৭	৮	১০	৭	৬	৬	৫
মোট	**৬**	**১০**	**৯**	**১০**	**৯**	**৯**	**৯**	**১০**	**৯**	**৯**

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫

ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত খেলাপি ঋণ এবং অগ্রিম আদায়ের প্রক্রিয়া সহজ এবং ত্বরান্বিত করার জন্য ২০০৩ সালে অর্থঋণ আদালত আইন প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের কারণে এর কার্যকারিতা এখনও প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে গেছে।

৪. **কোভিড-১৯ এর প্রভাব:** কোভিড-১৯ সারা বিশ্বব্যাপী একটি আতঙ্কের নাম। কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা হতে বাংলাদেশও রেহাই পায়নি। বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা, কর্মসংস্থানসহ দেশের অর্থনীতিতে এ অতিমারি আতঙ্ক ছড়িয়েছে এবং মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা রোধকল্পে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দফায় দফায় 'লক-ডাউন' দিতে হয়েছে। ফলে কর রাজস্ব এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। সরকার এ মরণ ব্যাধির বিস্তার রোধ, দারিদ্র্য ও অসচ্ছলদের সহায়তা এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ২৩৭৬.৮ বিলিয়ন টাকার (জিডিপির প্রায় ৬.৭%) প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করে (**সংযুক্তি ৪**)। কোভিড-১৯ প্রশাসনিক গভর্ন্যান্স, প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের বিপুল ক্ষতি সাধন করেছে। যার ফলে দেশের জিডিপি, রপ্তানি আয়, বিনিয়োগ এবং কর রাজস্বে উল্লেখযোগ্য অবনমন লক্ষ্য করা গেছে (**সারণি ৩.৫**)।

সারণি ৩.৫: সামষ্টিক অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব

নির্দেশক	২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী প্রত্যাশিত ফলাফল	২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ পরবর্তী প্রকৃত ফলাফল
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৮.১৯	৫.২৪
বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপির %)	২৪.৬	২৩.৬
রপ্তানি (কোটি ডলার)	৪,৫৫০	৩,৩৬৭
কর রাজস্ব (কোটি টাকা)	৩৪০,১০০	২২০,৭০০

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫

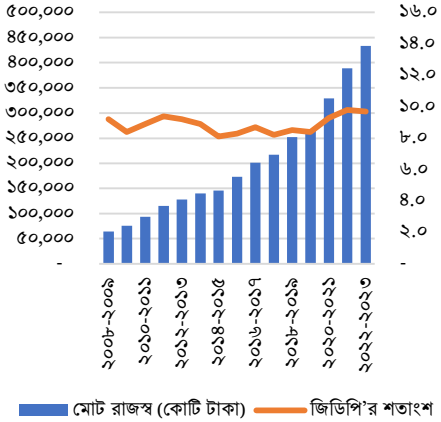
মানব স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। জীবন-জীবিকার দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি এড়াতে সরকার দ্রুত অর্থনীতি উন্মুক্ত করে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতি সঞ্চারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ভঙ্গুর অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭.২% তে এবং রপ্তানি ৩৩.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৪১.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি সহায়তা, আর্থিক প্রণোদনা প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কোভিড-১৯ অর্থনীতির সকল সেক্টরের জন্য কিছু নতুন এবং দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। যে কোনো দুর্যোগ এবং সংকটকাল মোকাবিলায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, সুদৃঢ় অর্থনীতি ও সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা, সমন্বিত উদ্যোগ এবং যথাযথ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রভৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। কাজেই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বিত উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের আরো উন্নতি সাধনে গুরুত্বারোপ করা জরুরি।

৫. **কর-জিডিপি অনুপাত:** বাংলাদেশে কর-জিডিপির অনুপাত অত্যন্ত কম। কোনো ক্রমেই এ হার ১০.০ শতাংশ অতিক্রম করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে কর আহরণের পরিমাণ একান্তভাবে কর আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। বিশ্বের অনেক দেশে বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোতে কর আহরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশানুযায়ী সক্ষমতার অভাবে কাজ করতে পারেনা। বাংলাদেশের কর প্রশাসনের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কর ব্যবস্থার যথাযথ সংস্কার এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের তথ্যাদি নিম্নের সারণি ও চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

সারণি ৩.৬: রাজস্ব আদায়

অর্থবছর	মোট রাজস্ব (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ	অর্থবছর	মোট রাজস্ব (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ
২০০৮-০৯	৬৪,৫৭০	৯.২	২০১৬-১৭	২০১,২১০	৮.৭
২০০৯-১০	৭৫,৯১০	৮.৪	২০১৭-১৮	২১৬,৫৫৫	৮.২
২০১০-১১	৯২,৯৯০	৮.৯	২০১৮-১৯	২৫১,৮৮৪	৮.৫
২০১১-১২	১১৪,৬৮০	৯.৪	২০১৯-২০	২৬৫,৮০০	৮.৪
২০১২-১৩	১২৮,২৬০	৯.২	২০২০-২১	৩২৮,৯৮৩	৯.৩
২০১৩-১৪	১৪০,২৩৯	৮.৯	২০২১-২২	৩৮৯,০০১	৯.৮
২০১৪-১৫	১৪৫,৯৬৬	৮.১	২০২২-২৩	৪৩৩,০০০	৯.৭
২০১৫-১৬	১৭২,৯৫০	৮.৩			

উৎস: Finance Division Annual Report 2022-23



লেখচিত্র ৩.১: রাজস্ব আদায়

৬. **পুঁজিবাজার প্রবৃদ্ধি:** দেশে ক্রমবর্ধমান অর্থায়নের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পুঁজিবাজার অর্থনীতিতে আর্থিক মধ্যস্থতা এবং সম্পদ যোগানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে উন্নত দেশে উন্নীত হতে হলে পুঁজিবাজারকে পুঁজি সমাবেশে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। কতিপয় সীমাবদ্ধতার কারণে পুঁজিবাজার তার যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেনা। এগুলো হলো: পুঁজিবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার অভাব, তথ্যের অপর্যাপ্ততা এবং অসামঞ্জস্যতা, পুঁজিবাজারের পরিবর্তে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি নাগরিকদের আগ্রহ, দুর্বল পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ ব্যবস্থা।

৭. **দুর্নীতি দমন:** দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে রয়েছে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে দুর্নীতি হ্রাসের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি দমন প্রচেষ্টা সর্বজনীন না হওয়ায় এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হচ্ছে না। দুর্নীতি দমনকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করেছে। সমাজের প্রতিটি স্তর এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গকে দুর্নীতিমুক্ত করে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

৮. **জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনার মধ্যে ব্যবধান:** বাংলাদেশে জাতীয় এবং সেক্টর পর্যায়ে সুচিন্তিত এবং সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। অধিকন্তু স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পরিকল্পনা এবং জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্রের অভাব রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও অগ্রাধিকার যথাযথভাবে বিবেচনায় না নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সকল পর্যায়ে এবং স্তরে প্রণীত পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে কৌশলগত সংযোগ থাকা অতীব প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান অধিকতর

কেন্দ্রীভূত। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে যোগ্য কর্মকর্তার অভাব এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা।

৯. **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের অভাব:** বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থার কাজের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে কাজের দ্বৈততা ও অধিক্রমণতা যেমন ঘটে, তেমনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে গৃহীত কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সম্পদের অপচয় হয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা একটি বড় বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত।

১০. **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি:** উন্নয়ন স্তরের প্রধান নির্ধারক হচ্ছে প্রতিষ্ঠান, ফলে দ্রুত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের উন্নয়ন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, যা আজ সারা বিশ্বের নিকট বিস্ময় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু যে হারে প্রবৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক অন্যান্য উন্নয়ন হচ্ছে সে হারে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে উঠেনি। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক, আর্থিক ও পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিনির্মাণ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাবসহ career planning এর ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে চাকরিকালীন ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ উচ্চ শিক্ষা লাভের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করে উন্নত দেশের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গঠন করা অপরিহার্য। অধিকন্তু বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রেও কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা ও সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন, যা বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। গভর্ন্যান্স এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, যার জন্য প্রয়োজন নিরন্তর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং অগ্রাধিকার নিরূপণ। বিশেষ করে ব্যাংকিং ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ তথা কর আহরণ, পুঁজিবাজার, বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

১১. **এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প:** সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সকল প্রকল্প/কর্মসূচি সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতায় এ ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল প্রকল্প/কর্মসূচি একদিকে যেমন সেক্টরের উন্নয়নে অবদান রাখছে তেমনি প্রকল্প বাস্তবায়নেও সরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে। এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহকে সেক্টরের কর্মপরিকল্পনাভুক্ত করে এগুলোর বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

১২. **পেনশন অটোমেশন সিস্টেম:** পেনশন অটোমেশন সিস্টেমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষিত করতে হবে। একই সাথে তথ্য প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের ভিশন, মিশন, কৌশল (Strategy) এবং অ্যাকশন নির্ধারণ

৪.১ সেক্টরের ভিশন ও মিশন

সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান কেবল একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক দলিল নয়, এটা সেক্টরের প্রত্যাশা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ নকশাও বটে। এর মাধ্যমে অংশীজনদের অনুপ্রাণিত, সংগঠিত এবং উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যেন তাঁরা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় এবং প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কাজেই এ দলিলে অবশ্যই সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের জন্য রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য এবং তা বাস্তবায়নের প্রেক্ষিত ও কর্মপরিকল্পনা থাকা জরুরি।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অন্তঃ এবং আন্তঃসম্পর্কিত প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এর বিচরণ। ফলে কেবল ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না বরং ক্রস-কাটিং ইস্যু হিসেবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী ও দ্রুত অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ও গভর্ন্যান্স উন্নয়নকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের ভিশন এবং মিশনসমূহে ২০৪১ সালের অভীষ্ট 'উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে' সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, সক্ষমতা এবং কার্যকারিতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সাথে উন্নত দেশের উপযোগী এবং চাহিদা অনুযায়ী সেবা সরবরাহের লক্ষ্যে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবা সহজিকরণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের ভিশন ও মিশন নির্ধারণে উল্লিখিত এ সকল বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। একই সাথে এ সেক্টরের ভিশন ও মিশন নিরূপণে এ যাবৎ অর্জিত অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জসমূহও পর্যালোচনা করা হয়েছে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের ভিশন ও মিশন নিরূপণে 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবে রূপায়নে এ সেক্টরের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা বিবেচনা করা হয়েছে। সামগ্রিক দিক বিচার বিশ্লেষণ করে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের জন্য নিম্নরূপ ভিশন ও মিশন নিরূপণ করা হয়েছে:

ভিশন: উন্নত দেশের উপযোগী দক্ষ, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর।

মিশন: কার্যকরী কৌশল অবলম্বনে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্স, পরিকল্পনা ও বাজেট ব্যবস্থাপনার যথাযথ উন্নতির মাধ্যমে সরকারি সাধারণ সেবা সহজ এবং যুগোপযোগীকরণ।

৪.২ কৌশলগত উদ্দেশ্য

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিহ্নিত ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং সার্বিকভাবে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের বর্ণিত ভিশন এবং মিশন অর্জনের জন্য প্রয়োজন কৌশলগত উদ্দেশ্য নিরূপণ। কৌশলগত উদ্দেশ্য বর্ণিত সেক্টরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে 'কৌশল (strategy)' নির্ণীত হবে এবং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম (action) প্রয়োজন। কৌশলগত উদ্দেশ্য নিরূপণে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অধিভুক্ত যে সকল ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নয়ন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্রগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে এ সেক্টরে নিম্নরূপ কতিপয় কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic objectives) নিরূপণ করা হয়েছে:

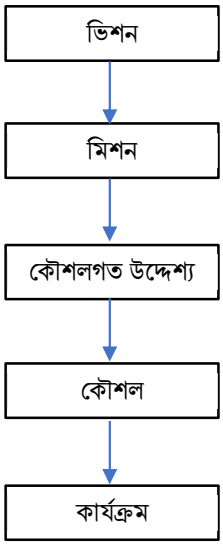
১. প্রশাসনিক সক্ষমতার উন্নয়ন;

২. অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের উন্নতিকরণ;

৩. পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে উন্নতিকরণ; এবং

৪. সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাজের সমন্বয় শক্তিশালীকরণ।

পরবর্তী ধাপে কৌশল ও কার্যক্রম নির্ধারণ করা হবে। ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, কৌশল ও কার্যক্রম প্রতিটির মধ্যে কৌশলগত সংযোগ রক্ষা করা অতীব প্রয়োজন, যা নিম্নের চিত্র হতে দৃশ্যমান হয়:



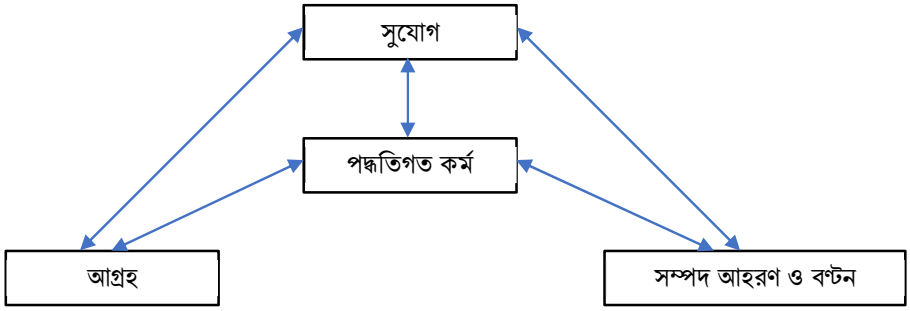
চিত্র ৪.১: ভিশন বাস্তবে রূপায়নের পদক্ষেপসমূহ

৪.৩ কৌশল নির্বাচন

৪.৩.১ ভূমিকা

কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্য অর্জনে কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ। A.B. Chandler -এর মতে, "কৌশল হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, কর্মপন্থা গ্রহণ এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বণ্টন"। G. R. Terry -এর মতে, "জনসাধারণ, প্রতিযোগী, কর্মচারী ও নির্বাহীদের পরিকল্পনা প্রসূত প্রতিক্রিয়া পরিহারকল্পে ন্যূনতম অসুবিধায় পরিকল্পনার ব্যবহার এবং সুচিন্তিত রীতিকে কৌশল বলে"। সর্বোপরি, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত অভীষ্টে পৌঁছানোর জন্য কৌশল হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত যথাযথ কৌশল নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ৪টি উপাদান বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এ উপাদানগুলো হলো: (১) আগ্রহ (Intent), (২) সুযোগ (Opportunity), (৩) সম্পদ সমাবেশ ও বণ্টন (Resource Mobilization and Allocation), (৪) পদ্ধতিগত কর্ম (Systemetic Action)।

নিম্নের চিত্রে এ উপাদানগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্ক দেখানো হলো:



চিত্র ৪.২: কৌশলের ৪টি উপাদান

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের কৌশল নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে:

- উত্তম চর্চা (Best Practice);
- উত্তম উপযুক্ততা (Best Fit); এবং
- উত্তম গঠন পন্থা (Best Building Approach)।

দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সাধারণ সরকারি সেবা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এ সেক্টরের সেবার মান উন্নত করা বিশেষ প্রয়োজন। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশ উন্নত করা এ সেক্টরের মূল উদ্দেশ্য। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ অন্তর্ভুক্ত রূপান্তরযোগ্য প্রত্যাশাসমূহ অর্জনে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা জরুরি। এ বিষয়ে সরকারের উপলব্ধি হলো যে, নিম্ন আয় ও নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে গভর্ন্যান্স এবং প্রতিষ্ঠানের যে কাঠামো দেখা যায় তা থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ও উচ্চ আয়ের দেশের গভর্ন্যান্স এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে গভর্ন্যান্স এবং সরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র।

তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, নিম্ন আয় ও নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বা উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নধর্মী রূপান্তরসহ যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করে। এই জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে যথাযথ বিনিয়োগ। দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ এগুলো সামগ্রিক অর্থনীতিতে অধিকতর দক্ষতা, প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে অর্থনীতির চালকদের প্রণোদনা প্রণয়নে ভূমিকা পালন করে।

৪.৩.২ কৌশল

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের উন্নয়নে ইতোপূর্বে বর্ণিত ভিশন, মিশন ও লক্ষ্য অর্জনে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে:

(১) সরকারি প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি

- সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিষয়ভিত্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ জরুরি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদেরকে উন্নত,

সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। কর্মকর্তাদের জন্য দেশে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা লাভের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন এবং বস্তুনিষ্ঠ ও পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা/ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাছাড়া বদলি, পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করতে হবে;

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। Annual Performance Agreement (APA) এর ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাগুলোর মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এটি শুধু বেশি নম্বর পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে যেন প্রণীত না হয় সেদিকে মনযোগী হতে হবে। APA তে যেন প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ সক্ষমতার প্রতিফলন ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া APA তে চ্যালেঞ্জিং কর্মসম্পাদনকে গুরুত্ব দিতে হবে। যেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংস্থা APA বাস্তবায়নে সফল হবে তাদের জন্য উপযুক্ত প্রণোদনার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(২) প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

- প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি নীতি প্রণয়নে অংশীজনদের পরামর্শ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

- সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো যেন জনসাধারণের চাহিদামতো সেবা প্রদান করতে পারে, সেজন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় আরো সংস্কার করতে হবে। এক্ষেত্রে জনসাধারণের ভোগান্তি লাঘবে সময় ও পরিদর্শনের ধাপ কমাতে হবে।

(৩) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সক্ষমতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়কে আরো শক্তিশালী করতে হবে। বিসিএস এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের লক্ষ্যে বাছাই প্রক্রিয়া এক বছর সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতার উন্নতিকরণ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের জনবল বৃদ্ধিসহ তাদের দক্ষতা উন্নয়নে নজর দিতে হবে। পাশাপাশি দেশের কেন্দ্রীয় এ ব্যাংকটিকে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করতে হবে। ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায়ে তদারকি বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সেইসাথে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নজরদারির মাধ্যমে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রণয়ন ও সংস্কার করতে হবে;

- খেলাপি ঋণ আদায়ে 'অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩' এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে, যেন আইনের ফাঁক দিয়ে ঋণ খেলাপিরা বেরিয়ে যেতে না পারে;

- শ্রেণিকৃত ঋণের ঊর্ধ্বগামীতার বিপরীতে ধীরগতির আমানত, ব্যাংকগুলোর তারল্য ও মুনাফা লাভের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে ঋণ প্রদানে নিম্ন বাস্তব সুদ হারের সাথে আমানত বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক বাস্তব সুদ হার সমন্বয় করা যেতে পারে।

(৫) পুঁজিবাজারের কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ

- সিকিউরিটিজ আইন ও বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংস্কার করে এবং দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেন্জ কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। সরকার বন্ড ও ডেরিভেটিভ উভয়ের সমন্বয়ে একটি

বৈচিত্র্যপূর্ণ পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠা করবে যেন ব্যবসার অর্থায়ন ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাজারের দিকে ধাবিত হয়। বাংলাদেশে আর্থিক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। সরকার বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি আর্থিক ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৬) অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধিকরণসহ কর জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি করা

- প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে কর আদায় কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন করদাতা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি বিদ্যমান করদাতাদের কর পরিশোধে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কর আদায় পদ্ধতি ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি তথা ডিজিটাইজেশনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। আর্থিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

(৭) পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে আরো উন্নতি সাধন

- বার্ষিক বাজেট, প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার সংস্কারের মাধ্যমে এক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করতে হবে। বহু বছরভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বার্ষিক বাজেট এবং এডিপি এমনভাবে প্রণয়ন করা প্রয়োজন যেন এ দুটি দলিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

(৮) দুর্নীতি দমনে আরো গতিশীলতা আনয়ন

- দুর্নীতিকে সমূলে বিনাশের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ শক্তিশালী করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে দুদককে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য আরো কর্মী নিয়োগ, প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ প্রদান, লজিস্টিক সুবিধাসহ অটোমেশন প্রক্রিয়া জোরদারকরণ।

(৯) নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরো কার্যকর করা ও আধুনিকায়ন

- উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় রোডম্যাপ বাস্তবায়নে ৪টি স্তম্ভ চিহ্নিত করা হয়েছে। গণতন্ত্র তন্মধ্যে অন্যতম। গণতন্ত্র সংহত করতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরো কার্যকর ও আধুনিকায়ন প্রয়োজন। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনকালে প্রার্থীদের আচরণ বিধিসহ নির্বাচনী ব্যয় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ভোট গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম আধুনিকায়ন তথা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

(১০) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের উন্নতি সাধন

- প্রশাসনের মধ্যে অন্তঃ ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করতে হবে। সে সাথে ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের ধারণা সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার নিকট স্পষ্ট হতে হবে। জনপ্রশাসনে ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৪ কৌশল বাস্তবায়নে চিহ্নিত কার্যক্রম

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের জন্য প্রস্তাবিত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে মোট ৫১টি কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। কৌশল অনুযায়ী কার্যক্রমের বিবরণ নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৪.১: কৌশল বাস্তবায়নে চিহ্নিত কার্যক্রম, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়ন মেয়াদকাল

কৌশল	কার্যক্রম	প্রাথমিক দায়িত্ব	মেয়াদকাল
কৌশল ১: সরকারি প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	১.চাকরিকালীন বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় /বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	২.বার্ষিক কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মকর্তাকে গভর্ন্যান্স বিষয়ে ন্যূনতম সংখ্যা/দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৩.চাকরিরত কর্মকর্তাদের গভর্ন্যান্স সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের সুযোগ প্রদান	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৪.বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি আরো সুনির্দিষ্ট করে অনলাইন ভিত্তিক করা এবং প্রণোদনা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৫-২৬
	৫.বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি আরো মজবুত ও উন্নত করা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭
কৌশল ২: প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা	১.নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা	সংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা প্রণেতা মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	২.সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন, পরিকল্পনা প্রভৃতিতে অংশীজনদের অভিগম্যতা বৃদ্ধিকরণ- অনলাইন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৩.ই-ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহারকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি	বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৪.এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের ফলপ্রসূতার উন্নতি সাধন	আইএমইডি	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৫.অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার নিবিড় মূল্যায়নের মাধ্যমে তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭
	৬.গুরুত্বানুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সকল আইনের ইংরেজি থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৭.চাহিত তথ্য প্রদানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাড়া (Response) বৃদ্ধি	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, তথ্য কমিশন	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০

সারণি ৪.১: কৌশল বাস্তবায়নে চিহ্নিত কার্যক্রম, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়ন মেয়াদকাল

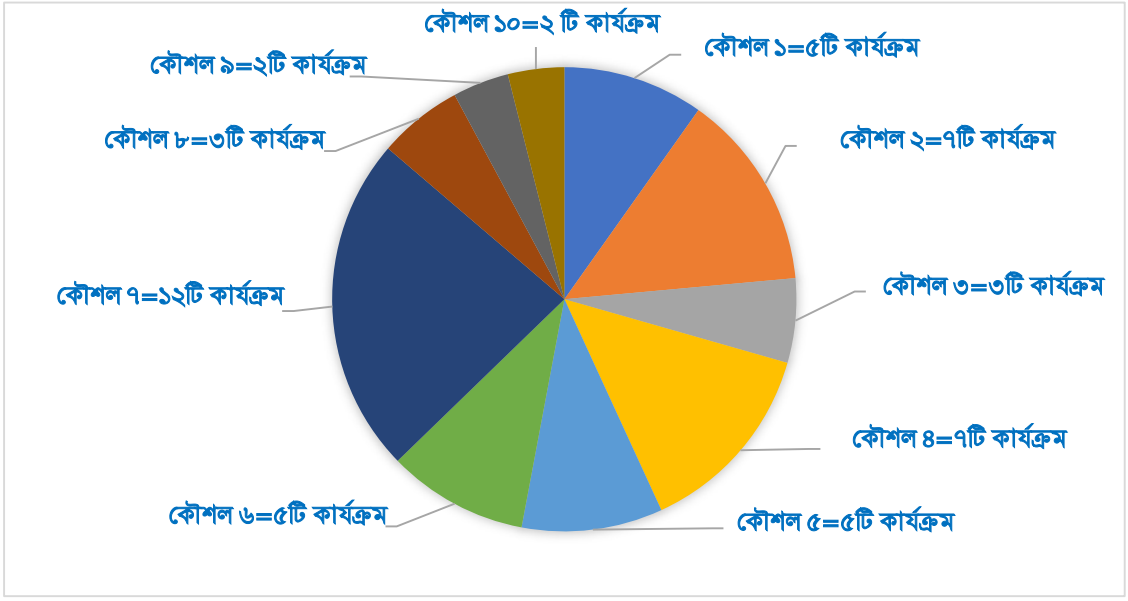
কৌশল	কার্যক্রম	প্রাথমিক দায়িত্ব	মেয়াদকাল
কৌশল ৩: বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সক্ষমতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা	১.বিসিএস নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় হ্রাস করে তা এক বছরের মধ্যে সম্পাদনের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯
	২.নিয়োগ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং ডিজিটাল ডেটাবেজ সিস্টেম সুসংহতকরণ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৭-২৮
	৩.প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশের সময় কমিয়ে আনা	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৭-২৮
কৌশল ৪: ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতার উন্নতিকরণ	১.বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সমগ্র ব্যাংকিং খাত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, তদারকি জোরদার এবং অর্থ পাচার রোধ করা	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৭-২৮
	২.রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণ	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯
	৩.খেলাপি ঋণ আদায়ে অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর প্রয়োজনীয় সংস্কার	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭
	৪.ব্যাংকিং খাতে প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	বাংলাদেশ ব্যাংক	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯
	৫.Basel III এর পূর্ণ বাস্তবায়ন	বাংলাদেশ ব্যাংক	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৬. বীমা খাতে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হিসাব ও নিরীক্ষণ পদ্ধতির মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৭.কর্মস্থলে দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুজনিত বীমা চালুর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
কৌশল ৫: পুঁজিবাজারের কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ	১.সিকিউরিটিজ আইন ও বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংস্কার	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯
	২.সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে দক্ষ জনবল নিয়োগ	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেন্জ কমিশন	২০২৫-২৬ থেকে ২০২৮-২৯
	৩.পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা এবং নতুন বিনিয়োগ বৃদ্ধি	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেন্জ কমিশন	২০২৫-২৬ থেকে ২০২৯-৩০
	৪.পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেন্জ কমিশন	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৫.'বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ' এবং 'বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্সটিটিউট' কে শক্তিশালীকরণ	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেন্জ কমিশন	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯
কৌশল ৬: অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধিকরণসহ কর জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি করা	১.ভ্যাট আইন ২০১২ এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯
	২.আয়কর, মূসক ও কাস্টমস আইনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Alternate Dispute Resolution, ADR) অন্তর্ভুক্তিকরণ।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৭-২৮
	৩.কাস্টমস আইন এবং স্ট্যাম্প আইন সংস্কার ও আধুনিকীকরণ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২০২৫-২৬ থেকে ২০২৬-২৭
	৪.করদাতাদের সংখ্যা (প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি) বৃদ্ধি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০

সারণি ৪.১: কৌশল বাস্তবায়নে চিহ্নিত কার্যক্রম, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়ন মেয়াদকাল

কৌশল	কার্যক্রম	প্রাথমিক দায়িত্ব	মেয়াদকাল
	৫.কর আহরণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৭-২৮
কৌশল ৭: পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আরো উন্নতি সাধন	১.বাজেট প্রস্তুত প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে প্রাক-বাজেট বিবৃতি পাবলিক ডোমেইনে উন্মুক্তকরণ	অর্থ বিভাগ	২০২৫-২৬ থেকে ২০২৯-৩০
	২.কয়েক বছরভিত্তিক (Multi year) সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন	কার্যক্রম বিভাগ	২০২৫-২৬ থেকে ২০২৮-২৯
	৩.পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সেক্টরভিত্তিক কৌশলপত্র প্রণয়ন	পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৪.পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাজেটের কৌশলগত সংযোগ জোরদারকরণ	অর্থ বিভাগ	২০২৫-২৬ থেকে ২০২৯-৩০
	৫.পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রকল্পে সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন (Green and Climate Resilient) ধারণার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানো	পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগ, সকল মন্ত্রনালয়/বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭
	৬.জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে যথাযথ পরিকল্পনা ও ডিজাইন সহকারে প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন	পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৭.সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতায় গভর্ন্যান্স এবং প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ	পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগ, অর্থ বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	৮.জেলাভিত্তিক জিডিপির প্রাক্কলন তৈরি পুনঃপ্রবর্তন	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	২০২৫-২৬ থেকে ২০২৯-৩০
	৯.জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা হালনাগাদকরণ, আধুনিকায়ন এবং ডিজিটাল ডেটাবেজ সুসংহতকরণ	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	২০২৫-২৬ থেকে ২০২৯-৩০
	১০.সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের গভর্ন্যান্সের উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি	অর্থ বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	১১.বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরের প্রকল্পের জন্য বর্ধিত হারে বৈদেশিক সহায়তা আহরণ	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	১২.প্রকল্প মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আনয়ন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকল্পে আইএমইডির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	আইএমইডি	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭
কৌশল ৮: দুর্নীতি দমনে আরো গতিশীলতা আনয়ন	১.দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	দুর্নীতি দমন কমিশন	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭
	২.দুর্নীতি দমনে প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারকরণ	দুর্নীতি দমন কমিশন	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭
	৩.উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০

সারণি ৪.১: কৌশল বাস্তবায়নে চিহ্নিত কার্যক্রম, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়ন মেয়াদকাল

কৌশল	কার্যক্রম	প্রাথমিক দায়িত্ব	মেয়াদকাল
কৌশল ৯: নির্বাচন প্রক্রিয়া আরো আধুনিকায়ন ও কার্যকর করা	১.ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন অথবা অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও গতিশীলতা আনয়ন	নির্বাচন কমিশন	২০২৭-২৮ থেকে ২০২৯-৩০
	২.স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনকালে প্রার্থীদের আচরণবিধি ও নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ জোরদারকরণ	নির্বাচন কমিশন	২০২৬-২৭ থেকে ২০২৭-২৮
কৌশল ১০: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের উন্নতি সাধন	১.আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি/ফোরাম সক্রিয়করণসহ নিয়মিত সভার আয়োজন ও সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০
	২.পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ জোরদারকরণ	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০



লেখচিত্র ৪.১: কৌশল বাস্তবায়নে চিহ্নিত কার্যক্রম

৪.৫ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে চিহ্নিত ৫১টি কার্যক্রম মূলত নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের সাথে সম্পর্কিত:

(১) উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ তৈরি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;

(২) সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বিনির্মাণ;

(৩) সরকারি প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি;

(৪) ব্যাংক, বীমাসহ আর্থিক খাতের উন্নয়ন ও সংস্কার;

(৫) দুর্নীতি দমন, রাজস্ব আদায়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়ন;

(৬) সরকারি সেবা প্রদান দ্রুত ও সহজ করা।

বর্ণিত কার্যক্রমকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হচ্ছে:

- নীতি প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সংস্কার ও আধুনিকায়ন;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; এবং
- সমন্বয়।

এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত ও বহুমুখী প্রচেষ্টা গ্রহণ প্রয়োজন। কেবল রুটিন কাজের অংশ হিসেবে এগুলোর বাস্তবায়ন এবং এ সেক্টরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে নিয়মিত কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজন বাড়তি প্রচেষ্টা, উদ্যম এবং বিনিয়োগ ও অর্থায়ন। রাজস্ব বাজেটের পাশাপাশি উন্নয়ন বাজেটের আওতায় অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। কতিপয় কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলেও সিংহভাগ কার্যক্রম বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম রুটিন কাজের সম্পূরক হিসেবে অবদান রাখবে। এ প্রতিবেদনের ৭ম অধ্যায়ে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কতিপয় আশু পদক্ষেপ এবং কার্যক্রমের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

এ পরিকল্পনার আওতায় বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে মোট ৩২টি প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক উক্ত ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ **সংযুক্তি ৫** এ এবং কৌশলভিত্তিক প্রকল্পের ম্যাপিং **সারণি ৪.২** তে প্রদর্শিত আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, তালিকাভুক্ত এ সকল প্রকল্প উক্ত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নকালে (২০২৪-২০৩০) গ্রহণ করা হবে। তবে কোনো কোনো প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল এ সময়সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। উক্ত তালিকাটি একটি নির্দেশনামূলক এবং পরিবর্তনযোগ্য। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রয়োজনের তাগিদে এতে নতুন কোনো প্রকল্প যেমন অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তেমনি কোনো প্রকল্প বাদ দেওয়াও যেতে পারে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, চলতি এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পগুলোও চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখবে। ২০২৩-২৪ বছরের আরএডিপিতে ২৯টি বিনিয়োগ এবং ১৮টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে (**সংযুক্তি ১**)।

প্রকল্প নির্বাচনের প্রেক্ষিত এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ

বর্ণিত প্রকল্পসমূহ নির্বাচনের প্রেক্ষিত এবং বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

- **৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্য অর্জন:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের যে সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক প্রকল্প বিবেচনা করা হয়েছে;
- **চলমান প্রকল্প পর্যালোচনা এবং বিদ্যমান ঘাটতি পূরণ:** এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এ সেক্টরের জন্য নির্দিষ্টকৃত লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। নতুন প্রকল্প চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের চাহিদা ও বিদ্যমান প্রকল্পের অবদানের আলোকে উদ্ভূত ব্যবধান পূরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে;
- **প্রকল্পের সংখ্যা:** ২০২৩-২৪ বছরের এডিপিতে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে ৪৭টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ২৯টি এবং কারিগরি সহায়তা ১৮টি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (**সংযুক্তি ১**)। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্পের বাস্তবায়ন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল পেরিয়ে ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তথা এ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের মেয়াদকালে ব্যাপৃত হবে। কাজেই নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রকল্পের আধিক্য (Too many projects) যথাসম্ভব পরিহার করে সংখ্যা সীমিত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু এ ক্ষেত্রে অতি বিনিয়োগ (Over Investment) এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম বিনিয়োগ (Under Investment) -এর বিষয়গুলো পরিহার করা হয়েছে।
- **প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষেত্র:** সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার উন্নতি সাধন, নীতি সংস্কার, কর্মসম্পাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি ও গতিশীলতা আনয়ন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে;
- **প্রকল্পের অর্থায়ন:** প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বাস্তবতাকে বিবেচনা করে যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তা (ঋণ ও অনুদান) পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্প তালিকায় ৩২টি প্রকল্পের মধ্যে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ১০টি। প্রকল্পগুলোর সমষ্টিগত প্রাক্কলিত ব্যয় ৬,৩৭৩.৮০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ হচ্ছে ২,৬৭২.৪০ কোটি টাকা (প্রায় ৪২%);
- **প্রকল্প প্রস্তুতির পর্যায় (Project Readiness):** প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে চিহ্নিত এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াভুক্ত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকল্প নির্বাচনের সূত্র হিসেবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: (১) এডিপিতে অননুমোদিত প্রকল্প তালিকা ও বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির সুবিধার্থে তালিকাভুক্ত প্রকল্প; (২) ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়নে চিহ্নিত নতুন প্রকল্প এবং (৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফভুক্ত নতুন প্রকল্প।
- **প্রকল্পের মেয়াদকাল:** দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পগুলো অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল হয়। দীর্ঘমেয়াদি হওয়ার ফলে অনেকাংশে প্রকল্প গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং ফলাফল পেতে সময় লাগে। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন মেয়াদকাল যথাসম্ভব ৩-৪ বছরের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে

সারণি ৪.২: কৌশলভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য/কৌশল	সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের কৌশল (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)			বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
				জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)			(৬)
১.	প্রশাসনিক সক্ষমতার উন্নয়ন	**কৌশল ১:** সরকারি প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	১.মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠ প্রশাসনের সরকারি কর্মকর্তাদের স্মার্ট গভর্ন্যান্স এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭);	৫০.০০	-	৫০.০০	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
			২.টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর সিআরভিএস সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ (৫ম পর্যায়) (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭);	১.৮০	৬.৪০	৮.২০	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
			৩.জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৯);	৪৫০.০০	-	৪৫০.০০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
			৪.টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির সক্ষমতা জোরদারকরণ (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭);	৫০.০০	-	৫০.০০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
			৫.বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭);	৬৫.০০	-	৬৫.০০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
			৬.উন্নত দেশের উপযোগী দক্ষ কর্মকর্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদান (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৯);	৩৫০.০০	-	৩৫০.০০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
			৭.জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৭);	২৫.০০	-	২৫.০০	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
			৮.বিসিএস প্রশাসন একাডেমির প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই ২০২৬-জুন ২০২৯);	৭০.০০	-	৭০.০০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
			৯.জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডেটাবেজ হালনাগাদকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৬-জুন ২০৩০);	৯৫.০০	-	৯৫.০০	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
			১০.স্ট্রেনদেনিং ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি অব বিবিএস অন ডেটা ক্যাপচারিং এন্ড এ্যানালাইসিস অব সেন্সাসেস এন্ড সার্ভেস (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫);	-	২.৫৫	২.৫৫	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সারণি ৪.২: কৌশলভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য/কৌশল	সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের কৌশল (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)			বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
				জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)			(৬)
			১১.বৈদেশিক সহায়তা আহরণে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৯);	৩.৫০	৫৬.৫০	৬০.০০	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
			১২.ফিউচার নেশন- সকলের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ-১ম পর্যায় (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭)।	৭.০০	৪২.৯৫	৪৯.৯৫	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
		কৌশল ২: প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা	১.সমন্বিত সংস্কার ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৮);	১৫.০০	২৮৫.০০	৩০০.০০	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
			২.ডিজিটাল পাবলিক সার্ভিসের ই-গভর্ন্যান্সের কার্যকারিতা ত্বরান্বিত করা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭);	০.৩৫	১১৪.০০	১১৪.৩৫	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
			৩.ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্রাটেজি সাপোর্ট প্রকল্প-পর্যায় ৩ (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৬);	০.১০	২০.০০	২০.১০	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
			৪.টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর সিআরভিএস সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ (৫ম পর্যায়) (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭);	১.৮০	৬.৪০	৮.২০	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
			৫.সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প যথাসময়ে কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য আইএমইডির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৬-জুন ২০২৯);	৩৫.০০	-	৩৫.০০	আইএমইডি
		কৌশল ৩: বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সক্ষমতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা	১.বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নতকরণ এবং ডিজিটাল ডেটাবেজ সুসংহতকরণ (জুলাই ২০২৬-জুন ২০২৯)।	৫৫.০০	-	৫৫.০০	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
২.	ব্যাংকিং খাতের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতার উন্নতিকরণ	**কৌশল ৪:** ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতার উন্নতিকরণ	১.বীমা খাতের অটোমেশন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৭)।	৪২.৫০	৫৬.০০	৯৮.৫০	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
		কৌশল ৫: পুঁজিবাজারের কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ	১.পুঁজিবাজার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৯)।	৭৫.০০	-	৭৫.০০	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সারণি ৪.২: কৌশলভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য/কৌশল	সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের কৌশল (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)			বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
				জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)			(৬)
৩.	সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নতকরণ	**কৌশল ৬:** অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধিকরণসহ কর জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি করা	১.জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮);	৪৮.০০	-	৪৮.০০	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
			২.জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৮)।	৩৫.০০	-	৩৫.০০	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
		কৌশল ৭: পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আরো উন্নতি সাধন	১.পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (জুলাই ২০২৪-জুন ২০৩০);	৩৫.০০	-	৩৫.০০	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
			২.আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের দক্ষতা উন্নয়নসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭);	২০.০০	-	২০.০০	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
			৩.সরকারি উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৯);	৫৫.০০	-	৫৫.০০	কার্যক্রম বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
			৪.বৈদেশিক সহায়তা আহরণে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৯)।	৩.৫০	৫৬.৫০	৬০.০০	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
			৫.পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৬-জুন ২০২৯);	৮৭.০০	-	৮৭.০০	অর্থ বিভাগ
			৬.সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প যথাসময়ে কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য আইএমইডির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৬-জুন ২০২৯);	৩৫.০০	-	৩৫.০০	আইএমইডি
			৭.জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডেটাবেজ হালনাগাদকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৬-জুন ২০৩০);	৯৫.০০	-	৯৫.০০	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সারণি ৪.২: কৌশলভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য/কৌশল	সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের কৌশল (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)			বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
				জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)			(৬)
			৮.এসডিজি ডেটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের জন্য জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৭);	৬.১৫	-	৬.১৫	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
			৯.ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল ডেটা ওয়্যারহাউস এন্ড বিগ ডেটা এ্যানালাইসিস প্লাটফর্ম (জানুয়ারি ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৭);	২.০০	৮৯.০০	৯১.০০	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
			১০.স্ট্রেনদেনিং ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি অব বিবিএস অন ডেটা ক্যাপচারিং এন্ড এ্যানালাইসিস অব সেন্সাসেস এন্ড সার্ভেস (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫);	-	২.৫৫	২.৫৫	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
			১২.জেলাভিত্তিক জিডিপি নিরূপণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮)।	২০.০০	-	২০.০০	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
৪.	দুর্নীতি দমন	**কৌশল ৮:** দুর্নীতি দমনে আরো গতিশীলতা আনয়ন	১.দুর্নীতি দমনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে দুদককে আরো শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭)।	১২০.০০	-	১২০.০০	দুর্নীতি দমন কমিশন
৫.	নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ	**কৌশল ৯:** নির্বাচন প্রক্রিয়া আরো আধুনিকায়ন ও কার্যকর করা	১.সারাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইভিএম এর ব্যবহার প্রকল্প (জুলাই ২০২৫-জুন ২০৩০);	১,৫৫০.০০	২,০০০.০০	৩,৫৫০.০০	নির্বাচন কমিশন
			২.নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আইসিটি ব্যবহারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭);	৫০.০০	-	৫০.০০	নির্বাচন কমিশন
			৩.নির্বাচনী ডেটাবেজের জন্য উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সার্ভার স্টেশন নির্মাণ এবং জেলা সার্ভার স্টেশন ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৮)।	২৮৩.০০	-	২৮৩.০০	নির্বাচন কমিশন
৬.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মাঝে উন্নততর সমন্বয় সাধন	**কৌশল ১০:** বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের উন্নতি সাধন	১.সমন্বিত সংস্কার ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৮);	১৫.০০	২৮৫.০০	৩০০.০০	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
			২.জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডেটাবেজ হালনাগাদকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৬-জুন ২০৩০)।	৯৫.০০	-	৯৫.০০	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পঞ্চম অধ্যায়

সাধারণ সরকারি সেবায় বিনিয়োগ, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন

সর্বোচ্চ সম্ভাব্য প্রাপ্তির (Return) উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগ করতে গিয়ে মূলত: তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়: ১)বিনিয়োগের উদ্দেশ্য, ২)বিনিয়োগের ঝুঁকি, ৩)বিনিয়োগকারীর প্রকৃতি (ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান)। সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ একটি অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং বর্ধিত বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক হারে পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও সেবা সরবরাহ করা সম্ভব হয়। সামগ্রিক সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান আসে। এ কারণেই অধিকতর সঞ্চয় জরুরি।

'রূপকল্প ২০৪১' অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করবে এবং চরম দারিদ্রের অবসান ঘটবে। আবার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উচ্চ আয়ের দেশ, আর দারিদ্র্য থাকবে শূন্যের কোঠায়। 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-৪১। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে ৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (৮ম হতে ১১শ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা)। কাঙ্ক্ষিত অভীষ্ট অর্জন তথা 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবে রূপায়ণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশকে অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরে যথাযথ বিনিয়োগ করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মতো সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরের উন্নয়নে এ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজেই সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের উন্নয়ন তথা উন্নত দেশের উপযোগী সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর গঠনের লক্ষ্যে এ সেক্টরে যথাযথ বিনিয়োগ অপরিহার্য।

৫.১ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে উন্নয়ন বিনিয়োগ বিশ্লেষণ

৫.১.১ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি বিনিয়োগ পরিস্থিতি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে সরকারের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা, অগ্রাধিকার এবং কৌশল নির্ধারণ করা হয়। বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ এবং বিশেষ করে এডিপির জন্য সম্পদ প্রবাহের প্রাক্কলন নির্ধারণ করা হয়।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ সময়কালে ২০২১ সালের অর্থমূল্যে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৩.৬ ট্রিলিয়ন টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ বিনিয়োগের প্রায় ৯৪.৯০ শতাংশ অর্থায়ন হবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে। অবশিষ্ট ৫.১০ শতাংশ অর্থের সংস্থান হবে বৈদেশিক অর্থায়নের মাধ্যমে। আবার সরকারি খাত হতে প্রায় এক চতুর্থাংশ অর্থের যোগান দেওয়া হবে এবং বেসরকারি খাত অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ অর্থের যোগান দিবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে **(সারণি ৫.১)**। কাজেই এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

সারণি ৫.১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ অর্থায়ন

কোটি টাকায়- ২০২১ অর্থবছর মূল্যে

ক্রমিক	উৎস	মোট বিনিয়োগ	অংশ (%)
১.	মোট বিনিয়োগ	৬,৩৫৭,৪০০	১০০
২.	সরকারি খাত	১,৬০৫,৮০০	২৫.৩
৩.	বেসরকারি খাত	৪,৭৫১,৬০০	৭৪.৭

সারণি ৫.১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ অর্থায়ন

কোটি টাকায়- ২০২১ অর্থবছর মূল্যে

ক্রমিক	উৎস	মোট বিনিয়োগ	অংশ (%)
৪.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৬,০৩৫,৮০০	৯৪.৯
৫.	বহিঃসম্পদ	৩২১,৬০০	৫.১

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০২০-২৫

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগের মাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করেছে কোভিড-১৯ অবস্থা থেকে উত্তরণ, জিডিপির কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণের ওপর। অধিকন্তু, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরকারি বিনিয়োগ অগ্রাধিকার পাবে। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যা পক্ষান্তরে বিনিয়োগের ওপর প্রভাব ফেলেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকারি বিনিয়োগের বিস্তারিত নিম্নের সারণিতে প্রদর্শন করা হলো। এ পরিকল্পনাকালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিনিয়োগের পরিমাণ চলতি বাজার মূল্যে ১৩,২৯০ বিলিয়ন টাকা এবং স্থির মূল্যে ১১৯৩০ বিলিয়ন টাকা।

সারণি ৫.২: সরকারি বিনিয়োগের চিত্র

অর্থবছর	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
জিডিপিতে মোট সরকারি বিনিয়োগের অংশ (%)	৮.২	৮.২	৮.৭	৮.৯	৯.২
নামীয় মূল্য					**(কোটি টাকা, চলতি বাজার মূল্যে)**
মোট সরকারি বিনিয়োগ	২৫৭,৩০০	২৯২,৪০০	৩৫০,৩০০	৪০৫,৬০০	৪৮০,১০০
যার মধ্যে:					
এডিপি বিনিয়োগ	**১৮০,০০০**	**২১৩,৩০০**	**২৬২,২০০**	**৩০৬,০০০**	**৩৬৭,৫০০**
প্রকৃত মূল্য					**(কোটি টাকা, অর্থবছর ২০২১ বাজার মূল্যে)**
মোট সরকারি বিনিয়োগ	২৫৭,৩০০	২৭৮,৮০০	৩১৮,৭০০	৩৫২,৪০০	৩৯৮,৭০০
যার মধ্যে:					
এডিপি বিনিয়োগ	**১৮০,০০০**	**২০৩,৩০০**	**২৩৮,৬০০**	**২৬৫,৯০০**	**৩০৫,২০০**
মেমো আইটেম:					
নামীয় জিডিপি, কোটি টাকায়	**৩,১৫৬,৫০০**	**৩,৫৬৬,১০০**	**৪,০৩৬,৩০০**	**৪,৫৭৭,৬০০**	**৫,১৯৫,৬০০**
জিডিপি ডিফ্লেটর সূচক (অর্থবছর ২০২১ ভিত্তিবছর হিসেবে)	১০০	১০৪.৯	১০৯.৯	১১৫.১	১২০.৪

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারি বিনিয়োগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে এ পরিকল্পনার নির্দিষ্টকৃত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ প্রচেষ্টার মধ্যে একটি ভারসাম্যমূলক ও পরিপূরক সম্পর্ক থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরের এবং বৈদেশিক উভয় ধরনের বেসরকারি বিনিয়োগকে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তবে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা। নানা প্রতিবন্ধকতা এবং অবকাঠামোগত বাঁধা দূর করে যথাযথ বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেক্টরভিত্তিক এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ নিম্নের সারণিসমূহে প্রদর্শিত হয়েছে:

সারণি ৫.৩: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চলতি মূল্যে সেক্টরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	সেক্টর	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	প্রবৃদ্ধি (%) (অর্থবছর ২০২১-২০২৫)
১.	সাধারণ সরকারি সেবা	৯,৬১০	১২,০৬০	১৩,৯২০	১৬,১৩০	১৯,২৯০	১৯.৩৬
২.	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২৫,৯৯০	২৮,৩৮০	৩৩,২০০	৩৬,৮৮০	৪২,৩৯০	৩২.৮
৩.	প্রতিরক্ষা	৫৬০	৬৯০	৮০০	৯৩০	১,১২০	১.১২
৪.	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৪,২১০	৫,১৮০	৫,৯৭০	৬,৯৮০	৮,৩৮০	৮.৩৪
৫.	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	২৬,৭৪০	৩৩,৬৮০	৪০,৭০০	৫০,৬০০	৬২,৫৭০	৭১.৬৬
৬.	স্বাস্থ্য	১৭,০১০	২১,৮৪০	২৭,৮৮০	৩৪,০৮০	৪০,৮৯০	৪৭.৭৬
৭.	সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ	৭,২৪০	৮,৪৬০	৯,২২০	১০,৭৫০	১২,১৭০	৯.৮৬
৮.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	৪,২৮০	৫,২৭০	৬,০৮০	৭,০৯০	৮,৫১০	৮.৪৬
৯.	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	১,৯৬০	২,৪১০	২,৭৮০	৩,২৩০	৩,৮৮০	৩.৮৪
১০.	বিদ্যুৎ ও শক্তি	২৬,৫১০	২৮,৯২০	৩৯,০৮০	৪৫,২২০	৫৪,২৬০	৫৫.৫
১১.	কৃষি	১৬,৫৯০	২২,২৯০	২৯,৯৫০	৩৫,২৭০	৪৩,৮২০	৫৪.৪৬
১২.	পরিবেশ	৯৪০	১,১৫০	১,৩৩০	১,৫৫০	১,৮৬০	১.৮৪
১৩.	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ	২,৩৬০	২,৯১০	৩,৩৫০	৩,৯১০	৪,৬৯০	৪.৬৬
১৪.	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৬,০০০	৪০,০৩০	৪৭,৯৮০	৫৩,৩৯০	৬৩,৭০০	৫৫.৪
	মোট এডিপি ব্যয়	**১৮০,০০০**	**২১৩,২৭০**	**২৬২,২৪০**	**৩০৬,০১০**	**৩৬৭,৫৩০**	

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

সারণি ৫.৪: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থির মূল্যে সেক্টরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ

কোটি টাকা- অর্থবছর ২০২১ মূল্যে

ক্রমিক	সেক্টর	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	প্রবৃদ্ধি (%) (অর্থবছর ২০২১-২০২৫)
১.	সাধারণ সরকারি সেবা	৯,৬১০	১১,৪৭০	১২,৫৫০	১৩,৯৯০	১৬,০১০	১২.৮
২.	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২৫,৯৯০	২৬,৯৪০	২৯,৯৯০	৩১,৭৪০	৩৮,৪৪০	২৪.৯
৩.	প্রতিরক্ষা	৫৬০	৬৬০	৭২০	৮০০	৯২০	০.৭২
৪.	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৪,২১০	৪,৯৩০	৫,৩৯০	৫,৯৯০	৬,৮৭০	৫.৩২
৫.	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	২৬,৭৪০	৩১,৯৭০	৩৬,৭৫০	৪৩,৫৬০	৫১,৪২০	৪৯.৩৬
৬.	স্বাস্থ্য	১৭,০১০	২০,৭৫০	২৫,১৮০	২৯,৩৪০	৩৩,৬১০	৩৩.২
৭.	সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ	৭,২৪০	৮,০৩০	৮,৩৩০	৯,২৭০	১০,০০০	৫.৫২
৮.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	৪,২৮০	৫,০০০	৫,৪৯০	৬,১০০	৬,৯৯০	৫.৪২
৯.	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	১,৯৬০	২,২৯০	২,৫০০	২,৭৯০	৩,১৯০	২.৪৬
১০.	বিদ্যুৎ ও শক্তি	২৬,৫১০	২৭,৪৪০	৩৫,৩১০	৩৮,৯৩০	৪৪,৫৯০	৩৬.১৬
১১.	কৃষি	১৬,৫৯০	২১,১৭০	২৭,০৫০	৩০,৩৭০	৩৬,০০০	৩৮.৮২
১২.	পরিবেশ	৯৪০	১,১০০	১,২০০	১,৩৪০	১,৫৩০	১.১৮
১৩.	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ	২,৩৬০	২,৭৬০	৩,০৩০	৩,৩৭০	৩,৮৪০	২.৯৬
১৪.	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৬,০০০	৩৮,৭৮০	৪৫,১৫০	৪৮,২৬০	৫৫,৩৬০	৩৮.৭২
	মোট এডিপি ব্যয়	**১৮০,০০০**	**২০৩,১৯০**	**২৩৮,৬৪০**	**২৬৫,৮৫০**	**৩০৫,১৭০**	

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৫ বছরের মোট এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ চলতি বাজার মূল্যে প্রায় ১৪,৩১৫.০০ বিলিয়ন টাকা এবং স্থির মূল্যে প্রায় ১৩,২৯১.০০ বিলিয়ন টাকা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল হাতিয়ার হচ্ছে এডিপি। পর্যায়ক্রমে ৫টি এডিপি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। এক্ষেত্রে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জন করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ প্রাক্কলনে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের বার্ষিক গড় অংশ হচ্ছে প্রায় ৫.৩৬ শতাংশ **(সারণি ৫.৫)**। অর্থনীতির ১৪টি সেক্টরের মধ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও শক্তি, শিক্ষা ও প্রযুক্তি, পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরে সর্বাধিক বরাদ্দ (যথাক্রমে মোট বরাদ্দের ১২.৮%, ১৪.৬%, ১৫.৯% এবং ১৮.৪%) নির্ধারিত আছে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে মূলত উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যাপকতা না থাকায় এ সেক্টরের বরাদ্দ অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় কম।

সারণি ৫.৫: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেক্টরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ (মোট উন্নয়ন ব্যয়ের শতকরা হিসেবে)

ক্রমিক	সেক্টর	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
		(মোট এডিপি ব্যয়ের চলতি মূল্যে % হিসেবে)				
১.	সাধারণ সরকারি সেবাসমূহ	৫.৩	৫.৭	৫.৩	৫.৩	৫.২
২.	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৪.৪	১৩.৩	১২.৭	১২.১	১১.৫
৩.	প্রতিরক্ষা	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩
৪.	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২.৩	২.৪	২.৩	২.৩	২.৩
৫.	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১৪.৯	১৫.৮	১৫.৫	১৬.৫	১৭.০
৬.	স্বাস্থ্য	৯.৫	১০.২	১০.৬	১১.১	১১.১
৭.	সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ	৪.০	৪.০	৩.৫	৩.৫	৩.৩
৮.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	২.৪	২.৫	২.৩	২.৩	২.৩
৯.	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	১.১	১.১	১.১	১.১	১.১
১০.	বিদ্যুৎ ও শক্তি	১৪.৭	১৩.৬	১৪.৯	১৪.৮	১৪.৮
১১.	কৃষি	৯.২	১০.৫	১১.৪	১১.৫	১১.৯
১২.	পরিবেশ	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫
১৩.	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ	১.৩	১.৪	১.৩	১.৩	১.৩
১৪.	পরিবহন ও যোগাযোগ	২০.০	১৮.৮	১৮.৩	১৭.৪	১৭.৩

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

সারণি ৫.৬: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের এডিপি বরাদ্দ: চলতি মূল্যে

কোটি টাকা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
জাতীয় সংসদ সচিবালয়	২০	২০	৩০	৩০	৪০
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩,৯৩০	৫,০৯০	৫,৮৭০	৬,৮৫০	৮,০১০
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২০	২০	৩০	৩০	৪০
নির্বাচন কমিশন	৭৫০	৯২০	১,০৬০	১,২৪০	১,৪৯০
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২৪০	২৯০	৩৪০	৩৯০	৪৭০
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	৩০	৩০	৪০	৪০	৫০
অর্থ বিভাগ	১,৫৪০	১,৮৯০	২,১৮০	২,৫৪০	৩,০৫০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)	৮০	১০০	১২০	১৪০	১৬০
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১,৮৯০	২,৩৩০	২,৬৮০	৩,১৩০	৩,৭৬০

সারণি ৫.৬: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের এডিপি বরাদ্দ: চলতি মূল্যে

কোটি টাকা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)	৪০	৫০	৬০	৭০	৯০
পরিকল্পনা বিভাগ	৩৭০	৪৬০	৫৩০	৬২০	৭৪০
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)	৮০	১০০	১১০	১৩০	১৬০
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫৬০	৬৯০	৭৯০	৯২০	১,১১০
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬০	৭০	৮০	১০০	১২০
মোট	**৯,৬০০**	**১২,০৭০**	**১৩,৯২০**	**১৬,২৪০**	**১৯,২৯০**

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

সারণি ৫.৭: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সাধারণ সরকারি সেবায় এডিপি বরাদ্দ: স্থির মূল্যে

কোটি টাকা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
জাতীয় সংসদ	২০	২০	২০	৩০	৩০
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩,৯৩০	৪,৮৩০	৫,৩০০	৫,৮৯০	৬,৭৫০
মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ	২০	২০	২০	৩০	৩০
নির্বাচন কমিশন	৭৫০	৮৮০	৯৬০	১,০৭০	১,২২০
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২৪০	২৮০	৩০০	৩৪০	৩৯০
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	৩০	৩০	৩০	৪০	৪০
অর্থ বিভাগ	১,৫৪০	১,৮০০	১,৯৭০	২,১৯০	২,৫১০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)	৮০	১০০	১১০	১২০	১৩০
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১,৮৯০	২,২১০	২,৪২০	২,৭০০	৩,০৯০
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)	৪০	৫০	৬০	৬০	৭০
পরিকল্পনা বিভাগ	৩৭০	৪৪০	৪৮০	৫৩০	৬১০
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)	৮০	৯০	১০০	১২০	১৩০
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫৬০	৬৫০	৭১০	৭৯০	৯১০
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬০	৭০	৭০	৮০	১০০
মোট	**৯,৬১০**	**১১,৪৭০**	**১২,৫৫০**	**১৩,৯৯০**	**১৬,০১০**

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

এডিপি বরাদ্দ সাধারণত প্রকল্পের সংখ্যা এবং মোট প্রকল্প ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে। যে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সংখ্যা যত বেশি বা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বেশি সে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এডিপিতে বেশি বরাদ্দ পেয়ে থাকে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের এডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত বিভাগ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুকূলে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের এডিপির সিংহভাগ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

৫.১.২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিনিয়োগ ও ব্যয় পরিস্থিতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) নির্দিষ্ট বছরের জন্য উন্নয়ন খাতে সরকারি বিনিয়োগের স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দলিল। জাতীয় বাজেটে সরকারি বিনিয়োগের সিংহভাগ ব্যয় করা হয়ে থাকে এডিপির মাধ্যমে। সরকারের উন্নয়ন কৌশলসমূহ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এডিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২৩-২৪ সালের আরএডিপিতে দেশের সুষম উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য নিরসন, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ

ও জলবায়ু, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সরকারি সেবাদানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি গুরুত্ব পেয়েছে। এ অর্থবছরের আরএডিপির সর্বমোট আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫৪,৩৯১.৬৪ কোটি টাকা (স্থানীয় মুদ্রা ১৬৯,৭০২.১৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ও অনুদান ৮৪৬,৮৯.৪৮ কোটি টাকা)।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতায় ৪৭টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ ২৯টি+কারিগরি সহায়তা ১৮টি) বিপরীতে মোট ২,৪৪২.৭৫ কোটি টাকা (জিওবি ১,২২৬.২৬ কোটি টাকা ও প্রকল্প ঋণ এবং অনুদান ১,২১৬.৪৯ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে (**সংযুক্তি ১**)। অধিকন্তু স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্পের জন্য ৩০.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, তৎপূর্ববর্তী বছর অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে মোট ৫৩টি প্রকল্প (২৭টি বিনিয়োগ ও ২৬টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত প্রকল্পসমূহের বিবরণ এবং বরাদ্দ চিত্র **সংযুক্তি ২** এ বর্ণিত আছে।

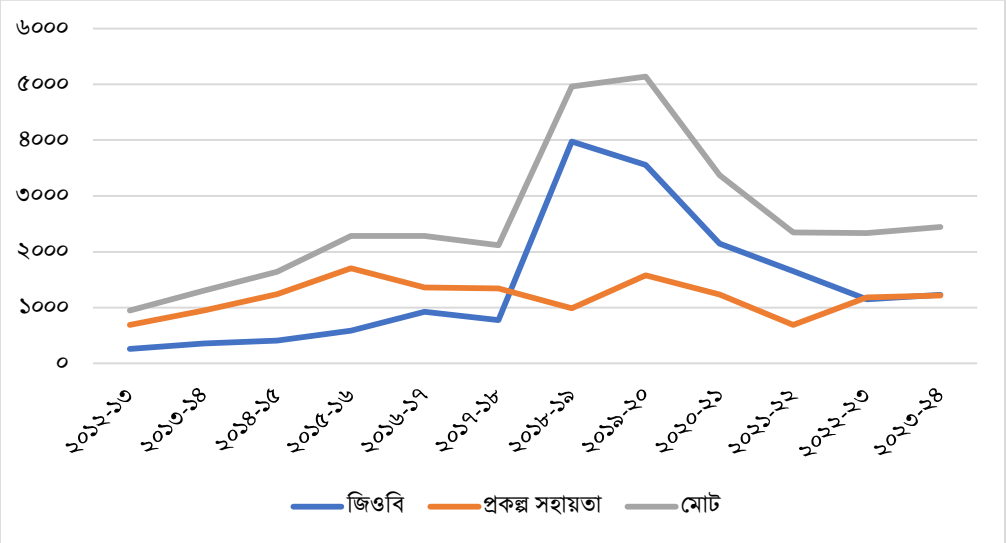
২০১২-১৩ হতে ২০২৩-২৪ সময়কালে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপির চিত্র **সারণি ৫.৮** এ প্রদর্শন করা হলো। উক্ত সারণি হতে দেখা যায় যে, উক্ত সময়ে মোট ৭৬১টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ৩৯৩ এবং কারিগরি সহায়তা ৩৬৮) এর বিপরীতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩১,১৮৫.০২ কোটি টাকা (জিওবি ১৭,০১৭.৪৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৪,১৬৭.৫৭ কোটি টাকা)। প্রকল্প সহায়তার পরিমাণ ২০১৭-১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলেও তৎপরবর্তীতে ২০২১-২২ পর্যন্ত তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে ২০২২-২৩ থেকে এ সেক্টরে প্রকল্প সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০২৬ সালে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশ ঘোষণা করা হলে বৈদেশিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিশেষ করে অনুদান এবং সহজ শর্তের ঋণ সুবিধা হ্রাস পাবে।

সারণি ৫.৮: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বছরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ

কোটি টাকায়

ক্রমিক	অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা			বরাদ্দ			বরাদ্দের শতকরা হার (%)	
		বিনিয়োগ	কারিগরি	মোট	জিওবি	প্রকল্প সহায়তা	মোট	জিওবি	প্রকল্প সহায়তা
১.	২০১২-১৩	১৮	২৯	৪৭	২৬১.০৫	৬৮৬.৮৩	৯৪৭.৮৮	২৭.৫৪	৭২.৪৬
২.	২০১৩-১৪	২১	৩৪	৫৫	৩৫৮.৭৩	৯৪৪.৪৫	১,৩০৩.১৮	২৭.৫৩	৭২.৪৭
৩.	২০১৪-১৫	২৫	৩৪	৫৯	৪০৮.০৭	১,২৩৫.৬৩	১,৬৪৩.৭০	২৪.৮৩	৭৫.১৭
৪.	২০১৫-১৬	২৯	৩৪	৬৩	৫৮২.০৫	১,৭০৩.৬৮	২,২৮৫.৭৩	২৫.৪৬	৭৪.৫৪
৫.	২০১৬-১৭	৩২	২৯	৬১	৯২৫.২২	১,৩৬০.১৩	২,২৮৫.৩৫	৪০.৪৮	৫৯.৫২
৬.	২০১৭-১৮	৩৮	২৫	৬৩	৭৭২.২৮	১,৩৪৩.৯৩	২,১১৬.২১	৩৬.৪৯	৬৩.৫১
৭.	২০১৮-১৯	৪৯	৩৭	৮৬	৩,৯৭৭.৮৭	৯৮৬.৪৩	৪,৯৬৪.৩০	৮০.১৩	১৯.৮৭
৮.	২০১৯-২০	৪৭	৩৫	৮২	৩,৫৫৯.৩৮	১,৫৭৮.১১	৫,১৩৭.৪৯	৬৯.২৮	৩০.৭২
৯.	২০২০-২১	৪৬	৩৬	৮২	২,১৪২.৯৬	১,২৩৪.৫৬	৩,৩৭৭.৫২	৬৩.৪৫	৩৬.৫৫
১০.	২০২১-২২	৩২	৩১	৬৩	১,৬৫২.৫১	৬৯৩.৯৮	২,৩৪৬.৪৯	৭০.৪২	২৯.৫৮
১১.	২০২২-২৩	২৭	২৬	৫৩	১,১৫১.০৭	১,১৮৩.৩৫	২,৩৩৪.৪২	৪৯.৩১	৫০.৬৯
১২.	২০২৩-২৪	২৯	১৮	৪৭	১,২২৬.২৬	১,২১৬.৪৯	২,৪৪২.৭৫	৫০.২০	৪৯.৮০
মোট		**৩৯৩**	**৩৬৮**	**৭৬১**	**১৭,০১৭.৪৫**	**১৪,১৬৭.৫৭**	**৩১,১৮৫.০২**	**৫৪.৫৭**	**৪৫.৪৩**

উৎস: বিভিন্ন বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি



কোটি টাকা

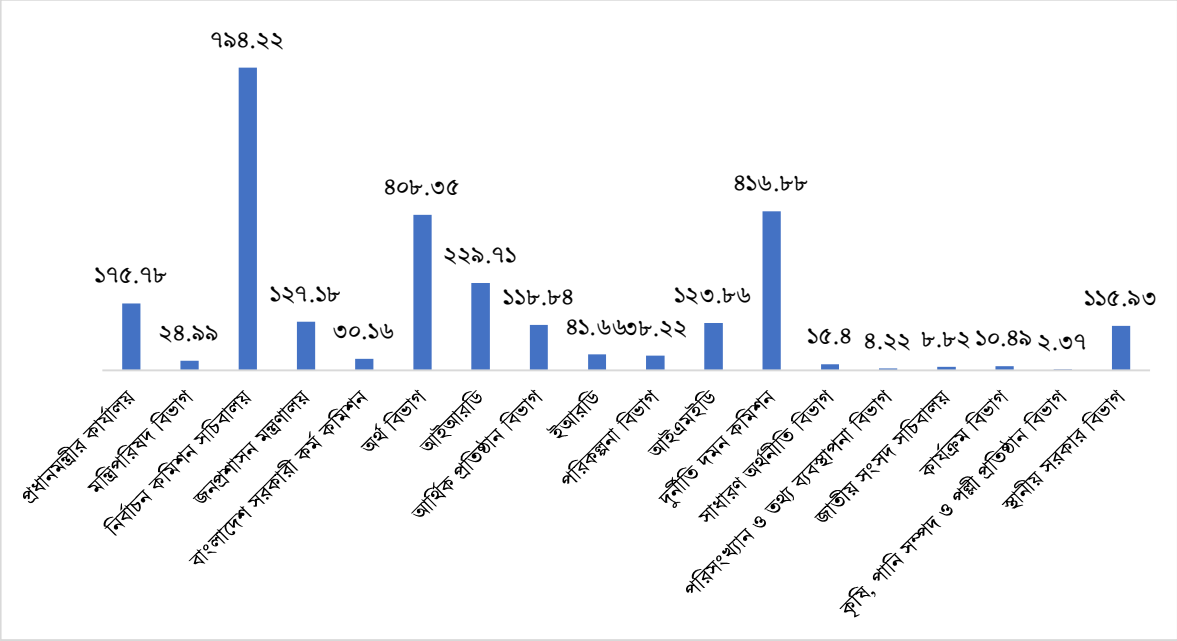
লেখচিত্র ৫.১: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বছরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বছরভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দের চিত্র **সারণি ৫.৯** তে প্রদর্শন করা হয়েছে। উক্ত সারণি এবং সংশ্লিষ্ট লেখচিত্র হতে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ হতে ২০২২-২৩ বছরে বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ বরাদ্দ (৭৯৪.২২ কোটি টাকা) প্রদান করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (৪১৬.৮৮ কোটি টাকা) এবং তৃতীয় অবস্থানে আছে অর্থ বিভাগ (৪০৮.৩৫ কোটি টাকা)। সেক্টরভিত্তিক ২০১৩-১৪ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ চিত্র **সংযুক্তি ৩** এ প্রদর্শন করা হয়েছে।

সারণি ৫.৯: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের বছরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	আরএডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকা)											
		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	বার্ষিক গড়
১.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১৭.৫৫	৬৯.২০	১৬১.২০	১৬৭.৯৮	১২২.৫৬	৩২১.১৩	৫৩৫.০৪	৩৯৭.৮৬	১১৩.১৩	১৬.৪০	১১.৫৭	১৭৫.৭৮
২.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১.৩৪	০.৮৭	১৯.০৯	২৯.৪০	১৬.১৮	৭৩.৪৪	-	৩৬.৩৩	৪৪.৪৯	২৬.৯৮	১.৭৯	২৪.৯৯
৩.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৪০১.৯১	৫৯৯.২১	৬৪৯.৫৮	৪৬১.৫৭	৬০৫.০৯	১,৪৬৫.০০	১,৬৪৬.২২	৭৮৯.৯৯	৭৬৮.২৮	৭৪৮.৬৯	৬০০.৯১	৭৯৪.২২
৪.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১১.২৬	১৯.৭৫	৩৪.৪৩	৪৬.৫৬	৯১.৪০	১৬৬.৪৯	১৩২.১৩	১৪৩.১৪	৪০৫.৮৫	১৩৯.১১	২০৮.৮৫	১২৭.১৮
৫.	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	-	-	-	-	-	১৯.৩৪	২২.৪২	১৩.৭০	২১.২০	৩০.০০	৪৪.১৬	৩০.১৬
৬.	অর্থ বিভাগ	২৩৩.৫৭	১৪০.০৯	২৮৮.৩৫	৩২২.৬০	৪২২.৮৩	৪৩৪.১৭	৫৩৯.৭৫	৩৯৪.২৫	৩৭৭.৬০	৬৪২.২৩	৬৯৬.৪২	৪০৮.৩৫
৭.	আইআরডি	৭৮.৬২	২৩৪.০০	৪৭৩.৩৩	২৮৭.৪৪	২৫২.৯৯	২৮৭.০৬	২০৭.০২	২৭৩.৮১	২২৯.৮০	৩২.০০	১৭০.৭১	২২৯.৭১
৮.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১২.৩২	২২.৬৬	৮২.৭৮	৮৪.২৮	২৩.৫৮	৫৫.৬৪	৮৯.০১	১৩৭.৪৬	৭৮.৭০	৪০৫.২২	৩১৫.৫৯	১১৮.৮৪
৯.	ইআরডি	২৩.৬৫	২৩.৬১	৩২.৮১	২৮.১৭	৩৭.৫৮	৩৬.৯৭	৮১.৮৮	৪৪.৪৬	৫৩.৮১	৪৭.৯৯	৪৭.৩১	৪১.৬৬
১০.	পরিকল্পনা বিভাগ	১০.৪৩	১১.৬১	৩৩.৪৬	২০.৫৯	২৭.৫৬	৪৭.৮৩	৪৫.৮৩	৯০.১৪	২৫.৭৭	৭৯.৩৯	২৭.৭৭	৩৮.২২
১১.	আইএমইডি	৩৬.০০	৮১.০১	১০১.৯০	২১৫.৩৫	৬০.২১	১০৪.৫৩	১৫২.৫৬	১২৪.৮৩	১৫৫.৭৪	১৩৬.৮৯	১৯৩.৪৬	১২৩.৮৬
১২.	দুর্নীতি দমন কমিশন	১.২০	১.৮৪	০.১০	৩.৩০	৫.৪১	৪,৫১২.৯০	৯.৭২	১১.২১	২২.৮২	১১.০০	৬.১৯	৪১৬.৮৮
১৩.	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	৮.৭১	৭.২৯	৭.৮১	২৬.২০	২১.৫১	২৬.৪১	৯.৮৯	-	-	-	-	১৫.৪০
১৪.	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৪.৬৫	০.৮০	৪.৩৫	৫.১৪	৮.৮৬	-	-	-	-	-	১.৫৪	৪.২২
১৫.	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	২৮.৬০	৪.০০	৩.৫৮	-	১৫.৬৭	-	-	-	-	০.৫০	০.৫৫	৮.৮২
১৬.	কার্যক্রম বিভাগ	৭.০০	৭.৯২	৮.০০	-	১৫.০৭	৭.৪৮	১৭.৪৭	-	-	-	-	১০.৪৯
১৭.	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	-	-	-	০.৬৭	৩.১৮	৩.২৫	-	-	-	-	২.৩৭
১৮.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১১৫.৯৩	১১৫.৯৩

উৎস: সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি



কোটি টাকা

লেখচিত্র ৫.২: মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক ২০১৩-১৪ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দের বার্ষিক গড়

সারণি ৫.১০ তে বর্ণিত সেক্টরভিত্তিক ২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪ সময়কালে ৩(তিন) বছরের এডিপি বরাদ্দের তথ্যাদি হতে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ বরাদ্দ গ্রহীতা সেক্টর হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ, যা যথাক্রমে ২৭.৮৭%, ২৮.৭২% এবং ২৮.৩০%। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টর, উক্ত সময়ে এ সেক্টরের প্রাপ্ত বরাদ্দ মোট সেক্টরভিত্তিক বরাদ্দের যথাক্রমে ২১.২১%, ১৭.৬৪% এবং ১৬.৯৫%। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের কার্যক্রম উন্নয়নধর্মী না হওয়ায় এ সেক্টরে প্রকল্পের আধিক্য নেই। ফলে এ সেক্টরে ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ আরএডিপির সেক্টরভিত্তিক বরাদ্দের যথাক্রমে ১.১৫%, ১.০৬% এবং ১.০৯%।

সারণি ৫.১০: সেক্টরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪)

কোটি টাকা

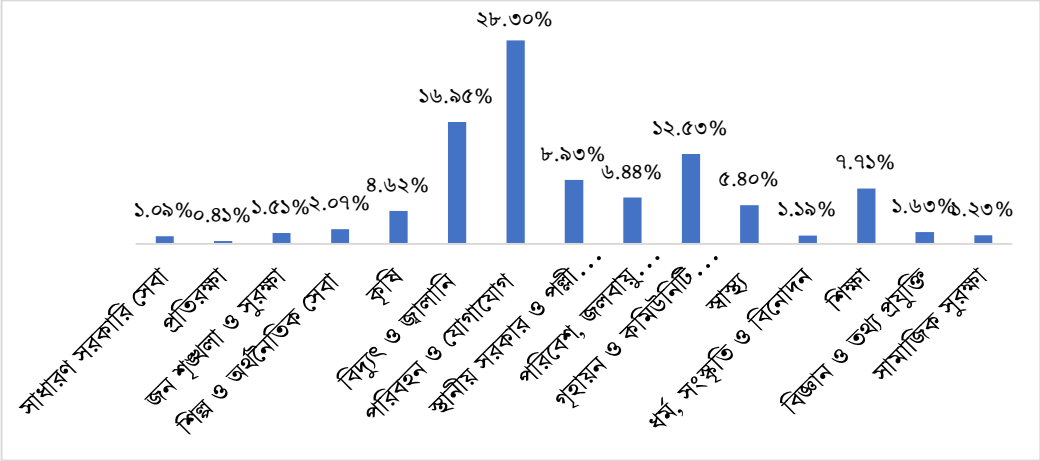
ক্রমিক	সেক্টর	২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪	
		বরাদ্দ	সেক্টর বরাদ্দের %	বরাদ্দ	সেক্টর বরাদ্দের %	বরাদ্দ	সেক্টর বরাদ্দের %
১.	সাধারণ সরকারি সেবা	২,৩৪৬.৪৯	১.১৫	২,৩৩৪.৪২	১.০৬	২,৪৪২.৭৫	১.০৯
২.	প্রতিরক্ষা	৯৯৮.১১	০.৪৯	১,২৮৭.৩৫	০.৫৮	৯২০.০২	০.৪১
৩.	জন শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা	৩,৪৭৮.০৫	১.৭১	২,৫১৫.৭৪	১.১৪	৩,৩৭৬.৯২	১.৫১
৪.	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	৪,৫৩৭.৮৪	২.২৩	৪,৬৮৮.৫১	২.১৩	৪,৬৩০.৪৩	২.০৭
৫.	কৃষি	৭,২৭৯.৪৮	৩.৫৮	৯,৩৯৩.৯৭	৪.২৬	১০,৩১৭.৭৬	৪.৬২
৬.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৩৯,২১৪.০৯	১৯.২৮	৩৮,৩১৬.৫৯	১৭.৩৭	৩৭,৮৯৬.৭৩	১৬.৯৫
৭.	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৫,৮২৭.৩৬	২৭.৪৫	৬১,৮১০.২১	২৮.০২	৬৩,২৬৩.৩১	২৮.৩০
৮.	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৫,৫২০.২৯	৭.৬৩	২০,৩০৭.১৭	৯.২১	১৯,৯৬৯.৭১	৮.৯৩

সারণি ৫.১০: সেক্টরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪)

কোটি টাকা

ক্রমিক	সেক্টর	২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪	
		বরাদ্দ	সেক্টর বরাদ্দের %	বরাদ্দ	সেক্টর বরাদ্দের %	বরাদ্দ	সেক্টর বরাদ্দের %
৯.	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ	৯,০৮৪.৯৮	৪.৪৭	১২,৫৯৯.৯৬	৫.৭১	১৪,৩৯১.০০	৬.৪৪
১০.	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৩,৬৪৮.৫১	১১.৬৩	২৫,৯৩৮.৫৩	১১.৭৬	২৮,০০২.১৫	১২.৫৩
১১.	স্বাস্থ্য	১৩,৭৯৭.২৬	৬.৭৮	১২,৭৪৫.৩৩	৫.৭৮	১২,০৬৬.৭৬	৫.৪০
১২.	ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন	২,৬৬০.৩৩	১.৩১	৪,২৭০.৬৬	১.৯৪	২,৬৫৪.০১	১.১৯
১৩.	শিক্ষা	২০,৮২৪.৪৬	১০.২৪	১৮,৪৩১.৩৬	৮.৩৬	১৭,২২৯.৯১	৭.৭১
১৪.	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	২,৩৩৮.৮৭	১.১৫	২,৩৪৩.৮৫	১.০৬	৩,৬৩৭.১২	১.৬৩
১৫.	সামাজিক সুরক্ষা	১,৮০৭.৫২	০.৮৯	৩,৬০৪.৮১	১.৬৩	২,৭৫৪.৪৫	১.২৩
	মোট সেক্টর বরাদ্দ	**২০৩,৩৬৩.৬৪**	১০০.০০	**২২০,৫৮৮.৪৬**	১০০.০০	**২২৩,৫৫৩.০৩**	১০০.০০

উৎস: সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪



লেখচিত্র ৫.৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে সেক্টরভিত্তিক বরাদ্দের শতকরা হার

৫.১.৩ এডিপি বরাদ্দ ব্যয় পরিস্থিতি

২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ব্যয় অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২০-২১ বছরের আরএডিপিতে মোট ২০৯,২৭১.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে মোট ১৭১,৮৩৫.৭৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৮২.১১%। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে উক্ত সময়ে ব্যয়ের পরিমাণ কম হয়েছে, যা পূর্ববর্তী ৪(চার) বছরের গড় বার্ষিক অগ্রগতি (৮৯.২৫%)-এর চেয়ে ৭.১৪% কম। উক্ত বছরে ১৭টি সেক্টরের ব্যয় অগ্রগতির চিত্র ভিন্ন ভিন্ন এবং তা সর্বনিম্ন ৩৫.৩২% হতে সর্বোচ্চ ১০৩.৯৭%-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে। পক্ষান্তরে উক্ত ২০২০-২১ বছরে জনপ্রশাসন সেক্টরে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট আরএডিপি বরাদ্দের ৭১.০৯%, যা জাতীয় গড় অগ্রগতির চেয়ে ১১.০২% কম।

২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ২১৯,৬০২.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২০৩,৬৪৮.৪৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯২.৭৪%। উক্ত বছরে এডিপিভুক্ত ১৫টি সেক্টরের মধ্যে ১০টি সেক্টরের মোট আর্থিক অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতির (৯২.৭৪%) এর সমান বা তদূর্ধ্ব। সেক্টরভিত্তিক সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৬৮% হতে ১০১.১০% -এর মধ্যে বিস্তৃত ছিল। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট আরএডিপি বরাদ্দের প্রায় ৮৪.৮০%, যা উক্ত সময়ের জাতীয় গড় অগ্রগতির চেয়ে ৭.৯৪% কম। উক্ত ২০২০-২১

এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দের অগ্রগতি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে একদিকে যেমন বরাদ্দ কম অন্যদিকে তেমনি ব্যয়ের হারও কম। এক্ষেত্রে উন্নত দেশের উপযোগী সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর গড়ে তোলার লক্ষ্যে একদিকে এ সেক্টরে সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে অন্যদিকে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে দক্ষতা অর্জনসহ সক্ষমতা উন্নয়নে জোর দিতে হবে।

৫.১.৪ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ ও আরএডিপি বরাদ্দের তুলনা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে প্রায় ৪ (চার) বছরে (২০২০-২১ হতে ২০২৩-২৪) মোট প্রাক্কলিত আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৫১,৭২০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে এ সেক্টরে উক্ত সময়কালে আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে ১০,৫০১.১৮ কোটি টাকা, যা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রদত্ত বরাদ্দের ২০.৩০%। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয় এবং বিভাগভিত্তিক ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং আরএডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র **সারণি ৫.১১** তে বর্ণিত হয়েছে। প্রদত্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের ক্ষেত্রে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় আরএডিপি বরাদ্দ কম। তবে ৩(তিন) টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দের চেয়ে আরএডিপি বরাদ্দ বেশি পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ অনেকাংশে প্রকল্পের সংখ্যা এবং আকারের ওপর নির্ভরশীল। প্রকল্পের সংখ্যা যত বেশি এবং আকার যত বড় হবে স্বভাবতই এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণও তত বেশি হবে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পগুলোর আকার যেমন ছোট তেমনি প্রকল্পের সংখ্যা অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় কম।

সারণি ৫.১১: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আরএডিপি বরাদ্দের তুলনা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ (কোটি টাকা)					আরএডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)					৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দের তুলনায় এডিপি বরাদ্দ (%)
২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	মোট	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	মোট	
৯,৬১০.০০	১২,০৬০.০০	১৩,৯২০.০০	১৬,১৩০.০০	**৫১,৭২০.০০**	৩,৩৭৭.৫২	২,৩৪৬.৪৯	২,৩৩৪.৪২	২,৪৪২.৭৫	**১০,৫০১.১৮**	**২০.৩০%**

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০২০-২১, ২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪

সারণি ৫.১২: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আরএডিপি বরাদ্দের তুলনা

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (কোটি টাকা)					আরএডিপি (কোটি টাকা)					৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দের তুলনায় এডিপি বরাদ্দ (%)
		২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	মোট	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	মোট	
১.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩,৯৩০.০০	৫৯০.০০	৫,৮৭০.০০	৬,৮৫০.০০	২১,৭৪০.০০	৩৯৭.৮৬	১১৩.১৩	১৬.৪০	১১.৫৭	৫৩৮.৯৬	২.৪৮
২.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২০.০০	২০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১০০.০০	৩৬.৩৩	৪৪.৪৯	২৬.৯৮	১.৭৯	১০৯.৫৯	১০৯.৫৯
৩.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৭৫০.০০	৯২০.০০	১,০৬০.০০	১,২৪০.০০	৩,৯৭০.০০	৭৮৯.৯৯	৭৬৮.২৮	৭৪৮.৬৯	৬০০.৯১	২৯০৭.৮৭	৭৩.২৫
৪.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২৪০.০০	২৯০.০০	৩৪০.০০	৩৯০.০০	১,২৬০.০০	১৪৩.১৪	৪০৫.৮৫	১৩৯.১১	২০৮.৮৫	৮৯৬.৯৫	৭১.১৯
৫.	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	৩০.০০	৩০.০০	৪০.০০	৪০.০০	১৪০.০০	১৩.৭০	২১.২০	৩০.০০	৪৪.১৬	১০৯.০৬	৭৭.৯০
৬.	অর্থ বিভাগ	১,৫৪০.০০	১,৮৯০.০০	১৮০.০০	২,৫৪০.০০	৮,১৫০.০০	৩৯৪.২৫	৩৭৭.৬০	৬৪২.২৩	৬৯৬.৪২	২১১০.৫০	২৫.৯০
৭.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৮০.০০	১০০.০০	১২০.০০	১৪০.০০	৪৪০.০০	২৭৩.৮১	২২৯.৮০	৩২.০০	১৭০.৭১	৭০৬.৩২	১৬০.৫৩
৮.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১,৮৯০.০০	২,৩৩০.০০	২,৬৮০.০০	৩,২৩০.০০	১০,০৩০.০০	১৩৭.৪৬	৭৮.৭০	৪০৫.২২	৩১৫.৫৯	৯৩৬.৯৭	৯.৩৪
৯.	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৪০.০০	৫০.০০	৬০.০০	৭০.০০	২২০.০০	৪৪.৪৬	৫৩.৮১	৪৭.৯৯	৪৭.৩১	১৯৩.৫৭	৮৭.৯৯
১০.	পরিকল্পনা বিভাগ	৩৭০.০০	৪৬০.০০	৫৩০.০০	৬২০.০০	১,৯৮০.০০	৯০.১৪	২৫.৭৭	৭৯.৩৯	২৭.৭৭	২২৩.০৭	১১.২৭
১১.	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৮০.০০	১০০.০০	১১০.০০	১৩০.০০	৪২০.০০	১২৪.৮৩	১৫৫.৭৪	১৩৬.৮৯	১৯৩.৪৬	৬১০.৯২	১৪৫.৪৬

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০২০-২১, ২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪

সারণি ৫.১১ হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে এডিপি বরাদ্দের যে প্রাক্কলন দেওয়া হয়েছে প্রকৃত এডিপি বরাদ্দ তার তুলনায় অনেক কম।

৫.১.৫ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে উন্নয়ন বিনিয়োগ পর্যালোচনা

- সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বছরভিত্তিক ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দের প্রাক্কলনে একটি উর্ধ্বমুখী গতিধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২১ অর্থ বছরে এ সেক্টরে বরাদ্দের প্রাক্কলন হচ্ছে চলতি বাজার মূল্যে ৯৬.১ বিলিয়ন টাকা, যা ২০২৫ অর্থ বছরের জন্য ১৯২.৯ বিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পাঁচ বছরে প্রবৃদ্ধি ১৯.৩৬%। পক্ষান্তরে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর সময়কালে বাস্তবায়িত এডিপির চিত্র হতে দেখা যায় যে, এ সময়ে বার্ষিক গড় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.২৫%। বরাদ্দ বৃদ্ধির এ নিম্ন হারের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২০-২১ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত এ সেক্টরে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
- সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আধিক্য তুলনামূলকভাবে বেশি। ২০১২-১৩ হতে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহে এ সেক্টরের মোট ৭৬১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৩৯৩টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৩৬৮টি এবং মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩১,১৮৫.০২ কোটি টাকা; তার মধ্যে জিওবি মোট বরাদ্দের ৫৪.৫৭% এবং প্রকল্প সহায়তা ৪৫.৪৩%।
- ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন অভীষ্ট পূরণকল্পে প্রতিষ্ঠান এবং গভর্ন্যান্স এর উন্নয়ন অত্যাবশ্যকীয়। কাজেই উন্নত দেশের উপযোগী সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ সেক্টরে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
- এডিপি বরাদ্দ সাধারণত উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। প্রকল্পের সংখ্যা বেশি হলে বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে যায়।
- ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে প্রদত্ত এডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত এডিপি বরাদ্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত আরএডিপি বরাদ্দ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রদত্ত বরাদ্দের তুলনায় অনেক কম, প্রায় ২০.৩০%।

৫.২ অর্থায়ন

৫.২.১ উন্নয়ন বাজেট অর্থায়ন

বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেট তথা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের ইতিহাস দীর্ঘ। স্বাধীনতার পর হতেই যুদ্ধবিধ্বস্ত এদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ আজ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সূচকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তদভিত্তিতে বাস্তবায়িত উন্নয়ন বাজেট এ সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে বিভিন্ন উৎস হতে অর্থের সংস্থান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উৎসগুলো হচ্ছে:

ক. বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন
খ. বৈদেশিক অর্থনৈতিক সহায়তা (ঋণ, অনুদান এবং পণ্য সাহায্য)
গ. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন।

তবে বৈদেশিক অর্থায়নের ওপর এডিপি বাস্তবায়নের নির্ভরশীলতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এ অধ্যায়ের ৪.১.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চলতি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে তার ৫% দেশের বাইরের উৎস হতে নির্বাহ করা হবে। অর্থাৎ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৯৫% অর্থায়ন আসবে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস হতে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১,৫৮৮ টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ২৫৪,৩৯১.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে; তন্মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ও প্রকল্প অনুদান এবং ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে ১৬৯,৭০২.১৬ কোটি টাকা (৬৬.৭১%) ও ৮৪,৬৮৯.৪৮ কোটি টাকা (৩৩.২৯%)। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এডিপি বাস্তবায়নে প্রকল্প অনুদান এবং ঋণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৫.২.২ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের এডিপি অর্থায়ন

৫.২.২.১ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎসের অর্থায়ন গতিধারা পর্যালোচনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পসমূহ মূলত: সরকারি এবং বৈদেশিক অর্থায়নের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। ২০১২-১৩ হতে ২০২২-২৩ বছরের আরএডিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে , উক্ত সময়ে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে ২৮৭৪২.২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে সরকারের নিজস্ব ও বৈদেশিক অর্থায়নের হার যথাক্রমে ৪৯.৩১% এবং ৫০.৬৯%। অর্থাৎ এ সেক্টরে সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি বৈদেশিক অর্থায়নেরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হতে পারে এ সেক্টরে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আধিক্য। উল্লিখিত সময়কালের আরএডিপিতে মোট ৭১৪টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল; তন্মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬৪ এবং ৩৫০। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহের সিংহভাগ অর্থায়ন মূলতঃ বৈদেশিক উৎস থেকে হয়ে থাকে। ২০২৩-২৪ সালের আরএডিপিতে এ সেক্টরের ৪৭টি প্রকল্পের জন্য মোট ২,৪৪২.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে জিওবি খাতের ১,২২৬.২৬ কোটি টাকা (৫০.২১%) এবং প্রকল্প ঋণ ও অনুদান বাবদ ১,২১৬.৪৯ কোটি টাকা (৪৯.৭৯%) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (**সারণি ৫.১৩**)।

সারণি ৫.১৩: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে ২০২৩-২৪ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩-২৪ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ		
			মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান
১.	বিনিয়োগ	২৯	২,০৫৭.২৮	১,১০১.৭০	৯৫৫.৫৮
২.	কারিগরি	১৮	৩৮৫.৪৭	১২৪.৫৬	২৬০.৯১
মোট		**৪৭**	**২,৪৪২.৭৫**	**১,২২৬.২৬**	**১,২১৬.৪৯**

উৎস: ২০২৩-২৪ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১২-১৩ হতে ২০২৩-২৪ বছরের আরএডিপিসমূহ পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে বৈদেশিক সহায়তা অর্থাৎ প্রকল্প ঋণ ও অনুদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৫.২.২.২ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের অর্থায়ন

উক্ত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানে মোট ৩২টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬,৩৭৩.৮০ কোটি টাকা; যার মধ্যে জিওবি অর্থায়নের পরিমাণ ৩,৭০১.৪০ কোটি টাকা (৫৮.০৭%) এবং প্রকল্প ঋণ ও অনুদান অর্থাৎ বৈদেশিক উৎস হতে সংস্থানের জন্য ২,৬৭২.৪০ কোটি টাকা (৪১.৯৩%) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে এ প্রকল্প তালিকাটি প্রাথমিক এবং চলমান দলিল (Living Document)। পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং সময়ের প্রয়োজনে এ তালিকায় আরো নতুন নতুন প্রকল্পও যুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বিত অর্থায়ন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হবে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় উৎসসহ সম্ভাব্য সকল উৎস হতে অর্থ

সংগ্রহ এবং তা স্বচ্ছতার সাথে কার্যকরভাবে ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। বাংলাদেশ ইউএনডিপি'র সহায়তায় একটি জাতীয় সমন্বিত অর্থায়ন কাঠামো (Integrated National Financing Framework, INFF) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু এসডিজি বাস্তবায়ন বৃদ্ধিকল্পে একটি জাতীয় সমন্বিত অর্থায়ন কাঠামোও (Integrated National Financing Framework for Acclerating Achievment of SDG in Bangladesh) প্রণীত হয়েছে। ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় থেকে উত্তরণের পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে সরকারি, বেসরকারি, দেশের অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক সম্ভাব্য সকল উৎসের সম্পদ কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন সংগ্রহের ক্ষেত্রে গভর্ন্যান্সের উন্নতি, আর্থিক খাত সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে। যে সকল উন্নয়ন সহযোগী দেশ বা সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করে তাদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ ও সংলাপের আয়োজন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দেশ ও সংস্থা হচ্ছে ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংক, ডেনমার্ক, জার্মানী, এডিবি, জাইকা প্রভৃতি।

৫.২.২.৩ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতায় বেশ কিছু স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা কর্পোরেশন রয়েছে। যেমন ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন প্রভৃতি। এ সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় থেকে উদ্বৃত্ত অর্থে সরকারের সাথে অংশীদারিত্বে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বর্ণিত তালিকাভুক্ত প্রকল্পে যদিও এ ধরনের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর সুযোগ কম তবে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশন এবং সরকারি অর্থায়নের অংশীদারিত্বে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ এবং সম্ভাবনা দুটিই বিদ্যমান আছে।

৫.২.৩ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা

বেসরকারি খাত হচ্ছে প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি। বেসরকারি খাতে পরিচালিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম, প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রাজস্ব যোগানে সহায়তা করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি খাত সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, বীমা ও পুঁজিবাজারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিষেবার অন্যতম যোগানদাতা। অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে, যা অর্থনীতির জন্য ভালো ফল বয়ে আনতে পারে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বেসরকারি খাত যোগান দিবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত 'SDG Needs Assessment and Financing Strategy: Bangladesh Perspective' শীর্ষক সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জন্য বার্ষিক ভিত্তিতে যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার প্রায় ৪২% আসবে বেসরকারি খাত থেকে।

অন্যদিকে অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের উন্নতির মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরি এবং প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে সহায়তা করতে পারে। ফলে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এবং পুঁজি গঠনে সহায়তা করবে। ফলে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাবে এবং সরকার ভৌত অবকাঠামোসহ সামাজিক খাতে অধিক হারে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হবে। ফলশ্রুতিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে সরকারি-বেসরকারি খাতের সঞ্চয় বৃদ্ধি, বেসরকারি খাতের আয় প্রবৃদ্ধি এবং বর্ধিত হারে বেসরকারি বিনিয়োগ। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ জিডিপির অংশ হিসেবে ২০১৯ অর্থ বছরের ৩১.৫৭% হতে ৩৬.৫৯% তে উন্নীত

করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির অংশ হিসেবে ২০১৯ অর্থ বছরের ২৩.৫৪% হতে ২৭.৩৫% তে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

৫.২.৪ বিনিয়োগ ও অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ

বিনিয়োগ ও অর্থায়নের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. **অর্থায়নের নিশ্চয়তা**: সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য উৎস নির্বিচারে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের নিশ্চয়তা বিধান একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কোনো একটি সেক্টরের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত করণীয় (action) সম্পাদনার্থে বিনিয়োগ তথা অর্থের প্রয়োজন। সরকারি খাতের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সেক্টরভিত্তিক বরাদ্দ এবং অগ্রাধিকার সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং অর্থায়নের প্রবাহ চলমান রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেসরকারি খাতকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে উৎসাহ, প্রণোদনা এবং বিনিয়োগ নিশ্চয়তা প্রদান জরুরি।

২. **বার্ষিক রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি:** অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ সরকারি সেবার বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য রাজস্ব নীতি সংস্কার করে প্রত্যক্ষ কর ও মূল্য সংযোজন কর বৃদ্ধি একটি চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে সরকারের সময়মতো সঠিক ও সাহসী পদক্ষেপ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হবে।

৩. **প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং লালন:** উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সুসমন্বিত আর্থিক নীতিমালা প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। প্রবৃদ্ধির ফলে সঞ্চিতি বৃদ্ধি পায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে (automatically) বিনিয়োগে আগ্রহী হয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

৪. **আমদানি রপ্তানি নীতির ভারসাম্য:** রপ্তানি বৃদ্ধি এবং আমদানি হ্রাস সঞ্চিতির মূল মন্ত্র। এক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদনকে গুরুত্ব দিয়ে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' নীতির বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় আমদানি পরিহার করে রপ্তানি পণ্যের নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করা এবং পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে।

৫. **বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ:** রেমিটেন্সসহ অন্যান্য বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার উদারীকরণ। বিনিময় হার ব্যবস্থা উদারীকরণের ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

৫.৩ কৌশল বাস্তবায়ন (Strategy Implementation)

৫.৩.১ কৌশলগত বাস্তবায়নের বিষয়সমূহ

যে কোনো পরিকল্পনা বা কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্ভর করে প্রধানত কৌশলগত বাস্তবায়নের ওপর। কৌশলগত বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয়সমূহ নিম্নে (**চিত্র ৫.২**) বর্ণিত হলো:

১. **কৌশলগত নেতৃত্ব (Exerting Strategic Leadership):** প্রতিষ্ঠানের দক্ষ, সৎ, নির্ভরযোগ্য এবং পরিশ্রমী নেতৃত্ব বাস্তবায়ন ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করে তোলে। সুতরাং যে কোনো পরিকল্পনা, কৌশলপত্র বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রধানত নির্ভর করে নেতৃত্বের দক্ষতা ও গুণাবলীর ওপর। কাজেই, কর্মসূচি পরিচালনা বা নেতৃত্ব নিয়োগে কৌশলী হওয়া প্রয়োজন।

২. **সক্ষম সংগঠন গড়ে তোলা (Building Capable Organization):** উপযুক্ত মানবসম্পদ, মৌলিক সক্ষমতা ও তুলনামূলকভাবে অধিক যোগ্যতা এবং সংগঠন ও কাজের নমনীয় কাঠামো উত্তম বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে কোনো পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিনির্মাণ বাস্তবায়ন কৌশলের মধ্যে অন্যতম।

৩. **সম্পদ সুবিন্যস্তকরণ (Marshalling Resources):** বাজেট বরাদ্দের প্রতুলতা এবং ঐ বাজেট যথাস্থানে বিন্যস্ত করে সাংগঠনিক ও কৌশলগত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের সহায়ক। যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন অর্থ। কর্মসূচি, প্রকল্প বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চাহিদামাফিক সময়মতো এবং প্রয়োজনীয় অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

৪. **নীতি ও পদ্ধতি সহায়ক কৌশল অবলম্বন (Instituting Strategy Facilitating Policies and Procedures):** যুগোপযোগী ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নীতি এবং নীতি পরিচালন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ। আর এ জন্য নীতি ও পদ্ধতি সহায়ক কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

৫. **সেরা অনুশীলন ও অবিরাম উন্নয়ন ধারা বজায় রাখা (Adopting Best Practices and Continous Improvement):** কঠোর অধ্যবসায় এবং পলিসি উন্নয়নের পদক্ষেপ প্রতিনিয়ত অনুশীলন জরুরি। যথাযথ বাস্তবায়নে 'উত্তম চর্চা' অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। একই সাথে বাস্তবায়নে প্রতিনিয়ত উন্নতির সম্ভাবনাকে ধারণ করে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৬. **তথ্য ও কার্যসম্পাদন সিস্টেম প্রতিষ্ঠা (Installing Information and Operating System):** সঠিক তথ্য প্রবাহ এবং সিস্টেমের গ্রহণযোগ্যতা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সহায়ক। সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা এবং তার যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সহায়ক।



চিত্র ৫.১: কৌশল বাস্তবায়নের কর্মকাণ্ড

উৎস: কৌশলগত ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৌশল বাস্তবায়ন

৭. **প্রেষণামূলক পুরস্কার ও প্রণোদনা ব্যবস্থাপনা নকশাকরণ (Designing Rewards and Incentive System):** প্রণোদনা এবং পুরস্কার কাজের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করে। ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠানের

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক ভিত্তিতে প্রণোদনা ও পুরস্কার প্রদান কর্ম সম্পাদনের একটি আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত উত্তম অনুশীলন। তবে তার জন্য প্রয়োজন প্রণোদনা ও পুরস্কার প্রদান কর্মসূচির যথাযথ ডিজাইন।

৮. **কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা (Establishing Corporate Culture):** কর্পোরেট সংস্কৃতির ওপর কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। কাজেই পরিবেশ, পারস্পরিক পরামর্শ ও মত বিনিময় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে যেমন কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে, তেমনি তা যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সহায়ক হয়। উত্তম কর্পোরেট সংস্কৃতি কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং পরিণামে লক্ষ্য অনুযায়ী ফলাফল পেতে সহায়তা করে।

৯. **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার নকশা তৈরি ও বাস্তবায়ন (Designing and Applying Control System):** যে কোনো ব্যবস্থাপনার মূলমন্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং তার সঠিক প্রয়োগ। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ভবিষ্যতের ভুল ত্রুটি পরিহার এবং তা সংশোধনে সহায়তা করে। এটি পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা নির্দেশ করে লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

৫.৩.২ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা

৫.৩.২.১ সক্ষমতা বৃদ্ধি

সক্ষমতা বৃদ্ধি নির্ভর করে প্রধানত প্রশিক্ষণ, মেধার সঠিক প্রয়োগ ও নিরলস অধ্যবসায়ের ওপর। সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে সকল প্রকার সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। পাশাপাশি সম্পদের সর্বোচ্চ এবং যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে 'প্রগতির চাকা' গতিশীল রাখা সম্ভব হয়। সাধারণত, পরিকল্পনা/কর্মসূচিতে উচ্চভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়ে থাকে। এ ধরনের লক্ষ্য অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। সক্ষমতা বিনির্মাণ একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যার অনেকগুলো ক্ষেত্র থাকতে পারে। সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

- উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- গবেষণায় সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

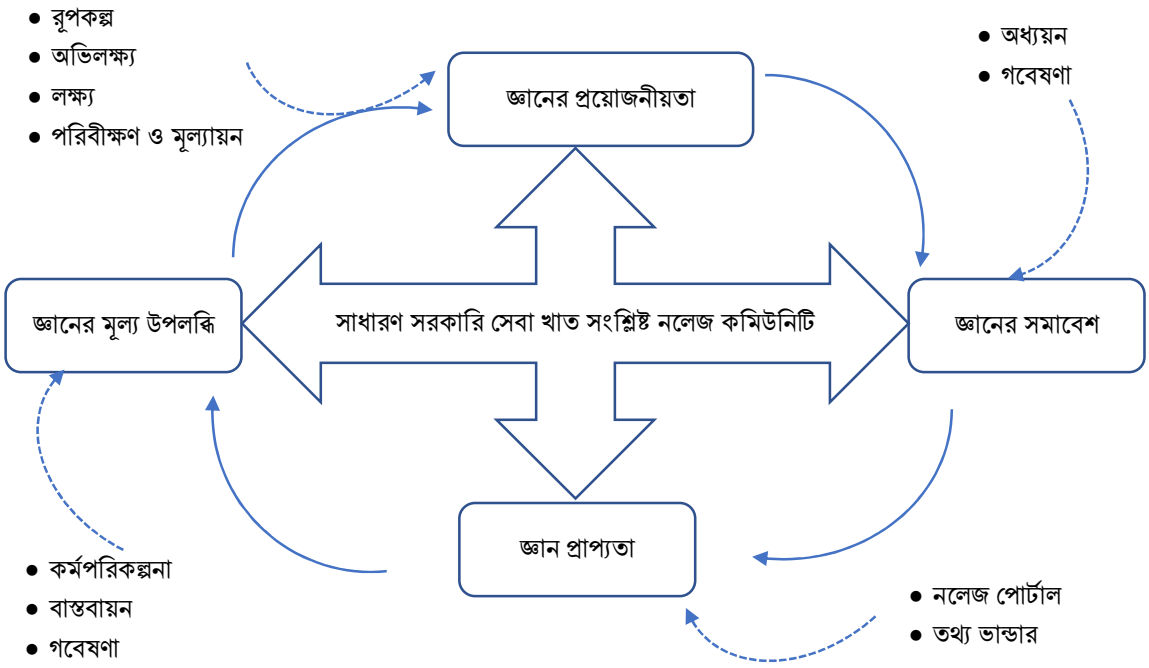
সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের বিকাশে ও উন্নয়নে বর্ণিত ৪টি কৌশলই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

৫.৩.২.২ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (Knowledge Management)

জ্ঞান ব্যবস্থাপনা নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ, জ্ঞানের সংরক্ষণ, বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। লব্ধ জ্ঞান কম্পিউটার সম্পর্কিত প্রযুক্তি বা অন্য কোনো প্রযুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত করা জ্ঞান ব্যবস্থাপনার মূলমন্ত্র। জ্ঞান ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান যাদের নিকট রয়েছে তাদের নিকট থেকে যাদের নেই তাদের নিকট বিতরণ করা। তথ্য প্রযুক্তির যুগে জ্ঞানই হলো প্রধান স্থায়ী সম্পদ, যা আর্থিক সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর হচ্ছে এক গুচ্ছ বিষয় এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সুবিশাল এবং সুপরিসর সেক্টর। এ সেক্টরের পরিচালন এবং উন্নয়নে প্রতিনিয়ত কৌশল, চিন্তাধারা এবং পদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নতি হচ্ছে। কাজেই, এ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান এবং নতুন করে লব্ধ জ্ঞানের ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের জ্ঞান ব্যবস্থাপনায় কৌশলের লক্ষ্য হবে এ সেক্টরের জন্য নির্ধারিত

রূপকল্প অর্জনে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান আহরণ, বিকাশ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, মানোন্নয়ন ও হালনাগাদকরণ। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপকৌশলগুলো হচ্ছে (**চিত্র ৫.৩**):

- জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ (Investigating Knowledge Needs);
- জ্ঞান আহরণ ও সমাবেশ (Knowledge Acquisition & Accumulation);
- জ্ঞান এবং তথ্যাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা (Avaiavility of Knowlwdge and Data); এবং
- জ্ঞানের মূল্য উপলব্ধি এবং ব্যবহার (Realization the Value of Knowledge and Application)।



চিত্র ৫.২: জ্ঞান এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল

সূত্র: বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০

৫.৩.৩ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও সমন্বয়

৫.৩.৩.১ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ভূমিকা

যে কোনো পরিকল্পনা, নীতি বা কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নির্ভর করে বিদ্যমান শাসন কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সরকারের একগুচ্ছ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সম্পৃক্ততা রয়েছে। কাজেই এ পরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে আন্তঃমন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে যথাযথ সহযোগিতা (cooperation) ও সমন্বয় (coordination) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা (institutional arrangement) থাকা প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সংস্থান না থাকলে সমন্বয়হীনতা দেখা দিবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যাঘাত ঘটবে। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ এক্ষেত্রে সমন্বয় ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করতে পারে। যেহেতু এটি একটি নতুন পরিকল্পনা, সেহেতু এ পরিকল্পনা সম্পর্কে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা প্রয়োজন এবং একই সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাকে এ পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশল এবং কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবে। এ সেক্টরের আওতায়

গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি এ পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তার যথাযথ পরিবীক্ষণ অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলবে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আওতায় চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। যে কোনো নীতি, পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি থাকে। এ সকল চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তা দূরীকরণ বা মোকাবিলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে বাস্তবায়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়।

৫.৩.৩.২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার ভূমিকা

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে তাদেরকে সক্রিয় হতে হবে এবং স্ব -স্ব এখতিয়ারভুক্ত করণীয় বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের করণীয় সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

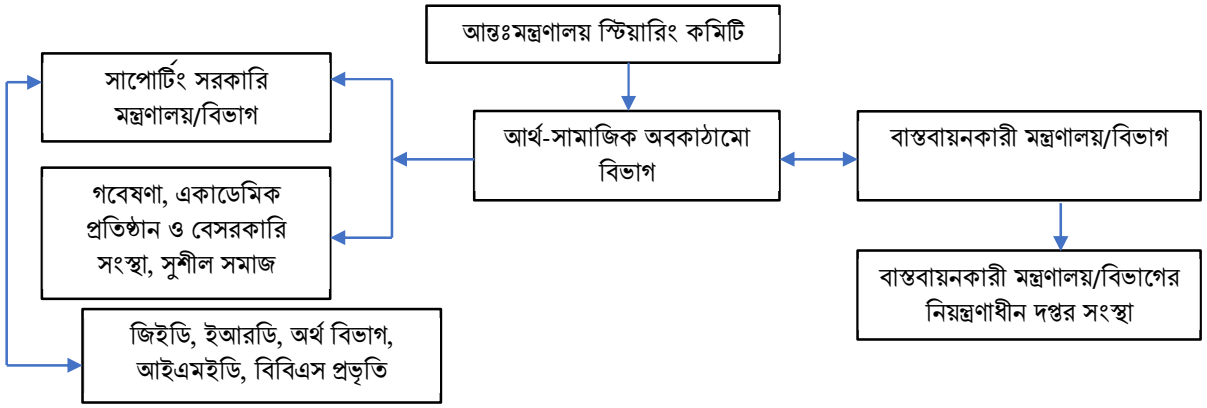
- নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর, সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানকে এ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করে সচেতন করে তোলা;
- এ পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সাথে সংগতি রেখে প্রকল্প, কর্মসূচি ও নীতিমালা গ্রহণ;
- কর্মপরিকল্পনাতে তালিকাভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান;
- এ পরিকল্পনা সময়ে সময়ে হালনাগাদ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং যথাযথ প্রকল্প গ্রহণের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা।

৫.৩.৩.৩ অন্যান্য অংশীজনদের ভূমিকা

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন গবেষণা ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা প্রভৃতির এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানকেও এ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও হালনাগাদকরণে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৫.৩.৩.৪ আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন, হালনাগাদকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এ কমিটির চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি পর্যায়ের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিকেও কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কমিটি বছরে ন্যূনতম একটি সভার আয়োজন করবে। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। এ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:



চিত্র ৫.৩: সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

ষষ্ঠ অধ্যায়

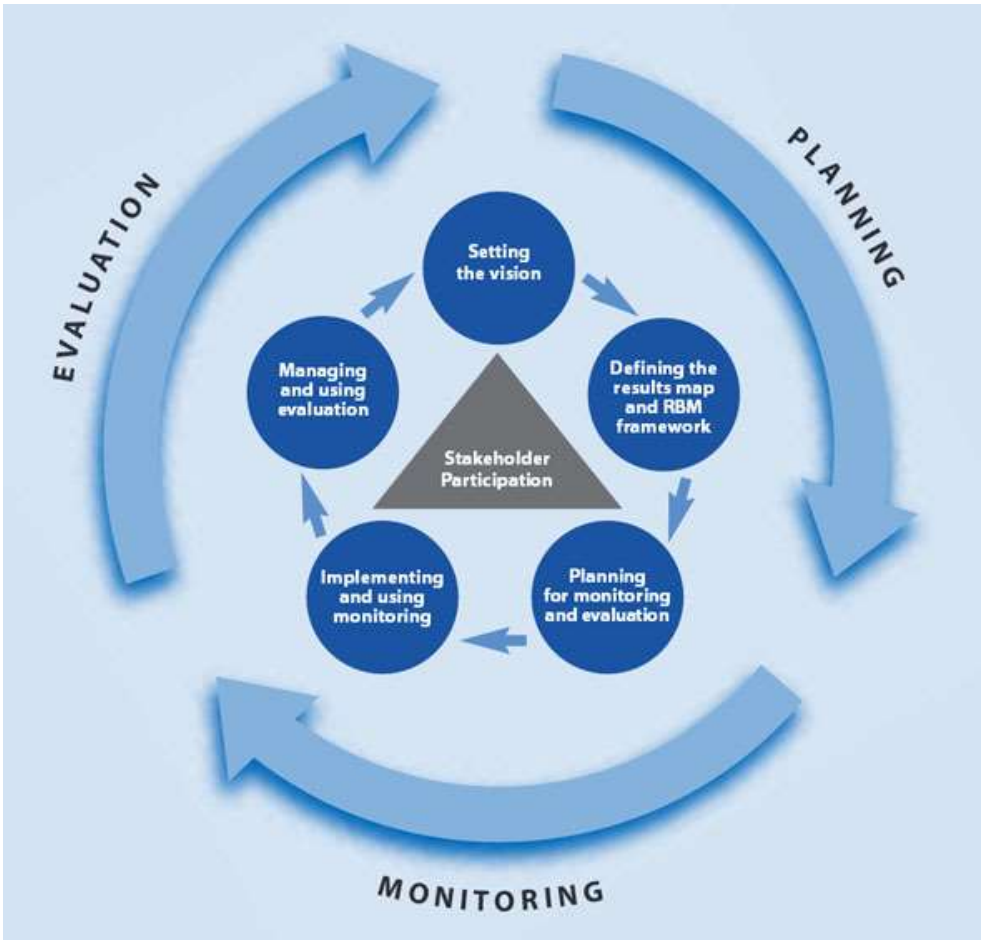
পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

৬.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে সরকারি পর্যায়ে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, কিছু কিছু প্রকল্প/কর্মসূচি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয় না। প্রকল্পের/কর্মসূচির বাস্তবায়ন যেন পরিকল্পনা মাফিক হয় এবং তা উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয় তার জন্য বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিবীক্ষণের প্রয়োজন হয়। পরিবীক্ষণের ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে প্রকল্পের/ কর্মসূচির সফলতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি পরিমাপ করে তা কর্মপরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা নির্ধারণ করা হয়। প্রয়োজনে বাস্তবায়ন গতি বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কাজেই প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্যদিকে মূল্যায়ন হলো একটি প্রকল্প/কর্মসূচির বা নীতির প্রাসঙ্গিকতা এবং উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা, প্রভাব ও পূর্ণতা নির্ধারণের লক্ষ্যে পদ্ধতিগত এবং উদ্দেশ্যমূলক বিচার-বিশ্লেষণ। এ জাতীয় মূল্যায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ফলাফলের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন সময়ের সাথে একটি কর্মসূচি/নীতি কীভাবে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করে এবং নির্বাচিত সূচকগুলোর অর্জন এবং ফলাফলের মূল্যায়ন করে।

পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন সরকারি অর্থ ব্যয়ের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা নিরূপণ করতে সহায়তা করে। জনসম্পদের দক্ষ পরিকল্পনার জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যয় এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যা রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসনকে উৎসাহিত করে। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা, নীতি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা এবং তা লক্ষ্য অর্জনের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে জানা যায়। তাই পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো নীতি, প্রকল্প, কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যকারিতা এবং ফলাফল পরিমাপ করা, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সহায়ক হয়। বাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত নীতি, কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের উন্নয়নে এ সেক্টরের জন্য প্রণীত কর্মসূচি, প্রকল্প, নীতিমালা এবং বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগ/কার্যক্রমের বাস্তবায়ন কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সম্প্রতি গতানুগতিক মূল্যায়নের পরিবর্তে ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রধানত পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। **চিত্র ৬.১** থেকে দেখা যায় যে, কোনো প্রকল্পের প্রথমেই ভিশন নির্ধারণ করা হয়। ভিশনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মিশন ও উদ্দেশ্যাবলী, যা একটি ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোতে (Result Based Monitoring and Evaluation, RBM&E) নির্ধারিত থাকে। সে অনুযায়ী প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপে পরিবীক্ষণের জন্য বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত সকল tool পর্যালোচনা করা হয়। সবশেষে প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত অঙ্গসমূহের অগ্রগতির ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়।



চিত্র ৬.১: Result Based Management Cycle

উৎস: Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results, UNDP, 2009

৬.২ ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার টেকসহিতা (Substainablility of RBM&E)

ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের টেকসহিতা নিম্নলিখিত উপাদানের ওপর নির্ভরশীল:

১. একটি কার্যকর RBM&E ব্যবস্থার জন্য সরকারি নীতিতে এর উপযোগিতা ও অকৃত্রিম চাহিদার প্রতিফলন থাকতে হবে।

২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন- এর জন্য ব্যবহৃত তথ্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে, তথ্য সংগ্রহে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে এবং এর বিতরণ ব্যবহার উপযোগী হতে হবে।

৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিতে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার সংস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সরকারকে RBM&E এর জন্য চাহিদা ও প্রণোদনা উভয়ই নিশ্চিত করতে হবে।

৬.৩ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রকল্প/কর্মসূচি নির্বাচন বা চলমান প্রকল্পের দুর্বলতা, সফলতা, প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনে প্রতিকূলতা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিত করে একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রদান করা হয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির দুর্বলতা প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের পথে অন্তরায় হয়। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারি প্রকল্প মূল্যায়ন/পরিবীক্ষণের জন্য আইএমইডি দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়াও, বাস্তবায়ন পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/ডিভিশন এবং সময়ে সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সাথে যুক্ত থাকে। জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জিইডি কর্তৃক সম্পাদিত হয়। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যকরভাবে সম্পাদন করতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ এবং তার থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. **সময় ও সম্পদের অভাব (Lack of Resource and Time):** পরিকল্পনা/প্রকল্প প্রণয়নকালে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় না। এছাড়া, এ প্রক্রিয়ায় যে সময় দেওয়া দরকার সময়ের স্বল্পতা বা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সে পরিমাণ সময় প্রদান করা হয় না। একটি প্রকল্প চলমান অবস্থায় তার পরিবীক্ষণের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থাসহ পরিবীক্ষণকালীন ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত যথেষ্ট বরাদ্দ প্রয়োজন। পরিবীক্ষণের জন্য যথেষ্ট দক্ষ এবং সহায়ক জনবল না থাকায় পরিবীক্ষণে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এজন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত দক্ষ জনবল বৃদ্ধি এবং যথেষ্ট বরাদ্দ আবশ্যক।

২. **ভুল তথ্য (Inaccurate Data):** তথ্য আবিষ্কার করা যায় না, এটি সংগ্রহ করতে হয়। শতভাগ সঠিক তথ্য সরবরাহ সম্ভব নয়। প্রযুক্তিগত ত্রুটি, যান্ত্রিক ত্রুটি, যথেষ্ট মনোযোগী না হওয়া এবং ভুল পথে অগ্রসর হয়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের অন্তরায়। স্টেকহোল্ডার সঠিকভাবে নির্বাচন করে পূর্বের ভুলগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সঠিকভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করলে অধিকতর সঠিক তথ্য প্রাপ্তি সম্ভব। উল্লেখ্য, মূল্যায়নে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণীত হয়। যদি তথ্য বা উপাত্তে ঘাটতি বা ভুল থাকে তার মাশুল সমগ্র সমাজকে বহন করতে হয়।

৩. **অকার্যকর কৌশল (Ineffective Strategies):** তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কিছু কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সাধ্যের মধ্যে থেকে কার্যকর, প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। এমন কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন যেন অংশীজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তথ্য প্রদানে উদ্বুদ্ধ হয়। স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রদান করলে সে তথ্যে ভুল থাকার আশঙ্কা কম থাকে। বিভ্রান্তিকর তথ্য সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন নয়।

৪. **মডেল ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার (Using Model Framework):** পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য যথাযথ মডেল ফ্রেমওয়ার্ক নির্বাচন করা প্রয়োজন। উন্নত বিশ্বের মডেলের সাথে আমাদের দেশের উন্নয়ন পরিবেশের পার্থক্য রয়েছে। তাই আমাদের পরিবেশের সাথে মানানসই মডেল প্রস্তুতপূর্বক তা সময়োপযোগী করে উপাত্ত সংগ্রহ করা সমীচীন। মডেল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা, চাহিদা, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদির সাথে কাস্টমাইজ করে তা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

৫. **স্টেকহোল্ডারদের কার্যকরভাবে জড়িত করা (Involving Stakeholder Effectively):** স্টেকহোল্ডারদের কার্যকর ভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারলে এ প্রক্রিয়ায় অর্থ ও সময় কম লাগে। কারণ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণে অপেক্ষাকৃত কম সময় প্রয়োজন হবে।

অংশীজনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং তাদেরকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে অবহিত করে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে উত্তম ফলাফল প্রাপ্তি সম্ভব।

৬. **নেতিবাচক ফলাফল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা (Informing Authority of Negative Result):** পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্মীদের নেতিবাচক ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা প্রয়োজন। এতে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায় এবং কাজে স্বচ্ছতা প্রকাশ পায়।

৭. **কারিগরি দক্ষতা (Technical Expertise):** একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কারিগরি দক্ষতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, অদক্ষ অথবা সীমিত কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীদের কারণে ৪৮% মূল্যায়ন অলাভজনক হয়েছে এবং ৬৯% প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে, যারা সঠিক এবং কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পারদর্শী।[৭] কোনো প্রকল্প/কর্মসূচির পরিবীক্ষণ বা মূল্যায়নের নিমিত্ত পরিবীক্ষণাধীন/মূল্যায়নাধীন প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং মূল্যায়নের জন্য কারিগরি দক্ষতা (উদাহরণস্বরূপ: স্থাপনা তৈরি সম্পর্কিত হলে- প্রকৌশলী, ঔষধ সম্পর্কিত হলে- ফার্মাসিস্ট ইত্যাদি) সম্পন্ন কর্মী নিয়োগ করা আবশ্যক। অন্যথায় পরিবীক্ষণ বা মূল্যায়নে ত্রুটি থেকে যাবে।

৮. **প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি/মনোভাব (Corporate Culture/Attitude):** পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানে এমন সংস্কৃতি ও মনোভাব গড়ে তুলতে হবে, যেন ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক বজায় থাকে এবং একে অপরের সাথে আলোচনাক্রমে ভুলত্রুটি/সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৯. **মনঃসংযোগের অভাব (Lack of Focus):** পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সাথে নিয়োজিত কর্মী যদি অন্যত্র কাজ করেন তাহলে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে মনঃসংযোগের অভাব হবে। ফলে এ প্রক্রিয়া সঠিক হবে না এবং সঠিক ফলাফলও পাওয়া যাবেনা। কর্মীর ঐকান্তিক ইচ্ছা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিষ্ঠা একত্রে কাজ করলে তবেই সুফল প্রাপ্তি সম্ভব।

এটি প্রণিধানযোগ্য যে, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাঁধা অতিক্রমপূর্বক সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্ভব।

৬.৪ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং

৬.৪.১ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর অর্থনীতির বৃহৎ সেক্টরগুলোর মধ্যে একটি। এ সেক্টরের সঙ্গে সরকারের এক গুচ্ছ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা সম্পৃক্ত রয়েছে। এ সেক্টরের কার্যক্রমসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের পরিসর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বিধায় জাতীয় পর্যায়ের বৃহৎ কোনো প্রতিষ্ঠানকে এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান বাস্তবসম্মত হবে। সামগ্রিক দিক বিবেচনায় পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন, যা এ প্রতিবেদনের পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগকে তথ্য উপাত্ত প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের কোনো একটি অনুবিভাগকে অথবা এ সেক্টর প্ল্যান প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগকে এ দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুবিভাগসহ এ বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রতিবেদনের ৫ম অধ্যায়ে

[৭] Humanaterian Global Review, March 2007 USA

বর্ণিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি উক্ত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

৬.৪.২ সাধারণত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের মেয়াদকালের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং মেয়াদান্তে সমাপ্তি মূল্যায়ন করা ফলপ্রসূ হবে। মূল্যায়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগসহ অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনের খসড়া মতামতের জন্য আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশ করা যেতে পারে। মধ্যবর্তী ও সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এবং অবহিতকরণের জন্য চূড়ান্ত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে (এনইসি) উপস্থাপন করা যেতে পারে। উক্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ও অংশীজনদের মধ্যে বিতরণ এবং প্রয়োজনে এর পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল অবহিতির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।

৬.৫ উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (Development Result Framework)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গতানুগতিক বাস্তব এবং আর্থিক মূল্যায়নের পরিবর্তে 'ফলাফল ভিত্তিক মূল্যায়ন' ধারণা ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথম প্রবর্তন করা হয়। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও এ ধারণাটি লালন করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যে যোগসূত্র এবং সামঞ্জস্যতা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এ পরিকল্পনাতেও ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উক্ত ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য একটি উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (**সারণি ৬.১**) প্রণয়ন করা হয়েছে, এ কাঠামোর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

- সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানে যে কৌশলগত উদ্দেশ্য, কৌশল ও কার্যক্রমসমূহের প্রস্তাব করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময় অন্তে তার অগ্রগতি ফলাফল পরিমাপের জন্য যথাযথ সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে;
- তথ্যের উৎস এবং তথ্য প্রদান ও সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ চিহ্নিত করা হয়েছে;
- উন্নয়ন ফলাফল সূচক (Development Result Indicator) নির্ধারণে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে বিবেচনা করা হয়েছে;
- ভিত্তি বছর হিসেবে সাধারণত তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের পূর্ববর্তী বছর ২০২৩ বিবেচনা করা হয়েছে এবং সমাপ্তি বছর ২০৩০ বিবেচনাপূর্বক বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- উন্নয়ন ফলাফল কাঠামোতে ১৬টি সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৭টি সামষ্টিক এবং ৯টি সেক্টরভিত্তিক। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে ১০৪টি উন্নয়ন ফলাফল সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তন্মধ্যে ৭টি উক্ত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের উন্নয়ন ফলাফল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংশ্লিষ্ট ৩টি সূচকও এ কাঠামোতে গৃহীত হয়েছে।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের গৃহীত প্রকল্প, কর্মসূচি, নীতি বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়নের জন্য প্রণীত উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (Development Result Framework) নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৬.১: উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (Development Result Framework)

ক্রমিক	অগ্রগতি সূচক	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	তথ্যের উৎস	ভিত্তি বছর (২০২৩)	বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা							মন্তব্য
					২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১.	সরকারি সেবা গ্রহণের সর্বশেষ অভিজ্ঞতার সন্তুষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত (%)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	বিবিএস	৩৯.৬৯ (২০১৮)	৫৫	৬০	৬৫	৭০	৭৫	৬৩	৯০	এসডিজি ১৬.৬.২
২.	প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক ন্যূনতম প্রশিক্ষণ প্রদান (কর্মঘণ্টা/বছর)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৬০	৬০	৬২	৬৪	৬৬	৬৬	৬৮	৭০	
৩.	তথ্য অধিকার অর্জনে সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশ্নের জবাবের সংখ্যা	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	১২,৮৫২ (২০১৯)	১২,০০০	১২,৫০০	১৩,০০০	১৩,৫০০	১৪,০০০	১৪,৫০০	১৫,০০০	এসডিজি ১৬.১০.২
৪.	কর জিডিপির অনুপাত (%)	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক	৯.৮	১০.০	১০.৬	১১.২	১১.৮	১২.৭	১৩.৩	১৪.০	
৫.	ই-ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (%)	বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি	বিপিপিএ	৮০	৮৫	৯০	৯৫	১০০	১০০	১০০	১০০	এসডিজি ১২.৭.১
৬.	জিডিপির হার হিসেবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (%)	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	০.৬	১.০	১.৩	১.৫	১.৮	২.০	২.৫	৩.০	
৭.	বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্তকরণে প্রয়োজনীয় সময় (মাস)	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	>২৪	২৪	২২	২০	১৮	১৬	১৪	১২	
৮.	নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহৃত ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	-	১০%	-	-	-	-	৩০%	-	
৯.	ব্যাংকিং খাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি (প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের অংশগ্রহণের হার)	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	বাংলাদেশ ব্যাংক	৫৩	৫৫	৬০	৬৫	৭০	৭৫	৮০	৮৫	এসডিজি ৮.১০.১

সারণি ৬.১: উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (Development Result Framework)

ক্রমিক	অগ্রগতি সূচক	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	তথ্যের উৎস	ভিত্তি বছর (২০২৩)	বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা							মন্তব্য
					২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১০.	রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক কর্তৃক শ্রেণিকৃত ঋণের হার (%)	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	বাংলাদেশ ব্যাংক	২৩.০	২১.০	২০.৫	২০.০	১৯.৫	১৯.০	১৮.০	১৭.০	
১১.	বীমা খাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির হার (%)	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	২.৫ (২০২১)	২.৭৫	৩.০০	৩.২৫	৩.৫০	৩.৭৫	৪.০০	৪.৫০	
১২.	পুঁজিবাজারের তালিকাভূক্ত কোম্পানির হার বৃদ্ধি (%)	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	-	৪.৫০	৪.৭৫	৫.০০	৫.২৫	৫.৫০	৫.৭৫	৬.০০	
১৩.	সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে এডিপি বরাদ্দের হার (%)	কার্যক্রম বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	কার্যক্রম বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	১.২২	১.৫০	১.৭৫	২.০০	২.৩০	২.৫০	২.৭৫	৩.০০	
১৪.	এডিপিতে বৈদেশিক সহায়তার অবদান (%)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ	৩৪.৫১	৩৩.৫০	৩৩.০০	৩২.৫০	৩১.৫০	৩১.০০	৩০.৫০	৩০.০০	এসডিজি ১৭
১৫.	মোট বৈদেশিক সহায়তার (ক)নমনীয় ঋণ (Concessional loan) (%), (খ)অ-নমনীয় ঋণ (Non-concessional loan (%)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ	(ক)৫৩ (খ)৪৭	(ক)৫২ (খ)৪৮	(ক)৫১ (খ)৪৯	(ক)৫০ (খ)৫০	(ক)৪৯ (খ)৫১	(ক)৪৮ (খ)৫২	(ক)৪৭ (খ)৫৩	(ক)৪৬ (খ)৫৪	এসডিজি ১৭
১৬.	আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বৃদ্ধি (%)	আইএমইডি	আইএমইডি		২%	৩%	২%	২%	৩%	৩%	৩%	

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার এবং ভবিষ্যৎ করণীয়

৭.১ উপসংহার

সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন বাংলাদেশের পরিকল্পনা কার্যক্রমে একটি নতুন সংযোজন। সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের পুর্নাঙ্গ চিত্রসহ সেক্টরের লক্ষ্য, কৌশল, কর্ম-পরিকল্পনা, হালনাগাদ অর্জন ও সমস্যাসমূহ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রতিফলিত হয়েছে। সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র সুদৃঢ় করবে। ফলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে এবং পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। অধিকন্তু, এ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনা ও কৌশলপত্রের সাথেও কৌশলগত সংযোগ স্থাপন করবে। সর্বোপরি দেশের সার্বিক উন্নয়নে সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান হবে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিকল্পনা টুল (tool), যা অবশ্যই দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করবে এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা করবে।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। 'রূপকল্প ২০৪১' এর অভীষ্ট অর্জনে এ সেক্টরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত। এ সেক্টরের জন্য প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ওপর সুশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল বিবেচনায় সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের জন্য নির্ধারিত কৌশল ও কার্যক্রম মোতাবেক সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি/বিধিমালা সংস্কার করা প্রয়োজন। সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান একটি চলমান দলিল (Living Document) যা সময়ের আবর্তনে বাস্তবতার নিরিখে নতুন নতুন কৌশল ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হতে পারে। যেহেতু এ সেক্টরের সাথে সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থা সম্পৃক্ত রয়েছে সেহেতু অন্তঃ এবং আন্তঃ সেক্টর সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭.২ ভবিষ্যৎ করণীয় (Way Forward)

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের কর্ম-পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন এবং সফল বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১. সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের সফলতার চালিকাশক্তি হচ্ছে এ সেক্টর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কর্ম-পদ্ধতির উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন;

২. এ সেক্টরের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ সংশ্লিষ্ট সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের অভীষ্ট, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নিশ্চিত করতে হবে;

৩. উক্ত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান সম্পর্কে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিতকরণপূর্বক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতে হবে;

৪. এই সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক স্ব স্ব বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

৫. সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিতে যথাযথ বরাদ্দ প্রদান এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

৬. এ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অগ্রাধিকার দিয়ে গৃহীত প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;

৭. পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ বর্ণিত সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের নিয়মিত/সামগ্রিক বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করবে। এতদুদ্দেশ্যে, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৮. সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যানের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য চিহ্নিত সূচকের অগ্রগতি পরিমাপে যথাযথ তথ্য ও উপাত্ত (data) প্রাপ্তি (availability) নিশ্চিত করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা এবং অন্যান্য সকল অংশীজনদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমন্বয়ে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অ্যাকশন প্ল্যানের সফল বাস্তবায়ন ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

তথ্যসূত্র

১. Bangladesh Bank (2022), "Bangladesh Bank Annual Report 2020-21", Dhaka: Bangladesh Bank (BB)

২. Bangladesh Bureau of Statistics (2022), "Bangladesh Statistical Yearbook 2021", Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

৩. General Economics Division (2024), "Mid-term Implementation Review of the Eights Five Year Plan", Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka

৪. General Economics Division (2023), "2nd National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs", Planning Commission, Government of Bangladesh

৫. General Economics Division (2023), "End Evaluation of the 7th Five Year Plan", Planning Commission, Government of Bangladesh

৬. General Economics Division (2022), "8th Five Year Plan", July 2020-June 2025, Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka

৭. General Economics Division (2022), "7th Five Year Plan July 2016-June 2020", Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka

৮. General Economics Division (2022), "Perspective Plan 2021-2041", Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka

৯. General Economics Division (2022), "Sustainable Development Goals Bangladesh Progress Report", Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka

১০. General Economics Division (2022), "A Training Handbook on Implementation of the 8th Five Year Plan", Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka

১১. General Economics Division (2020), "Revised Monitoring and Evalustion Framework of the Sustainable Development Goals (SDG): Bangladesh Perspective", Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka

১২. General Economics Division (2020), "Sector Strategy on Economic Governance in the Financial Sector in Bangladesh", Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka

১৩. General Economics Division (2018), "Bangladesh Delta Plan", Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka

১৪. General Economics Division (2017), "SDGs Needs Assessment and Financing Strategy: Bangladesh Perspective", Plannning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka

১৫. https://cabinet.gov.bd/

১৬. https://cptu.gov.bd/e-gp.html

১৭. https://humanitarianglobal.com/key-challenges-faced-by-me-professionals-when-implementing-an-me-assessment/

১৮. https://www.efficetivecooperation.org

তথ্যসূত্র

১৯. https://www.eprocure.gov.bd/RegistrationDetails.jsp

২০. https://www.indiacoolincoalition.org

২১. https://www.globalnaps.org

২২. https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators

২৩. Islam, M.A. (2014), "Bangladesh Capital Market", The first BEF Conference, Bangladesh Economist's Forum. Shah, S.A.M.H., 2016. "Capital Market Development in Bangladesh: A Sector Reform Perspective", ADB South Asia Working Paper Series, No. 48

২৪. Jeffery A Mello (2019), "Strategic Human Resource Management", 4th Edition, Cengage Learning, USA

২৫. Michacl Armstrong (2008), "Strategic Human Resources Management, A Guide to Action", 4th edition, Kogan Roge Limited, USA

২৬. Ministry of Finance (2023), "Towards Smart Bangladesh Sustaining the Development Achievements in a Decade and a Half: National Budget Speech 2023-24", Government of Bangladesh, Dhaka

২৭. Ministry of Finance (2022), "Bangladesh Economic Review", Government of Bangladesh

২৮. Ministry of Finance (2018), "Action Plan 2018-2023 to Implement: The PFM Reform Strategy 2026-2021"

২৯. Siddiqui, et.al. (2004), "Megacity Governance in South Asia-A Comparative Study": University Press Ltd.Dhaka

৩০. The World Economic Forum (2023), "Global Gender Gap Report", Geneva, Switzerland

৩১. অর্থ বিভাগ (২০২৩), বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

৩২. অর্থ মন্ত্রণালয় (২০২২), "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩", গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

৩৩. কার্যক্রম বিভাগ (২০২৩), "বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০২৩-২৪", বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

৩৪. কার্যক্রম বিভাগ (২০২৩), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০২২-২৩, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

৩৫. কার্যক্রম বিভাগ (২০২৪), "সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০২৩-২৪", বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

৩৬. বাংলাদেশ ব্যাংক (২০২৪), "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩", ঢাকা

৩৭. ভূমি মন্ত্রণালয় (২০২৩), "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩", গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

তথ্যসূত্র

৩৮. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (২০২৩), “সাফল্যের অগ্রযাত্রায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০০৯-২০২৩”, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

৩৯. সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (২০১০), “নাগরিক সনদ নির্দেশিকা”, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

সংযুক্তি

সংযুক্তি ১

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
১.	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)	৪৪.৫৪	-	৪৪.৫৪	৬.১৯	-	৬.১৯
২.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন ২০২৩)	২১.৬১	-	২১.৬১	৬.০৬	-	৬.০৬
৩.	বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২৫)	১,২০৭.৬১	-	১,২০৭.৬১	১২০.০০	-	১২০.০০
৪.	বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) (০১ জানুয়ারি ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২৫)	২৯০.২০	-	২৯০.২০	১২.৯৯	-	১২.৯৯
৫.	জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত) (০১ অক্টোবর ২০০৯-৩০ জুন ২০২৪)	২৩৭.৩৮	-	২৩৭.৩৮	৫৮.২৪	-	৫৮.২৪
৬.	বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২৪)	৫৪.০৯	-	৫৪.০৯	১১.১২	-	১১.১২
৭.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন এর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৯-৩০ জুন ২০২৪)	৪৭.৭২	-	৪৭.৭২	০.৭১	-	০.৭১
৮.	বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরী ভবন নির্মাণ (০১ জানুয়ারি ২০২১-৩০ জুন ২০২৪)	৪৯.১৯	-	৪৯.১৯	২.০৬	-	২.০৬
৯.	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন ২০২৫)	২০৮.১৬	-	২০৮.১৬	৪৪.১৬	-	৪৪.১৬
১০.	বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ (২য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২৪)	৯৩.০২	-	৯৩.০২	৮.২৪	-	৮.২৪
১১.	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)- এর মাস্টার্স কার্যক্রম (০১ জুলাই ২০১৯-৩০ জুন ২০২৪)	৪.৬৪	-	৪.৬৪	০.৯০	-	০.৯০

সংযুক্তি ১

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
১২.	কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (০১ এপ্রিল ২০১৭-৩০ জুন ২০২৫)	৩৮.৪৬	-	৩৮.৪৬	৩.৮৭	-	৩.৮৭
১৩.	উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২৫)	২৯.৫২	-	২৯.৫২	০.৭২	-	০.৭২
১৪.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প- ২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৯-৩০ জুন ২০২৪)	২৭.১০	-	২৭.১০	৪.৫৭	-	৪.৫৭
১৫.	ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০২১-৩০ জুন ২০২৬)	২৫.৮১	-	২৫.৮১	৪.৫০	-	৪.৫০
১৬.	নির্বাচন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন ২০২৪)	৩,৮২৫.৩৪	-	৩,৮২৫.৩৪	১১৪.৮৮	-	১১৪.৮৮
১৭.	আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহেন্সিং একসেস টু সার্ভিসেস (আইডিইএ) প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১ ডিসেম্বর ২০২০-৩০ নভেম্বর ২০২৫)	১,৮০৫.০৯	-	১,৮০৫.০৯	৪৭০.৯৬	-	৪৭০.৯৬
১৮.	নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় আইসিটি ব্যবহারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি (১৪ নভেম্বর ২০২৩-৩১ অক্টোবর ২০২৬)	৩৭.০৫	-	৩৭.০৫	৯.০১	-	৯.০১
১৯.	নড়াইল জেলার নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প (০১ জানুয়ারি ২০২৩-৩০ জুন ২০২৬)	৪৩.৮৩	-	৪৩.৮৩	৩.২৩	-	৩.২৩
২০.	বাগেরহাট কালেক্টরেটের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১ ডিসেম্বর ২০২৩-৩০ নভেম্বর ২০২৬)	১৩০.২০	-	১৩০.২০	০.৫০	-	০.৫০
২১.	স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (২য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৪-৩০ জুন ২০২৪)	৬৯৯.৪৪	২,৯২৮.৮৯	৩,৭১২.৩৩ (স্ব-অর্থায়ন=৮৪.০০)	১৪৬.০০	৫৪৪.০০	৬৯০.০০
২২.	কাস্টমস আধুনিকায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (০১ জুলাই ২০২৩-৩১ মার্চ ২০২৭)	২১০.৯৯	১,৪৭৫.৪৮	১,৬৮৬.৪৭	২.৬৩	৬১.৩৬	৬৩.৯৯

সংযুক্তি ১

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
২৩.	বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)	৯১.৬৬	৭১১.৭৫	৮০৩.৪১	৫১.৮০	২৬৩.৭৯	৩১৫.৫৯
২৪.	ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি- একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (০১ জানুয়ারি ২০১৭-৩০ জুন ২০২৪)	১৭.১৯	-	১৭.১৯	০.৮৮	-	০.৮৮
২৫.	বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম (১ম সংশোধিত) (০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)	১৬.২৪	-	১৬.২৪	৩.৬৩	-	৩.৬৩
২৬.	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন সেক্টরসমূহের জন্য সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (০১ অক্টোবর ২০২১-৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)	১১.১০	-	১১.১০	৫.২৬	-	৫.২৬
২৭.	এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৬.৩২	-	৬.৩২	১.৫৪	-	১.৫৪
২৮.	বাংলাদেশ আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রকল্প-১: ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো এবং কাস্টমস আধুনিকায়ন জোরদারকরণ (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ ডিসেম্বর ২০২৩)	৫৬.১০	৫২৯.২৯	৫৮৫.৩৯	৪.২০	৭৫.৯৩	৮০.১৩
২৯.	সাউথ এশিয়া সাব রিজিওনাল ইকোনমিক কোঅপারেশন (SASEC) ইন্টিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অংশ প্রকল্প (০১ এপ্রিল ২০২২-৩০ জুন ২০২৬)	৪৯.৫০	২৬৩.৫০	৩১৩.০০	২.৮৫	১০.৫০	১৩.৩৫
কারিগরি সহায়তা							
১.	স্ট্রেনদেনিং পার্লামেন্টস ক্যাপাসিটি ইন ইন্টিগ্রেশন অব পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইস্যুজ (এসপিসিপিডি) (০১ মার্চ ২০২২-৩০ ডিসেম্বর ২০২৬)	-	৪.৩০	৪.৩০	-	০.৫৫	০.৫৫
২.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালীকরণ (০১ জানুয়ারি ২০২২-৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)	৪৬.১০	-	৪৬.১০	১১.৫৭	-	১১.৫৭
৩.	সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম (এসএসপিএস) (০১ জুলাই ২০১৪-৩০ জুন ২০২৩)	১.৮০	৫৯.৯১	৬১.৭১	-	০.৮৮	০.৮৮

সংযুক্তি ১

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
৪.	সাপোর্ট টু দি সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি'স পলিসি গাইডেন্স অন চাইল্ড কম্পোনেন্ট অব দি এনএসএসএস (০১ জানুয়ারি ২০১৮ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩)	১.৩১	৬.৭১	৮.০২	০.০৫	০.৮৬	০.৯১
৫.	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন ২০২৫)	২৪.৫৩	-	২৪.৫৩	২.৩৯	-	২.৩৯
৬.	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং টু ইনক্রিজ দি ইফেকটিভ কভারেজ অফ বেসিক সোশ্যাল সার্ভিস (সিডি এন্ড এমআরআইইসিবিএসএস) ফর দি চিলড্রেন এন্ড উইমেন ইন বাংলাদেশ (ফেজ ২) (১ম সংশোধিত) (০১ অক্টোবর ২০১৭-৩০ জুন ২০২৪)	১.৩৯	৫.৮৯	৭.১৯	০.২৫	০.৮২	১.০৭
৭.	ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি-২ (আইপিএফএফ-২) (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ এপ্রিল ২০২৪)	১৪.৫৯	২৮.৯৫	৪৩.৫৪	২.১০	৪.৩২	৬.৪২
৮.	সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল গ্রাজুয়েশন (৩য় সংশোধিত) (০১ ডিসেম্বর ২০১৮-৩০ জুন ২০২৭)	১৩৪.৭৫	-	১৩৪.৭৫	৭.৮৬	-	৭.৮৬
৯.	জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জেডিএস) (৩য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৪-৩০ জুন ২০২৫)	৫.২৮	৪২৫.৮০	৪৩১.০৮	০.১১	৩০.০০	৩০.১১
১০.	বিশ্বব্যাংক সাহায্যপুষ্ট সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন ইউনিট অব দ্যা প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড ডিজিটাল অন্ট্রাপ্রানারশীপ (সিসিইউ-প্রাইড) (০১ জানুয়ারি ২০২১-৩১ ডিসেম্বর ২০২৫)	-	২৫.০৮	২৫.০৮	-	৫.৭৮	৫.৭৮
১১.	নলেজ ফর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (কে৪ডিএম) ফেজ ২ (০১ জুলাই ২০২১-৩০ জুন ২০২৪)	০.৭৭	২৫.৯০	২৬.৬৭	০.৬৬	২.৮১	৩.৪৭
১২.	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব গভঃমেন্ট অফিসিয়াল ইন পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট (০১ অক্টোবর ২০২৩-৩১ ডিসেম্বর ২০২৬)	৩০.৯৮	-	৩০.৯৮	১.১০	-	১.১০

সংযুক্তি ১

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
১৩.	স্ট্রেনদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৪-৩০ জুন ২০২৪)	১২.৬৭	৫৮.৮০	৭১.৪৭	১.০২	২.৮৩	৩.৮৫
১৪.	জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (এসিসিএনএলডিপি-২) (০১ জুলাই ২০১৯-৩০ জুন ২০২৪)	০.৯৮	৩৯.৮৬	৪০.৮৪	০.৬০	-	০.৬০
১৫.	ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রোকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৭-৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)	২১৪.৭১	৭৯৮.০০	১,০১২.৭১	৪৭.৮৯	১৪০.০০	১৮৭.৮৯
১৬.	টেকনিক্যাল সাপোর্ট টু ইমপ্রুভমেন্ট টাইমলি বার্থ এ্যান্ড ডেথ রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১ জুলাই ২০১৯-৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)	০.১০	১৫.৭৯	১৫.৮৯	০.০১	৭.৩১	৭.৩২
১৭.	বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) (০১ জুলাই ২০২২-৩০ জুন ২০২৭)	১৫৭.৫১	২৬৮.৮৪	৪২৬.৩৫	৪৮.৯৫	৫৯.৬৬	১০৮.৬১
১৮.	ট্রানজেকশন টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর সাপোর্টিং সাউথ এশিয়া সাবরিজিওনাল ইকনোমিক কোঅপারেশন ইন্টিগ্রেটেড সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (০১ ডিসেম্বর ২০২২-৩১ নভেম্বর ২০২৫)	-	১৫.০০	১৫.০০	-	৫.০০	৫.০০

সংযুক্তি ২

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			২০২২-২৩ অর্থ ছরে আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
১.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন ২০২৩)	২১.৬১	-	২১.৬১	১৪.৪৯	-	১৪.৪৯
২.	নির্বাচন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) (০১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন ২০২৩)	৩,৮২৫.৩৪	-	৩,৮২৫.৩৪	২৮১.৯৯	-	২৮১.৯৯
৩.	আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহেন্সিং একসেস টু সার্ভিসেস (আইডিইএ) প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১ ডিসেম্বর ২০২০-৩০ নভেম্বর ২০২৫)	১,৮০৫.০৯	-	১,৮০৫.০৯	৪৫২.২১	-	৪৫২.২১
৪.	বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২৩)	১,২০৭.৬১	-	১,২০৭.৬১	৯০.০০	-	৯০.০০
৫.	বিপিএটিসি'র কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (০১ জুলাই ২০১৬-৩১ ডিসেম্বর ২০২২)	৫০.০০	-	৫০.০০	৩.৬৮	-	৩.৬৮
৬.	বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ -২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১ জানুয়ারি ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২২)	২৯০.২০	-	২৯০.২০	৩.৫৩	-	৩.৫৩
৭.	জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত) (০১ অক্টোবর ২০০৯-৩১ ডিসেম্বর ২০২২)	২৫৭.৯৮	-	২৫৭.৯৮	২৪.০০	-	২৪.০০
৮.	বি.জি প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, সর্বাধুনিক সিটিপি মেশিন, সর্বাধুনিক স্টিচিং মেশিন, সর্বাধুনিক কাটিং মেশিন স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১ জানুয়ারি ২০১৮-৩১ মার্চ ২০২৩)	২৯.৯৮	-	২৯.৯৮	০.৫১	-	০.৫১
৯.	বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২৩)	৫৪.০৯	-	৫৪.০৯	৩.৬০	-	৩.৬০
১০.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন এর কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৯-৩০ জুন ২০২৩)	৪৭.৭২	-	৪৭.৭২	৯.২৭	-	৯.২৭
১১.	বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরী ভবন নির্মাণ (০১ জানুয়ারি ২০২১-৩০ জুন ২০২৪)	৪৯.১৯	-	৪৯.১৯	২.৭০	-	২.৭০
১২.	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন ২০২৩)	১৫৫.১১	-	১৫৫.১১	৩০.০০	-	৩০.০০

সংযুক্তি ২

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			২০২২-২৩ অর্থ ছরে আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
১৩.	স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (২য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৪-৩০ জুন ২০২৪)	৬৯৯.৪৪	২,৯২৮.৮৯	৩,৭১২.৩৩	১৩১.৫৪	৫০৪.৯৪	৬৩৬.৪৮
১৪.	বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২৩)	৯৩.০২	-	৯৩.০২	৭.৮৫	-	৭.৮৫
১৫.	বাংলাদেশ আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রকল্প ১: ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো এবং কাস্টমস আধুনিকায়ন জোরদারকরণ (০১ জুলাই ২০১৭-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)	৫৬.১০	৫২৯.২৯	৫৮৫.৩৯	৬.০০	১৫.০০	২১.০০
১৬.	সাউথ এশিয়া সাবরিজিওনাল ইকোনমিক কোঅপারেশন (SASEC) ইনট্রিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অংশ প্রকল্প (০১ এপ্রিল ২০২২-৩০ জুন ২০২৬)	৪৯.৫০	২৬৩.৫০	৩১৩.০০	০.৪৫	০.২০	০.৬৫
১৭.	বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)	৯১.৬৬	৫৭৮.৫০	৬৭০.১৬	১৪.০০	৩৯১.২২	৪০৫.২২
১৮.	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মাস্টার্স কার্যক্রম (০১ জুলাই ২০১৯-৩০ জুন ২০২২)	৪.৬৪	-	৪.৬৪	১.৭৭	-	১.৭৭
১৯.	ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) (০১ জানুয়ারি ২০১৭-৩০ জুন ২০২২)	১৭.১৯	-	১৭.১৯	১.১৯	-	১.১৯
২০.	বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম (১ম সংশোধিত) (০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮-৩০ জুন ২০২৩)	১৬.২৪	-	১৬.২৪	৫.৯০	-	৫.৯০
২১.	কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (০১ এপ্রিল ২০১৭-৩০ জুন ২০২৩)	৩৯.০৯	-	৩৯.০৯	৫.১০	-	৫.১০
২২.	সরকারি বিনিয়োগ অধিকতর কার্যকর করার জন্য সেক্টর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২৩)	১৭.৮৯	-	১৭.৮৯	২.৯৪	-	২.৯৪
২৩.	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন সেক্টরসমূহের জন্য সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন ও পরীবীক্ষণসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (০১ অক্টোবর ২০২১-৩০ জুন ২০২৪)	১৬.৪১	-	১৬.৪১	২.০০	-	২.০০

সংযুক্তি ২

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			২০২২-২৩ অর্থ ছরে আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
২৪.	উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২৩)	৩৬.১২	-	৩৬.১২	২.৩৫	-	২.৩৫
২৫.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৯-৩০ জুন ২০২৪)	২৭.১০	-	২৭.১০	২.২৩	-	২.২৩
২৬.	ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি (০১ জুলাই ২০২১-৩০ জুন ২০২৫)	১৪.৯২	-	১৪.৯২	৩.৯৪	-	৩.৯৪
২৭.	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)	৪৪.৫৪	-	৪৪.৫৪	১১.০৩	-	১১.০৩
কারিগরি সহায়তা							
১.	স্ট্রেনদেনিং পার্লামেন্টস ক্যাপাসিটি ইন ইন্টিগ্রেশন অব পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইস্যুজ (এসপিসিপিডি) (০১ মার্চ ২০২২-৩১ ডিসেম্বর ২০২৬)	-	৪.৩০	৪.৩০	-	০.৫০	০.৫০
২.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালীকরণ (০১ জানুয়ারি ২০২২-৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)	৪৬.১০	-	৪৬.১০	১৬.৪০	-	১৬.৪০
৩.	সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম (এসএসপিএস) (০১ জুলাই ২০১৪-৩০ জুন ২০২৩)	১.৮০	৫৯.৯১	৬১.৭১	০.০৮	৫.৪৯	৫.৫৭
৪.	প্লাটফর্ম ফর ডায়ালগ স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসন এন্ড পার্টিসিপেশন ইন ডিসিশন মেকিং এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেকানিজমস ইন বাংলাদেশ (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২৩)	৩৪.০০	১১৪.৭৪	১১৫.০৮	০.০৬	১৬.৯৫	১৭.০১
৫.	সাপোর্ট টু দি সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি'স পলিসি গাইডেন্স অন চাইল্ড কম্পোনেন্ট অব দি এনএসএসএস (০১ জানুয়ারি ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)	১.৩১	৬.৭১	৮.০১	০.০৩	১.২৭	১.৩০
৬.	প্রমোটিং নিউট্রিশন সেনসিটিভ সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রোগ্রামস (পিএনএসএসএসপি) (০১ জানুয়ারি ২০১৯-৩০ জুন ২০২২)	০.৭১	৬.৬৪	৭.৩৫	-	১.২৬	১.২৬
৭.	ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্রাটেজী সাপোর্ট প্রজেক্ট (ফেজ-২) (০১ জুলাই ২০১৯-৩১ ডিসেম্বর ২০২২)	২.৫৬	১৬.৭৪	১৯.৩০	০.৩৪	-	০.৩৪
৮.	টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর সিআরভিএস সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ (ফেইজ-৪) (০১ জানুয়ারি ২০২২-৩০ জুন ২০২৩)	০.৩৪	১.৩৬	১.৭০	০.৩০	১.২০	১.৫০

সংযুক্তি ২

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			২০২২-২৩ অর্থ ছরে আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
৯.	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় মুগারচরে বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সম্প্রসারিত ক্যাম্পাস স্থাপনের সমীক্ষা প্রকল্প (০১ জানুয়ারি ২০২১-৩১ ডিসেম্বর ২০২২)	৪.৭২	-	৪.৭২	১.৮২	-	১.৮২
১০.	ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি-২ (আইপিএফএফ-২) (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০২২)	২৩.৬১	৭৮.৭০	১০২.৩১	১.০৮	৪.৬৭	৫.৭৫
১১.	ট্রানজেকশন টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর সাপোর্টিং সাউথ এশিয়া সাবরিজিওনাল ইকনোমিক কোঅপারেশন ইন্টিগ্রেটেড সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (০১ ডিসেম্বর ২০২২-৩০ নভেম্বর ২০২৫)	-	১৫.০০	১৫.০০	-	২.৫০	২.৫০
১২.	সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল গ্রাজুয়েশন (২য় সংশোধিত) (০১ ডিসেম্বর ২০১৮-৩০ জুন ২০২৪)	১৩৪.৭৫	-	১৩৪.৭৫	৬.৮৩	-	৬.৮৩
১৩.	স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব ইআরডি অফিসিয়ালস (০১ জুলাই ২০১৯-৩০ জুন ২০২২)	৬.০০	-	৬.০০	০.২৭	-	০.২৭
১৪.	জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জেডিএস) (৩য় সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৪-৩০ জুন ২০২৫)	৫.২৮	৪২৫.৮০	৪৩১.০৮	০.১৫	৩০.২৩	৩০.৩৮
১৫.	বিশ্বব্যাংক সাহায্যপুষ্ট সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন ইউনিট অব দ্য প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড ডিজিটাল ইন্ট্রিপ্রিনারশীপ (সিসিইউ- প্রাইড) (০১ জানুয়ারি ২০২১-৩১ ডিসেম্বর ২০২৫)	-	২৫.০৮	২৫.০৮	-	৫.১৫	৫.১৫
১৬.	নলেজ ফর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (কে৪ডিএম) ফেজ-২ (০১ জুলাই ২০২১-৩০ জুন ২০২৪)	০.৭৭	২৫.৯০	২৬.৬৭	০.২৬	৫.১০	৫.৩৬
১৭.	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন ২০২৩)	২৪.৫৩	-	২৪.৫৩	৩.৩১	-	৩.৩১
১৮.	স্ট্রেনদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (১ম সংশোধিত) (০১ জুলাই ২০১৪-৩০ জুন ২০২৩)	১২.৬৭	৫৮.৮০	৭১.৪৭	০.৭০	৭.৯৪	৮.৬৪
১৯.	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট) (২য় সংশোধিত) (০১ জানুয়ারি ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২২)	১.৭০	১৪.৬২	১৬.৩৩	০.৩২	২.৮০	৩.১২
২০.	জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (এসিসিএনএলডিপি-২) (০১ জুলাই ২০১৯-৩০ জুন ২০২৩)	০.৯৮	৩৯.৮৬	৪০.৮৪	০০.৯৮	৩৯.৮৬	৪০.৮৪
২১.	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং টু ইনক্রিজ দি ইফেকটিভ কভারেজ অব	১.১৪	৭.৯৫	৯.০৯	০.১৮	০.৮৪	১.০২

সংযুক্তি ২

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও বরাদ্দ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			২০২২-২৩ অর্থ ছরে আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
	বেসিক সোশ্যাল সার্ভিস (সিডি এন্ড এমআরআইইসিবিএসএস) ফর দি চিলড্রেন এন্ড উইমেন ইন বাংলাদেশ (ফেজ-২) (০১ অক্টোবর ২০১৭-৩১ ডিসেম্বর ২০২১)						
২২.	ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রোকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (০১ জুলাই ২০১৭-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)	৮৪.০০	৭৯৮.০০	৮৮২.০০	১.২৪	১৩০.৬৯	১৩১.৯৩
২৩.	ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (ডিডব্লিউএ পার্ট) (২য় সংশোধিত) (০১ জানুয়ারি ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২২)	২.৫৯	৩১.৫৮	৩৪.১৭	০.০৫	১.৭৩	১.৭৮
২৪.	টেকনিক্যাল সাপোর্ট টু ইমপ্রুভমেন্ট টাইমলি বার্থ এন্ড ডেথ রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১ জুলাই ২০১৯-৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)	০.১০	১৫.৭৯	১৫.৮৯	০.০৪	৭.২৮	৭.৩২
২৫.	ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত) (০১ জানুয়ারি ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২২)	৩.০৬	২৮.১৮	৩১.২৩	১.১৪	৪.০৪	৫.১৮
২৬.	ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (ডিডিএম পার্ট) (২য় সংশোধিত) (০১ জানুয়ারি ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২২)	৩.৫৮	৩২.৬১	৩৬.১৯	১.২২	২.৪৯	৩.৭১

সংযুক্তি ৩

সেক্টরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০১৩-১৪ থেকে ২০২০-২০২১)

কোটি টাকা

ক্রমিক	সেক্টর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
১.	কৃষি	২৯০৫.৭৬	৩৫১১.৭৬	৪১৫৭.৭১	৪৪১০.০৫	৫৭৪১.৬	৫২৮৩.৫২	৬৯১৮.২৪	৬৬২৩.৫৩	৭৭৩৪.২৯
২.	পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৬৭১২.৪৭	৬৯৭৭.১৫	৭৮৪০.০৯	৯০৪৬.১৩	১০৭৬১.৪৩	১৬৭২২.০০	১৫১৫৪.২৫	১৫৭৭৭.৯১	১৮২৮৯.৭
৩.	পানি সম্পদ	১৫৯৩.২৫	১৮৮৯.৩৮	২০৩৫.৯২	২৬০৯.৪৯	৩৩৪২.১১	৪১৪৭.৩১	৫০০০.৮৭	৬৫৫২.৭৯	৬৭০৮.৯৩
৪.	শিল্প	১৯১৫.২৫	২৭২৭.১৪	১৮৬৩.৮	১৭১১.৩৫	৯৭৪.১২	১৫৬৩.৫৫	২০৪৬.২৭	৩২৩৮.১০	৩৫০০.০৯
৫.	বিদ্যুৎ	৮৫৬৯.০৪	৮০৬৬.১১	৮২২৩.৭১	১৫৪৭৮.২১	১৩৪৪৭.৫৭	২২৩৪০.৩২	২৩২২৫.৩৬	২৩৬৩১.৭৮	২১৯৪৫.১৭
৬.	তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১৩৮৬.১৯	১৯১২.৬৬	১০৭১.১৫	১০৬৮.১৭	১০৬৭.৮৭	১৩৪৬.৪৮	২২০৯.১২	২৪১৭.০৭	১৭৪৮.৭৯
৭.	পরিবহন	৮৩০৬.৩২	১০২৯৫.১৩	১৭৩৬১.৯	১৯২১২.১৩	২৭৩৬০.২৩	৩৭৫১৩.২২	৩৮০৯৯.৫৮	৪৭৪৩১.৯২	৪৯২১২.৮৬
৮.	যোগাযোগ	৯১১.১	৭৮৬.৬৭	১০০৩.৫৮	১৪৩৪.৮২	১৯১৫.৭৯	৯৩৭.৪৪	২০২১.০১	১৭৩৯.৬৪	১৫৩৭.৩৩
৯.	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	৪৮৮১.৩২	৫৩৮৩.৩৫	৭১৯৪.২৭	১১০৯২.৩৮	১৪৩৯১.১৭	১৫১৪৬.৮৩	২০৩৭১.৮৪	২৬৮৩৯.২৫	২৬৪৯১.৯৬
১০.	শিক্ষা ও ধর্ম	৬৬১০.৭২	৭৯৯৪.৭৪	৯০২৬.৬৫	১০১০১.৭৪	১২৮৪৫.৯৭	১৪১৮৬.৫৬	১৫৪৬৮.৬৫	২০৪২৯.১০	২৪৫৭১.৯৬
১১.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১৭৭.৫২	২৬৫.৯২	১৬৬.৯২	২৬১	৩১৪.১৯	৩১৮.৬১	৬৫৩.৬৬	৫৮৭.৯৩	৪৮৪.৫
১২.	স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	৪০২৭.৩১	৪২১৯.৭৯	৫০৪১.৬১	৫৫৫৬.৪৭	৫৬৫৫.৩৩	৯৬০৭.৫১	১০৯০২.০৭	১০১০৮.৪০	১৪৯২১.৯
১৩.	গণসংযোগ	৫২.০৪	১১১.৯	১০৯.৯৫	১১৭.৯৮	১৭৬	২১৯.৬৫	২৫০.৩৯	১৭১.২৫	২৪৮.২৫
১৪.	সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৪০৯.১১	৪৫১.৩১	৪০৯.০৪	৪২৪.৪৮	৩৪৭.১৯	৪৩১.৮৬	৬৪৯.৭১	৭৯৮.০৬	৮৭৫.২৯
১৫.	জনপ্রশাসন	১০৩৭.২	১৩৭১.২৭	১৭০৩.৩৫	২৩২৭.৪৩	২৩৪৪.৫৫	২১১৮.৯১	৪৯৬৪.৩	৫১৩৭.৪৯	৩৩৭৭.৫২
১৬.	বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২৯৯.২	১৫৫৯.০৩	৪৬২৮.৮২	১৮০৮.৩৮	৫৪৭২.০৪	১২৫৯৩.১৮	১৩৩৫৩.৬৩	১৬৭৯০.৪৩	১১৫৭৫.৬৬
১৭.	শ্রম ও কর্মসংস্থান	২৮২.৭৫	৩৫৪.৪	৫১১.১	৪২১.২৯	৪৫০.৭৭	৩৫৬.২৫	৪৬৪.৩	৫৪৪.৩৭	৫৩৭.৭২
থোক বরাদ্দ		**২২৮৯.৪৫**	**২১২২.২৯**	**২৬৫০.৪৩**	**৩৯১৮.৫**	**৪০৯২.০৭**	**৩৫৪৭.৮**	**৫২৪৬.৭৫**	**৪১০১.৫৬**	**৩৮৮১.২৪**
সর্বমোট বরাদ্দ		**৫২৩৬৬**	**৬০০০০**	**৭৫০০০**	**৯১০০০**	**১১০৭০০**	**১৪৮৩৮১**	**১৬৭০০০**	**১৯২৯২১**	**১৯৭৬৪৩.০০**

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩

সংযুক্তি ৪

কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ

Taka in Crore

Sl.	Name of the Package	Amount
1.	Special fund for export-oriented industries	5,000
2.	Working capital loans to affected industries and service sector	103,000
3.	Working capital loans provided to SMEs, cottage industries	6,000
4.	Expansion of Export Development Fund (EDF)	17,000
5.	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	5,000
6.	Special honorarium for doctors, nurses, medical workers	140
7.	Health insurance and life insurance	750
8.	Free food distribution	2,500
9.	OMS at 10 taka/kg	770
10.	Cash transfer to targeted poor people	1,330
11.	Expansion of Old Age Allowance and Vulnerable Women Programs	820
12.	Construction of home for homeless people	2,130
13.	Support for farm mechanization	3,220
14.	Subsidy for agriculture	9,500
15.	Agriculture Refinance Scheme	8,000
16.	Refinance scheme for professionals, farmers, and small traders	3,000
17.	Employment generation schemes	3,200
18.	Subsidy for commercial bank's suspended interest of April-May 2020	2,000
19.	Credit risk sharing scheme for SME sector	2,000
20.	Safety net program for export-oriented industry's distressed workers	1,500
21.	Revitalizing the rural economy	1,500
22.	Expansion of coverage of old age allowance and vulnerable women's program to 150 poverty-stricken upazillas	1,200
23.	2nd tranche of cash transfers	930
24.	Cash transfer to targeted poor	450
25.	Special OMS in the city area	150
26.	Food support to vulnerable people	100
27.	Employment creation thru 3 state-owned financial institutions	1,500
28.	Subsidized working capital credit facilities to hotels/motels/theme parks	1,000
	Total (taka)	**237,680**
	In Crore US Dollars	**2,800**
	As % of GDP	**6.7**

সংযুক্তি ৫

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)		
			জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ					
১.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠ প্রশাসনের সরকারি কর্মকর্তাদের স্মার্ট গভর্ন্যান্স এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	৫০.০০	-	৫০.০০
২.	সমন্বিত সংস্কার ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৮	১৫.০০	২৮৫.০০	৩০০.০০
৩.	ডিজিটাল পাবলিক সার্ভিসের ই-গভর্ন্যান্সের কার্যকারিতা ত্বরান্বিত করা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	০.৩৫	১১৪.০০	১১৪.৩৫
৪.	ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্রাটেজী সাপোর্ট প্রকল্প-পর্যায় ৩	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৬	০.১০	২০.০০	২০.১০
৫.	টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর সিআরভিএস সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ (৫ম পর্যায়)	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	১.৮০	৬.৪০	৮.২০
		উপ-মোট (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ)	**৬৭.২৫**	**৪২৫.৪০**	**৪৯২.৬৫**
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়					
৬.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৯	৪৫০.০০	-	৪৫০.০০
৭.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির সক্ষমতা জোরদারকরণ	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	৫০.০০	-	৫০.০০
৮.	বিসিএস প্রশাসন একাডেমির প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	জুলাই ২০২৬-জুন ২০২৯	৭০.০০	-	৭০.০০
৯.	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	৬৫.০০	-	৬৫.০০
১০.	উন্নত দেশের উপযোগী দক্ষ কর্মকর্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদান	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৯	৩৫০.০০	-	৩৫০.০০
		উপ-মোট (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়)	**৯৮৫.০০**	**-**	**৯৮৫.০০**
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: নির্বাচন কমিশন					
১১.	সারাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইভিএম এর ব্যবহার প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০৩০	১,৫৫০.০০	২,০০০.০০	৩,৫৫০.০০
১২.	নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আইসিটি ব্যবহারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	৫০.০০	-	৫০.০০
১৩.	নির্বাচনী ডেটাবেজের জন্য উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সার্ভার স্টেশন নির্মাণ এবং জেলা সার্ভার স্টেশন ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৮	২৮৩.০০	-	২৮৩.০০
		উপ-মোট (নির্বাচন কমিশন)	**১,৮৮৩.০০**	**২,০০০.০০**	**৩,৮৮৩.০০**
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: দুর্নীতি দমন কমিশন					
১৪.	দুর্নীতি দমনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে দুদককে আরো শক্তিশালীকরণ	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	১২০.০০	-	১২০.০০
		উপ-মোট (দুর্নীতি দমন কমিশন)	**১২০.০০**	**-**	**১২০.০০**

সংযুক্তি ৫

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)		
			জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড					
১৫.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	৪৮.০০	-	৪৮.০০
১৬.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৮	৩৫.০০	-	৩৫.০০
	উপ-মোট (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)		**৮৩.০০**	**-**	**৮৩.০০**
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন					
১৭.	পুঁজিবাজার উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৯	৭৫.০০	-	৭৫.০০
	উপ-মোট (সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন)		**৭৫.০০**	**-**	**৭৫.০০**
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো					
১৮.	জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডেটাবেজ হালনাগাদকরণ প্রকল্প	জুলাই ২০২৬-জুন ২০৩০	৯৫.০০	-	৯৫.০০
১৯.	জেলাভিত্তিক জিডিপি নিরূপণ প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	২০.০০	-	২০.০০
২০.	এসডিজি ডেটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের জন্য জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৭	৬.১৫	-	৬.১৫
২১.	ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল ডেটা ওয়্যারহাউস এন্ড বিগ ডেটা এ্যানালাইসিস প্লাটফর্ম	জানুয়ারি ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৭	২.০০	৮৯.০০	৯১.০০
২২.	স্ট্রেনদেনিং ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি অব বিবিএস অন ডেটা ক্যাপচারিং এন্ড এ্যানালাইসিস অব সেন্সাসেস এন্ড সার্ভেস	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫	-	২.৫৫	২.৫৫
	উপ-মোট (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)		**১২৩.১৫**	**৯১.৫৫**	**২১৪.৭০**
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন					
২৩.	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	জুলাই ২০২৪-জুন ২০৩০	৩৫.০০	-	৩৫.০০
	উপ-মোট (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ)		**৩৫.০০**	**-**	**৩৫.০০**
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ					
২৪.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৭	২৫.০০	-	২৫.০০
	উপ-মোট (জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)		**২৫.০০**	**-**	**২৫.০০**
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: আইএমইডি					
২৫.	সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প যথাসময়ে কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য আইএমইডির সক্ষমতা বৃদ্ধি	জুলাই ২০২৬-জুন ২০২৯	৩৫.০০	-	৩৫.০০
	উপ-মোট (আইএমইডি)		**৩৫.০০**	**-**	**৩৫.০০**
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন					
২৬.	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের দক্ষতা উন্নয়নসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	২০.০০	-	২০.০০
	উপ-মোট (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ)		**২০.০০**	**-**	**২০.০০**

সংযুক্তি ৫

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)		
			জিওবি	প্রকল্প ঋণ ও অনুদান	মোট
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কার্যক্রম বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন					
২৭.	সরকারি উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৯	৫৫.০০	-	৫৫.০০
উপ-মোট (কার্যক্রম বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন)			৫৫.০০	-	৫৫.০০
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ					
২৮.	বৈদেশিক সহায়তা আহরণে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৯	৩.৫০	৫৬.৫০	৬০.০০
উপ-মোট (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ)			৩.৫০	৫৬.৫০	৬০.০০
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: অর্থ বিভাগ					
২৯.	পাবলিক ফিন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট জোরদারকরণ প্রকল্প	জুলাই ২০২৬-জুন ২০২৯	৮৭.০০	-	৮৭.০০
উপ-মোট (অর্থ বিভাগ)			৮৭.০০	-	৮৭.০০
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)					
৩০.	ফিউচার নেশন- সকলের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ-১ম পর্যায়	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	৭.০০	৪২.৯৫	৪৯.৯৫
উপ-মোট (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ))			৭.০০	৪২.৯৫	৪৯.৯৫
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ					
৩১.	বীমা খাতের অটোমেশন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৭	৪২.৫০	৫৬.০০	৯৮.৫০
উপ-মোট (বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ)			৪২.৫০	৫৬.০০	৯৮.৫০
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন					
৩২.	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতকরণ এবং ডিজিটাল ডেটাবেজ সুসংহতকরণ	জুলাই ২০২৬-জুন ২০২৯	**৫৫.০০**	-	**৫৫.০০**
উপ-মোট (বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন)			৫৫.০০	-	৫৫.০০
মোট			৩৭০১.৪০	২,৬৭২.৪০	৬৩৭৩.৮০

মাইডাস-নেক্সাস কনসালট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন

লিড ফার্ম: **মাইডাস,** মাইডাস সেন্টার (১২ তলা), প্লট # ৫, সড়ক # ১৬ (পুরাতন-২৭), ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮-০২-৪১০২১২৮১, +৮৮-০২-৪১০২১২৮২, +৮৮-০২-৪১০২১২৮৩ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৪১০২১২৮৪
ই-মেইল: midasbd1982@gmail.com, ওয়েব: www.midas.org.bd

সহযোগী ফার্ম: নেক্সাস কনসালট্যান্টস, ৬৬১, পশ্চিম শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮-০২-৯০২৪৭১৫, +৮৮ ০১৯২৪-৫৪৬৪৬৪, +৮৮ ০১৭১৬-৩৭১৬২০, +৮৮ ০১৫৩৭-১৭৮১৯৬
ই-মেইল: nexusconsultantsbd@gmail.com, ওয়েব: www.nexusconsultantsbd.com